

আল হাজ্জাত

স্মরণিকা
২০২০



الجميعة العربية الإسلامية

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম



আল-হাজান



আমার শব্দেয়/স্নেহের

Four horizontal yellow lines for writing, each with a dashed line and a small circle on the left side.



আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম

আল-কিরাকু

মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম

কিরাকু বেলার ফাখিরুল্লাহ তারফার মনে

কোন ভাষাতে জানাব কিরাকু ভাবছি কখন কখন

তোমা হতে গ্রহণি মোরা জানের পান্ডুলিপি

সেই তোমাকে কখনে জানাই কিরাকু তদুপি।

তবুও আজি কিরাকু মঞ্চে দাঁড়াতে হলো মোদের

দু'আ দিও, দয়া দিও, তার হইতনা মোকর।

কিরাকু কালে করো গ্রহণ আপন ভালোবাসা

তোমার বুকে পেয়েছি মোরা জীবন গড়ার আশা।

শিক্ষাক্ষেত্রের কদমতলে ঋদ্ধা করি জ্ঞাপন

খাঁদের দিগন্ত লেভি বিদ্যার আয়োজন।

বিদ্যাক্ষেত্র করো মোদের তুল-প্রার্থি কক্ষা

জীবন মোদের শূন্য হবে, ঋদ্ধ হবে জন্মা।

শেষের কালে সবার নিকট দেয়া শিক্ষা মাগি

জীবন পথে চলতে গিয়ে অফল হওয়ার লাগি।

উৎসর্গ

তুবীবে উম্মাহু পীরে কামেল আল্লামা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব (দা.বা.আ.)

মুহতামিম : আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

স্মরণে

মুজাহিদে মিল্লাত হাদিয়ে জামান শাহ আহমদ হাছান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৪৪০-৪১ হিজরি মোতাবেক

২০১৯-২০ ঈসায়ি শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদিস [মাস্টার্স]

সমাপনী ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে প্রকাশিত।



জামিয়ার দৃষ্টিনন্দন জামে মসজিদ 'মসজিদে তোবা'

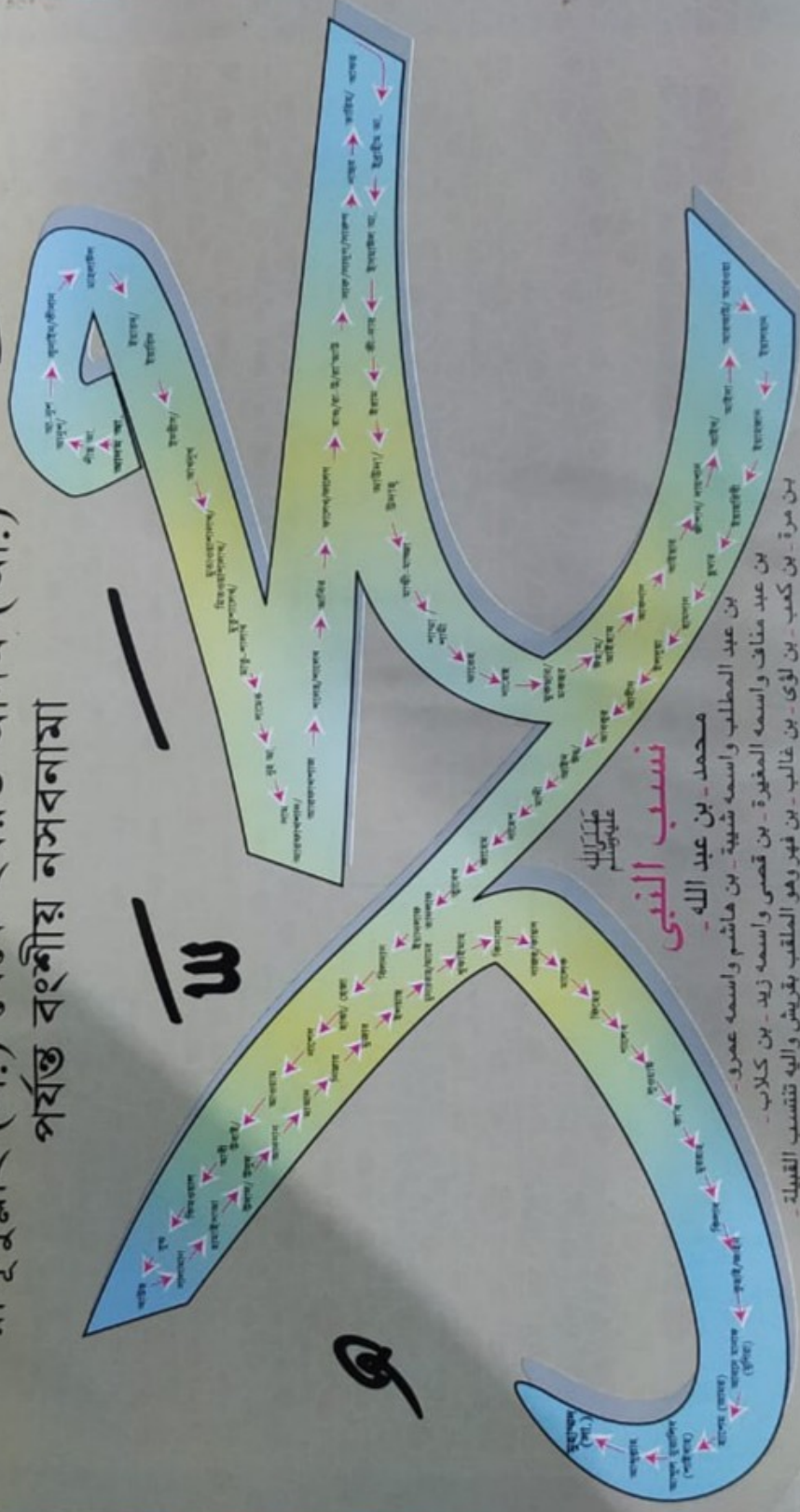


দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফসল জামিয়ার দারুল হাদিস 'এন 'আমুল বারি দারুল হাদিস'



জামিয়ার শিক্ষাভবন 'কুতুবুল হাসান'

রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত বংশীয় নসবনামা



- بن مالك - بن النضر واسمه قيس - بن كنانة - بن خزيمة - بن مدركة واسمه عامر - بن إلياس - بن مضر - بن نزار - بن معد - بن عدنان وهو ابن آدَمَ -
 بن الهميسع - بن سلمان - بن عوض - بن نوز - بن قنول - بن أبي - بن عوام - بن ناشد - بن حزا - بن بلداس - بن دبابخ - بن طابخ - بن جاحم - بن ناحش - بن ماضي - بن عيضر -
 بن عيقر - بن عبيد - بن الدعا - بن حمدان - بن سنبر - بن يثري - بن يحزن - بن يلحن - بن أروعى - بن عيضر - بن ديشان - بن عصير - بن أفتاد -
 بن أبيهم - بن مقصر - بن ناحث - بن زارح - بن سمي - بن مزي - بن عوضه - بن عرام - بن قidar - بن إسماعيل - بن إبراهيم عليهما السلام -
 وهو ابن تارح واسمه آذر - بن ناحور - بن ساروع أو ساروخ - بن راعو - بن فالخ - بن عابر - بن شالخ - بن أرفخشذ - بن سام - نوح عليه السلام -
 بن لامك - بن متوشلخ - بن أخنوخ يقال هو إدريس النبي عليه السلام - بن برد - بن مهلائيل - بن قينان - بن أنوش - بن شِيث - بن آدم عليهما السلام -

বি-ইছমিহি তা'আলা



উচ্চতর শিক্ষা কোর্স

ইফতা, আরবি সাহিত্য, কেরাত বিভাগে ভর্তি চলছে

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম

জামেয়া জিরি-তে

দারুল উলুম দেওবন্দের নমুনায় একই পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতিতে ১ বছরের উচ্চতর শিক্ষা কোর্স ইফতা, আরবি সাহিত্য, কেরাত বিভাগে আগামী ৭ ইং শাওয়াল হতে ১৪৪১-'৪২ হিজরি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে ইনশা-আল্লাহ।

ভর্তির নিয়মাবলী

- ভর্তিচ্ছুক ছাত্রকে অবশ্যই দাওরায়ে হাদিস পাশ হতে হবে।
- ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধা তালিকার ভিত্তিতে ভর্তি করানো হবে।
- ভর্তিকৃত ছাত্র মাদরাসার যাবতীয় আইন-কানুন ও সুন্নতের অনুসরণে বাধ্য থাকবে।
- ছাত্রদের মান-সম্মত থাকা-খাওয়ার ফ্রি ব্যবস্থা রয়েছে।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
- ১৭ই শাওয়াল হতে ইনশা-আল্লাহ যথারীতি পাঠদান শুরু হবে।

যাতায়াত

চট্টগ্রাম শহরের যে কোন স্থান হতে কর্ণফুলী সেতু হয়ে শান্তিরহাট বাজার, সেখান হতে দক্ষিণ দিকে সি.এন.জি যোগে মাদরাসা।

ভর্তি সংক্রান্ত সার্বিক সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল

০১৮১৯-৬২২৮১৩ (ইফতা), ০১৮৩১-৫৪৬১৩১ (আরবি সাহিত্য)
০১৮৩৮-৯৩১২৭৬ (কেরাত), ০১৮১৯-৩১৬৬৫৬ (দস্তুর)

ভর্তি সংবাদ

আগামী শিক্ষাবর্ষে জামেয়া খোলার তারিখ

০৭ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ৩১ মে ২০২০ ইংরেজি

প্রতি বছরের ন্যায় আগামী বছরও তাওয়াঙ্কুলান আল্লাহ বাদে রমজান জামেয়ার সকল বিভাগ- হাদিস, তাফসীর, ফিক্বহ, তাজভিদ, মানতেক, দর্শন, নাহ্, ছরফ, হিফজে কুরআন ও নূরানী বিভাগে ভর্তি করা হবে। এতিম, গরীব, মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্রদের জন্য ফ্রি থাকা খাওয়া ও চিকিৎসাসহ বিশেষ বৃত্তির সু-ব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ ঠিকানা

আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি
গ্রাম ও ডাকঘর: জিরি, উপজেলা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৯-৩১৬৬৫৬

ব্যাংক একাউন্ট

ব্যাংক একাউন্ট, আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি হিসাব নং- ১৪৯৯
জিরি ইসলামিয়া এতিমখানা, হিসাব নং- ৪৩১৮ ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।
জিরি ইসলামিয়া এতিমখানা, হিসাব নং- ০০৮১২১০০০০০৩৫, ইউনিয়ন ব্যাংক, শান্তিরহাট শাখা, পটিয়া।

১১৪ তম বার্ষিক সভার তারিখ

১০ ও ১১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং, রোজ: বৃহস্পতি ও জুমাবার

১১৫ তম বার্ষিক সভার তারিখ

০৯ ও ১০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং, রোজ: বৃহস্পতি ও জুমাবার

সকলের প্রতি দ্বীনি দাওয়াত রহিল।

এ'তেকাফে আগ্রহী ভাইদের জন্য সু-সংবাদ

সকল এ'তেকাফ থাকার ইচ্ছুক মোমেন ভাইদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যারা পবিত্র মাহে রমজানের শেষ দশদিন জিরি মাদ্রাসার মসজিদে খানকায়ে আবরারিয়ার তত্ত্বাবধানে এ'তেকাফ থাকতে আগ্রহী হযরত মুহতামিম সাহেব হজুরের সহানুভূতির আদেশক্রমে তাদের দশ দিনের খাওয়া-দাওয়া, সেহরি-ইফতারির ব্যবস্থা করা হবে। কোন টাকা-পয়সা দিতে হবে না। উক্ত দশ দিন জিকির এবং এছলাহি বয়ান চলবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে এ'তেকাফ থাকার তৌফিক ও আমলের জবাব দান করুন। আমিন॥

প্রচারে : জামাতে ছালেক্বীন জামেয়া জিরি

মোবাইল : ০১৮১৯-৩১৬৬৫৬

فراقی سلام

(جامعہ جیری کو خطاب کر کے) بخیرت اساتذہ کرام و مشائخ عظام و طالبان جامعہ جیری، چانگام۔
بہ زبان فاضلان جامعہ جیری - ۱۴۳۱ھ

الفراق اے دار طیب الوداع دارالحسن؟ ☆ اے ودودی باغ صیب الوداع دارالحسن؟
حسرتوں سے دیکھتے ہیں یہ درودیوار ہم ☆ کون جانے کب کریں گے پھر ترا دیدار ہم؟
کس طرح بھولی گئے اپنے مشفقوں کا پیار ہم ☆ اور خصوصاً شاہ طیب کا کرم ایثار ہم
راہ فرقت لے رہے ہم الفراق دارالحسن ☆ الفراق اے دارالحسن
یہ حسین بزم ہدایت یہ پیارا درس گاہ ☆ کب نظر آئیگا؟ ہم کو یہ مزین سجدہ گاہ
رات و دن اسباق پڑھتا تھا ہمارا مشغلہ ☆ اب کہاں پائیں گے نورانی فضا تکرار گاہ؟
جار ہے سب جا رہے ہم الفراق دارالحسن ☆ الفراق اے دارالحسن
بانی تیرا حضرت احمد حسن مرحوم ہے ☆ ساقی تیرا شاہ طیب مہتمم معلوم ہے
ان کا نائب یہ خلیفہ باشعور و دھوم ہے ☆ ان کا حامی مالیتیں محفوظ یہ معلوم ہے
صدمہ لیکر دل میں اب ہم جا رہے دارالحسن ☆ الفراق اے دارالحسن
شاہ طیب شینا ہے شارح قال الرسول ☆ ہادی راہ طریقت نیر برج عقول
حضرت مولیٰ ہے شیخ فی الحدیث با اصول ☆ پھر محقق اور مدقق ہے مجیب ہر سوال
وارشیں انبیاء کا یاد آئیگا چمن ☆ الفراق اے دارالحسن
حضرت ارماں شہادت منبع علم و سنن ☆ واعظ شیریں بیاں عقدہ کشا اور شوق من
حضرت ارشاد اللہ سے منور یہ چمن ☆ حضرت استاد اول ہے خلیق و خندہ زن
یہ سب ہی سب جا رہے ہیں الفراق دارالحسن ☆ اے ودودی باغ صیب الفراق دارالحسن
احمد اللہ قاسمی ہے علم کا ماہ مبین ☆ ان کا مائی کیا ملیگا اس جہاں میں اب کہیں
الطہ رحمان و رضی کی ترتیب بہتر حسین ☆ معدن صدق و صفا قول و عمل میں دلنشین
کاوشوں سے انکے جیری بن گیا بہتر چمن ☆ الفراق اے دارالحسن
شیخ اسماعیل ماہر علم و فن میں بے نظیر ☆ محترم ملتقی شہید اک ذات ہے روشن ضمیر
محترم ادریس و لقمان بھی امانت میں شہیر ☆ محترم سید امین شیریں شمر اک بے نکیر
یہ مشائخ فاضلین ہیں بن گئے رشک زمن ☆ الفراق اے دارالحسن
شرک و بدعت کو مٹا کر دین کو پھیلانے ☆ پرچم توحید اپنا ہر جگہ لہرائیے
بے زباں بت کے پجاری ہر طرح پستانے ☆ اپنے بحث کے بھائیوں کو پیارے سمجھائیے
اب جدا سب ہو رہے ہیں الفراق دارالحسن ☆ الفراق اے دارالحسن
دوستو! سچے نبی کا سامنے فرماں ہو ☆ اور ودودی شان جیسے ہی تمہاری شان ہو
باغ کو سب چھوڑ کر اب جا رہے دارالحسن ☆ الفراق اے دارالحسن
اے درودیوار جیری تجھ پہ ہو میرا سلام ☆ گلشن و گلزار جیری تجھ پہ ہو میرا سلام
مسجد و مینار جیری تجھ پہ ہو میرا سلام ☆ حسن و منوار جیری تجھ پہ ہو میرا سلام
ہے دعا گو یہ امین ہم فاضلوں کو اے جن ☆ الفراق اے دارالحسن
تجھ میں ہیں موجود کیسے حامل خلق حسن ☆ تجھ میں ہیں موجود کتنے ماہر ہر علم و فن
الفراق اے دار طیب الفراق دارالحسن ☆ الفراق اے دارالحسن

از منہج فکر استاد محترم سید امین مدظلہ محدث جامعہ جیری، چانگام۔



আগস্ট ২০২০
হাজান

ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম : _____
পিতার নাম : _____
বর্তমান ঠিকানা : _____
স্থায়ী ঠিকানা : _____
পেশা : _____
জন্ম তারিখ : _____ রক্তের গ্রুপ : _____
ফোন/মোবাইল : _____
ই-মেইল : _____
ফেসবুক : _____
জাতীয় পরিচয়পত্র : _____ পাসপোর্ট : _____
ব্যাংকের নাম : _____ শাখা : _____
একাউন্ট নং : _____ গাড়ী নং : _____
ড্রাইভিং লাইসেন্স : _____ নবায়ন তাং : _____
ড্রেডিট কার্ড : _____

জরুরী অবস্থায় যোগাযোগ

নাম : _____
ঠিকানা : _____
মোবাইল : _____

জরুরী অবস্থায় যোগাযোগ

নিকটবর্তী থানা : _____ ফায়ার সার্ভিস : _____
হাসপাতাল : _____ ডাক্তার : _____
বিদ্যুৎ : _____ গ্যাস : _____



দারুল হাদিছের শাহী মসনদ

যাঁদের পরশে ধন্য মোরা

- হযরতুল আল্লামা শাহ্ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব দা. বা.
শাইখুল হাদিছ আল্লামা মুহাম্মদদ মুছা সন্ধীপী ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা জালাল আহমদ ছাহেব রহ.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদদ আব্দুল আওয়াল ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুফতি মুহাম্মদদ এরশাদুল্লাহ ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদদ শাহাদাত হোসাইন আরমান ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুফতি মুহাম্মদদ শহিদুল্লাহ ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদদ ইসমাইল নজীব ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদদ লুৎফুর রহমান ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদদ লোকমান ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদদ রজিউল্লাহ ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুফতি মুহাম্মদদ ইদ্রিছ ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদদ সৈয়দ আমিন ছাহেব দা. বা.
উস্তাযুল ক্বেরাআহ হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম ছাহেব দা. বা.



আল-হাসান
হাসান

বররে ছগিরের কালজয়ী সাধক পুরুষ ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রদূত ছেরতাজে
ওলামা ওয়া ফুক্বাহা মুছলেহে উম্মাত হযরত
আল্লামা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব ছাহেব (দা.বা.আ.)
মুহতামিম- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি'র

দোয়া ও নছিহত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

জামেয়ার সমাপনী বর্ষের ফারেগিনের উদ্যোগে 'আল-হাসান স্মরণিকা-২০২০' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মনে করি এই স্মরণিকা ফারেগিনের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দিবে। মহান আল্লাহ ফারেগিনের এই চেষ্টাকে পূর্ণতা দান করুন। ফারেগিনের উদ্দেশ্যে বলতে হয়- দাওরায়ে হাদিছ পাশ করা পড়া-লেখার শেষ স্তর নয়। এটি কেবল মূল ধারার পড়া লেখা ও গবেষণার সূচনা। কবি বলেন-

“শরিয়াত, ছদাক্বাত ও আদালতের পাঠ পুনরায় পড়। তোমার দ্বারা জগতের নেতৃত্বের কাজ নেয়া হবে।”
পড়ার কোনো শেষ নেই। ইলম অর্জন করার কোনো সীমারেখা নেই। হ্যাঁ, প্রকৃত আলেম হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো খোদাভীতি। মহান আল্লাহর এরশাদ- ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
“নিশ্চয় আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে আলেমগণই ভয় করেন।”

আল্লামা রুমি র. বলেন; خشت اللہ را نشان علم داں “অন্তরে আল্লাহ ভীতিই হচ্ছে প্রকৃত ইলমের নিদর্শন।”

ইমাম হাছান বসরি র. বলেন; العالم هو الزاهد في الدنيا الراغب بالآخرة.

“প্রকৃত আলেম হলেন যিনি পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্ত ও পরকালের জীবনমুখী হয়।”

আল্লাহভীতি এমনিতে অর্জন হয় না। এর জন্য প্রয়োজন একজন আল্লাহ ভীরা আল্লাহর অলির সাহচর্য, নিরবিচ্ছিন্ন ছোহবত, দিকনির্দেশনা, রিয়াজাত-মোজাহাদাহ ও ব্যক্তির অন্তরের অদম্য স্পৃহা। যদি কষ্ট সাধনা ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহর মোহাব্বাত আর ভয় অর্জিত হয় তবেই ইলম ও ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ বুঝে আসবে। এ জন্যে একজন ব্যক্তির উচিত তার ইবাদাত ও জ্ঞান গরিমায় পরিপক্বতা লাভের উদ্দেশ্যে আহলুল্লাহর ছোহবতকে তথা তাজকিয়ায়ে নফসকে নিজের উপর লাযেম করে নেয়া। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর নেক বান্দাগণের কাতারে शामिल করুন। আমিন॥

حسب الله
০১/২৬/১/১৩

(আল্লামা) শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব (ছাহেব)

মহাপরিচালক

জামেয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।



শাইখুল হাদিছ হযরতুল আন্লামা মোহাম্মদ মুছা সন্ধীপী ছাহেব (দা.বা.আ.)'র

দোয়া ও নছিহত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

জামেয়ার সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের উদ্যোগে 'আল-হাসান স্মরণিকা-২০২০' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মনে করি এই স্মরণিকা সদ্য ফারেগ হওয়া মৌলভিদের নিজেদের দায়িত্ব পালনেও স্মারক হিসেবে কাজ দিবে।

আজিজ তুলাবা,

তোমরা তোমাদের জীবনের অতি মূল্যবান সুদীর্ঘ একটি সময় শ্রদ্ধাভাজন আসাতিজায়ে কেরামের স্নেহময়ী তত্ত্বাবধানে এলমে দ্বীন হাছেল করত আজ বিদায়ের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছ। এই চৌচির করা বিদায়ের ক্রান্তিলগ্ন তোমাদেরকে যেভাবে করেছে বিমূর্ষ ও বেদনাতুর, তেমনিভাবে আমাদেরকেও করেছে সেই বেদনার অংশীদার। কিন্তু একটি কথা ভেবে মনে স্বস্তি পাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন নিজ অপার কবুণায় তোমাদেরকে আমাদের আখিরাতের নাজাতের উছিলা হিসেবে কবুল করেন। তবে শর্ত থাকে যে, যদি তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শে ভবিষ্যত জীবনকে পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাপণ হও।

আমার পুত্রতুল্য বৎসরা,

এতদিন তো তোমরা একটি সীমাবদ্ধ সুন্দর পরিবেশে ছিলে। আজ তোমরা পা বাড়াচ্ছে তোমাদের কর্ম জীবনের রূপরেখা প্রণয়নে। তাই তোমাদের সামান্যতম বিচ্যুতিও তোমাদের আদর্শে কুঠার আঘাত হওয়ার কারণ হতে পারে। তাই আশা করব শিক্ষা নিবেশকালীন সময়ের ন্যায় শিক্ষা পরবর্তী সময়েও কোন একজন হক্কানী মোরশেদের নিকট নিজেকে পূর্ণ উৎসর্গ করত সুন্নাতের আমলের উপর অটল থাকবে। মুসলিম উম্মার এ দুর্দিনে জাতিকে দিক নির্দেশনা দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তবেই আমাদের ও তোমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম হবে স্বার্থক। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন ও তাঁর রেজামন্দী দাশ করুন। আমিন॥

الحق في رسول الله صلى الله عليه وسلم
১৪৪১/১/২৭

মাওলানা মোহাম্মদ মুছা সন্ধীপী

শাইখুল হাদিছ

জামেয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।



আল-হাসান
স্মরণিকা
২০২০

জিরি মহিলা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জিরি হযরতের দ্বিতীয় ছাহেব যাদাহ

মাওলানা হাফেজ খোবাইব ছাহেব

সহকারী পরিচালক জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি'র

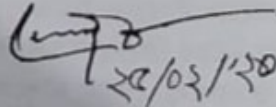
শ্রদ্ধেচ্ছা বানী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

জামেয়ার সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের উদ্যোগে 'আল-হাসান স্মরণিকা-২০২০' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি তাদের ছাত্রজীবনের স্মৃতি দর্পন হিসেবে সঙ্গ হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি। মহান আল্লাহ নবীন আলেমদের এই প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দান করুন।

বিদায় বলতে আমরা মনে করব- দায়িত্ব পালন ও জীবনের ক্যারিয়ার গঠনের তাগিদে সাময়িক সংশ্রব ত্যাগ, চির বিচ্ছিন্নতা নয়। এটি যেন চির বিদায় না হয়। একজন ছাত্র ছাত্রই থাকে, সে যত উন্নতি লাভ করুক না কেন। ছাত্র কোন দিন তার শিক্ষাগুরু ও শিক্ষালয়কে ভুলতে পারে না। একজন ছাত্রের ছাত্র থাকা অবস্থায় যতটুকু শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় শিক্ষকতার জীবনে পা বাড়ালে। কারণ নতুন পদক্ষেপ তাও আবার শত প্রতিকূলতায় ভরা পথ। তা পাড়ি দিতে প্রবীণ অভিজ্ঞ সেই পিতৃতুল্য শিক্ষকের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনেকটা বেশি প্রয়োজন হয়। তাই অন্তত একজন শিক্ষককে সারা জীবনের জন্য মুশির হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এছাড়া তায়কিয়ায়ে নফস'র জন্য একজন মুরক্বি অবশ্যই রাখতে হবে। যিনি রুহানি রোগের চিকিৎসক। মাদরাসার বাইরে পা বাড়ালে মুখামুখী হতে হবে হাজারো সমস্যার। তাই রুহানি মুরক্বি না থাকলে সমূহ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন হবে। দোয়া করি- মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর নেক বান্দাগণের কাতারে शामिल করুন। আমিন॥


২৫/০২/২০

মাওলানা হাফেজ খোবাইব
সহকারী পরিচালক- জামিয়া জিরি ও
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-
জিরি মহিলা মাদরাসা



শেষের সংলাপ

“যেতে চায় না হৃদয় মোর তবুও যেতে হয়
নিয়তির এ খেলা সঙ্গ হবার নয় তো নয়।”

ইলমে নবভির নহর ওহে জামিয়া,

যখন এই পৃথিবীর চারদিকে অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। তখন এ জামিয়া তার শিষ্ট আলোর ডানা ছড়িয়ে দিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সবুজে ঘেরা ইসলাম আগমনের তোরণ দ্বার চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া জিরি এলাকায় নরম ঘাসের উপর। সেই আলোর কিয়দাংশ লুপে নিতে না নিতেই আমাদের কানে ভেসে এল আল ফিরাক্ নামের বিচ্ছিন্নতার নিষ্ঠুর আওয়াজ। হায়রে ফিরাক্! যদিও তুমি তিক্ত, তবুও ধ্রুব সত্য। তোমাকে পাশ কাটার কোন কিছুই স্থায়ী নয়। কিন্তু ফিরাক্‌র এ করুণ বীণা যে এত তাড়াতাড়ি বাঁজবে তা কখনো বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝতে পারিনি কিভাবে কেটে গেল ছাত্র জীবনের ১২টি বছর। মনে হয় এই তো সেই দিন মক্তবের বারান্দায় হাঁটিছি। আর আজ দ্বীনের মশাল প্রজ্জ্বলিত করার দায়িত্ব অর্পন করে গুবুড়ার তুলে দিয়েছে আমাদের কাঁধে।

“যেতে চায় না হৃদয় মোর তবুও যেতে হয়
নিয়তির এ খেলা সঙ্গ হবার নয় তো নয়।”

প্রাণপ্রিয় মাদরে ইলমি,

কালের এক ক্লাস্তিলগ্নে তোমার বিশাল বক্ষে আমরা পেয়েছিলাম ঠাঁই, গ্রহণ করেছিলে তুমি মোদের অতি নিবিড় মমতা ভরে। ধরনী যখন নিরংকুশ অমানিশায় সমাধি প্রায়, অসত্যের নান্দা পদচারণায় অমোঘ সত্য যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভেবেছিলাম এ অকৃত্রিম স্নেহ মমতায় কখনো চিড় ধরবে না। কিন্তু কই? কর্তব্য যে ডাকছে। এ ডাকে সাড়া না দেওয়ার উপায়টাও নেই। এই তো তোমারি দেওয়া শিক্ষা। এতদিন তোমার মায়াবী আঙ্গিনায় আশ্রয় পেয়েছিলাম আমরা ক’জন পথিক। আজ ফিরাক্‌র অনতিক্রম্য নিয়তির ব্যথাতুর লগ্নে তোমাকে হারাতে চাচ্ছে না মন। হৃদয়ে জেগে উঠেছে কান্নার হাহাকার রোল। তোমার করুণ চাহনি দেখে বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে আশ জোয়ার। অবদান তোমার নিয়েছি শুধুই, দিতে পারিনি কিছু। পূর্ণ জীবনে আমাদের সম্ভাব্য প্রোজ্জ্বল বিকাশ সকলই তোমার অবদানের ফলন মাত্র। এক কথায় বলা যায়- যেখানে যেভাবেই থাকিনা কেন মোরা স্মরণ করিব তোমার এই কৃতি। ভুলবো না কোন দিন ভুলবো না।

“ভুলবো না ভুলা যায় না কি
এই জামিয়ার স্মৃতি।”

শ্রদ্ধাজ্ঞান আসাতিযায়ে কেরাম,

সু-দীর্ঘ একযুগ অতিক্রম করে আজ জামিয়ার শিক্ষান্তর সমাপ্তিলগ্নে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা আপনাদের পদ পানে এসে দাঁড়িয়েছি। ক্ষত বিক্ষত হৃদয় নিয়েও ফিরাক্ নামের শব্দটি আজ আমাদের উচ্চারণ করতে হচ্ছে। আপনাদের অকৃত্রিম ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় ছায়াদরদী পিতার মত মমতা এবং নিঃস্বার্থ শিক্ষাদানে আমরা পেয়েছি সজীব প্রাণ। আমাদের কুয়াশাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন এলমী প্রদীপ। সেই প্রদীপেই আমরা আজ আল্লাহর বান্দা ও নবি স. এর নগন্য সৈনিকের তালিকায় উদ্ভীর্ণ। এর প্রতিদান দিতে আমরা অপারগ। চির ঋণী আমরা আপনাদের কাছে। মহান রাক্বুল আলামিনের দেওয়া মূল্যবান রত্ন ঐশী জ্ঞান দান করে যে ঋণের বাঁধনে বেঁধেছেন মোদের এ বাঁধন কোন দিন ছিন্ন হবার নয়। আপনাদের এ ঋণ শোধ করার মত নয়। এই ফিরাক্‌লগ্নে আপনাদের সান্নিধ্য থেকে পৃথক হবার বেদনায় আমরা দিশাহীন ও ভাষাহীন।



এই ক্ষণে কত না স্মৃতি হৃদয়ের দৃষ্টিকোণে উকি দিচ্ছে। কিন্তু এই ফিরাকু আমাদেরকে ছিনিয়ে নিচ্ছে আপনাদের বুক থেকে। বড় নির্মম এই রীতি। ফেলে আসা দিনগুলোতে আমরা কারণে অকারণে জ্ঞান বুদ্ধি সল্লাতার দরুণ কত শত অপরাধ করেছি, না চাইতে কত ব্যথা দিয়ে ফেলেছি আপনাদের মনে, কতবার না ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনাদের ঐ বিশাল উদারতার উপর ভরসা করে আজ আবার করজোড় মিনতি ভরা কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে চির কৃতজ্ঞ করবেন। আর দোয়া করবেন যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনের নিঃস্বার্থ খাদেম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আপনাদের নেক দোয়াই হবে আমাদের জন্য দুঃসাহসিক পথযাত্রায় শক্তি ও পথ প্রদর্শক।

স্নেহের ছোট ভাইয়েরা,

সুদীর্ঘকাল সহাবস্থানের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সৌহার্দের সুদৃঢ় ভিত। আমরা ছিলাম মায়া মমতার বন্ধনে আবদ্ধ। সেই বন্ধনকে ছিন্ন করে আজ আমরা চলছি নতুন ঠিকানায়। স্নেহ মমতায় বিজড়িত আমরা-ছিলাম একই বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মত। ভাবিনি কোনদিন ছেড়ে যেতে হবে তোমাদের। কিন্তু সত্য বড়ই অপ্রিয়। পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর। কর্তব্যের টানে আজ তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তোমাদের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ছিল তা আমরা কখনো পুরোপুরি আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার কোন কমতি ছিলো না। চলার পথে আমাদের প্রাণ খুলে দোয়া করবে, যেন জামিয়ার অর্পিত দায়িত্বগুলো যথাযথ আদায় করতে পারি।

পরিশেষে সকল আসাতিয়ায়ে কেরাম ও সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সমাপ্ত করলাম। আল-ফিরাকু হে প্রাণপ্রিয় মাদরে ইলমি, ফিরাকু হে শ্রদ্ধাভাজন আসাতিয়ায়ে কেরাম ও স্নেহাস্পদ ছোট ভাইয়েরা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর বান্দা ও আখেরি নবির উম্মত হিসেবে ক্ববুল করুন, আমিন

মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন বাঁশখালী

রাসূল (স.) সাতটি বস্তু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন

১. তোমরা কুধারণা থেকে বিরত থাক; কারণ কুধারণা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। ২. তোমরা একে অন্যের দোষ-ত্রুটি তালাশ করো না। ৩. গোয়েন্দাগিরি করো না। ৪. একে অন্যের উপর দাম বেশি বলো না ও দালালী করো না। ৫. পরস্পর হিংসা করো না। ৬. একে অপরকে ঘৃণা করো না। ৭. একে অপরকে পশ্চাত দেখাবে না বা সম্পর্ক ছিন্ন করবে না।

---[সহিহ বুখারি, হাদিছ নং- ৬০৬৬]

সাতটি বদ অভ্যাস যা মানুষকে লাক্ষিত করে থাকে:

১. বিনা দাওয়াতে কোথাও গিয়ে হাজির হওয়া। ২. মজলিসে নিজের পদ মর্যাদার চেয়ে বড় আসনে গিয়ে বসা। ৩. মেহমান হয়ে মেজবানের উপর কথা বা হুকুম চালানো। ৪. অন্যদের কথা-বার্তার মধ্যে অনাহতভাবে কিছু বলার চেষ্টা করা। ৫. শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করেও বলার চেষ্টা করা। ৬. ইতর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। ৭. কঠিন হৃদয় লোভী প্রকৃতির ধনীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

---[আদর্শ নারী, ফেব্রু'১৩]



বিদায়ী গান

হাফেজ ওমর ফারুক বিন শাহ আলম

বিদায় তোমার এমন ব্যথা সহিতে পারি না।
কেমন করে ভুলবো আমি ভুলতে পারি না।-এ

ছোট থেকে বড় হতে ছিলাম একি সাথে
কোন সুদূরে যাবে চলে একলা একা হয়ে
কেমন করে ভুলবো ওরে-২ ভুলা তো যায় না।-এ

যে যেখানে যেমন থাকো হৃদয়ে স্মরণ রেখে
ভুলগুলো সব ক্ষমা করে আপন হয়ে থেকো
স্মৃতির মাঝে রবো বেঁচে-২ ভুলে যাবো না।-এ

পীরে কামেল শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ তৈয়ব
বুখারি ছানি মধুর তাকরীর প্রাণ জুড়ানো সবক
এমন মুদির এই জামিয়ায়-২ পাওয়া যাবে না।-এ

শাইখে হাদিছ বুখারি আওয়াল হযরত মুছা সাহেব
যার দরছে তৃপ্তি জাগে হৃদয়ে রাসূল আবেগ।
ইবনে মাজাহ-র এমন দরছ-২ পাওয়া যাবে না।-এ

অমিয় দরছ মুসলিম আওয়াল জালালুদ্দিন রহ.
প্রথিতযশা আব্দুল আওয়াল সাতকানিয়া সহ
মুসলিম ছানী মুফতি এরশাদ-২ তুলনা হয় না।-এ

তিরমিযি আওয়াল দরছে নববী শাহাদাত আরমানি
মাওলানা মুফতি শহিদুল্লাহ তিরমিযি ছানি
যাদের হৃদয়ে খোদাতীতি-২ দীক্ষা ফুরায় না।-এ

মাওলানা ইসমাঈল নজীব সুনানে দাউদ প্রথম
লুৎফুর রহমান কুমিল্লায়ি ছানি করেন খতম।
কবুল করো তাঁদের মেহনত-২ প্রভু রাক্বানা।-এ

নাসায়ি শরিফ শামায়েলে তিরমিযি মাওলানা হৈয়দ আমিন
ত্বাহাবি শরিফ, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইদরিছ।
তাঁদের পরশে ধন্য জীবন-২ মূল্য হবে না।-এ

মুয়াত্তা মুহাম্মদ মাওলানা ক্বারী লোকমান জিরি
মুয়াত্তা মালেক রজিউল্লাহ যার কৃপায় রই ঋণী।
বাবার স্নেহে আগলে রেখে-২ করলেন বর্ধনা।-এ

হে নারী

সংকলিত সালাউদ্দীন জিরি

কোরআন পড় জীবন গড়
ওহে নারী জাত,

কোরআন মতে করলে আমল
পাবে শাফায়াত।

উচ্চ সম্মান দিয়েছে তোমায়
পবিত্র কোরআন

পর্দা প্রথায় আনতে তোমায়
জানায় আস্থান।

কোরআনের আইন মেনে যদি
চলো নারী তুমি,

তোমার দ্বারা শক্তি পাবে গোটা ধরনী।
করোনা কোরআন অবমাননা

সমান অধিকারের নামে
সব কিছু তুচ্ছ করে

এসো সত্যের পানে।

লেখার তাগিদ

মোঃ মাসুদুর রহমান চৌধুরী

লেখা জোকা বড় ধন

সু-মেহেক চন্দন

লেখিয়েরে চল বল

যশে গুণে বর্ধন।

হোক লেখা ভাবহীন

অহেতুক কোঁকড়া,

মনে যা আসে তা

করে রোজ খসড়া।

হোক ছেড়া কাটাকাটি

কিবা শত গড়মিল

লিকে যাও খাতা খাতা

কিবা কম তফসিল।

অলসতা ঝেড়ে ফেলো

লেখা কভু ছেড়া না

লেখা জোকা পথ পাথের

এতে জয় অধুনা।

কালির তোপে ঘুমরো প্রতীভ

শান দাও শান দাও

খুলো কলম নাও কাগজ

লিখে যাও লিখে যাও।

জামেয়া প্রধানের আহ্বান

হাফেজ ওমর ফারুক বিন শাহ আলম

পটিয়াতে জামিয়া জিরি দ্বীন ইসলামের এক বাগান
হয় যেন খোদা চির অমলান।

তোমার মদদ ছাড়া খোদা তোমার গড়া এই ধরায়,
কার বা শক্তি আছে কে সে একটা বালি যে নড়ায়।

রহমতের নজর দাওগো যদি বাগানটি হয় অনির্বাণ। এ

বাগানটিকে উজ্জ্বল করতে বাড়ান যাদের হাত

পরকালে বুঝবেন আপনার দানের কতো স্বাদ।

সু-নজর দিন মাদরাসাটা আখিরাতে হবে সামান্য। এ

দ্বীন ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে মাদরাসার দরকার,

যেই দ্বীন ইসলাম মোদের গর্ব মোদের অহংকার।

গুণগুণ সুরে আওয়াজ শুনুন পড়ছে সবাই পাক কুরআন। এ

মাদরাসাটা হয়ে আছে কতো হাহাকার,

একটু ভালোবাসার ছোঁয়াই হবে স্বর্গেরই নাহার।

মুহতামিম শাহ তৈয়ব সাহেব করছেন বারবার এই আহ্বান। এ



আল-হাজ্জাহ
২০২০

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জামেয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি

সুদূর আরব থেকে চার হাজার মাইল পূর্বে অবস্থিত বাংলার জমিনে দ্বীনে ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে আগমন করেছিলেন শত শত ওলি-দরবেশ, ছুফি-সাধক, মুফতি, মুহাদ্দিস ও মুবাশ্শিগীনে কেলাম। তাঁরা উন্নত শিক্ষা, নির্মল চরিত্র এবং গভীর ভালবাসা দ্বারা জয় করে নিয়েছিলেন উপমহাদেশের মানুষের মন। যার বদৌলতে পেয়েছে পথ হারা মানুষ পথের দিশা। এক আল্লাহ প্রদত্ত তাওহীদের আলো। তাই বাংলার জমিন ও মানুষ সেই পুণ্য আত্মার অধিকারী মহাপুরুষগণের কাছে চির ঋণী। দ্বীনের তাবলিগ ও তা'লিমের সেই ঋণাধারা যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান হয়ে আসছে। বৃটিশ আমলের শুরুতে তাতে কিছুটা ভাটা পড়লেও শেষের দিকে এর ধারাবাহিকতা পূর্ণ-বেগে আবার জারি হয়। হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) এর বিপ্লবী উত্তরসূরীগণ ভারতের বৃক্কে বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র 'দারুল উলুম দেওবন্দ' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখান থেকে শুরু হয়ে নদী থেকে নদী, মশাল থেকে মশাল এভাবে হাজার হাজার কুওমি মাদরাসার সিলসিলা অব্যাহত। এসব কুওমি মাদরাসার একমাত্র লক্ষ্য হারিয়ে যাওয়া ইলমে নবভির পুনরুজ্জীবন, বিলুপ্তপ্রায় ইসলামি তাহযিব তামাদ্দুনের বিকাশ ও বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নাগপাশ ছিন্ন করে মুসলিম সমাজে দ্বীনের নব চেতনা সঞ্চারন করা।

এ লক্ষ্যে বাংলার জমিনে দারুল উলুম দেওবন্দের শাখা হিসেবে সর্বপ্রথম ১৯০১ইং সালে প্রতিষ্ঠা হয় জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী। অতপর ১৯১০ইং সালে পটিয়া থানার অন্তর্গত জিরি গ্রামে স্থাপিত হয় জামেয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি (জিরি ইসলামিয়া মাদরাসা)। যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন দারুল উলুম হাটহাজারী'র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ ছাহেব (রহ.)'র সুযোগ্য শাগরিদ মহান ছুফি সাধক মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আহমদ হাসান (রহ.)।

এ জামেয়া তার সুদীর্ঘ ১১৩ বছরে সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার আলেম, ফাযেল, মুফতি, মুহাদ্দিস, খতিব ও মুবাশ্শিগ। এখানে পদার্পন করেছেন তৎকালীন ভারতের যুগশ্রেষ্ঠ ছুফি ছৈয়দ মিয়া আছগর হোসাইন দেওবন্দি প্রকাশ মিয়া ছাহেব (রহ.), আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.), হযরত মাওলানা ক্বারি মুহাম্মদ তৈয়ব ছাহেব (রহ.), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলি আল-হুসনি আন-নদভি (রহ.) এবং এ যুগের সুবিখ্যাত আলেমগণের মধ্যে পাকিস্তানের জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মদ তাক্বি ওসমানি, আওলাদে রাসূল ছৈয়দ আব্দুল মাজিদ নাদিম ছাহেব (রহ.) ও ছৈয়দ আছাদ মাদানি প্রমুখসহ বহু বুজুর্গানে দ্বীন। তাঁরা মাদরাসার খাদেমগণের নিরলস পরিশ্রমের সাথে এখলাছ ও লিলাহিয়াত দেখে মুগ্ধ হয়ে অন্তর ভরে দু'আ করেছেন। ধন্য করেছেন এর মাটি ও মানুষকে। এই ব্যক্তিত্বগণ মাদরাসার অবকাঠামো, শিক্ষক-ছাত্র ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মান পরিদর্শন করে পরিদর্শন বহিতে মন্তব্য করেন যে, “আল্লাহ পাক এ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। এখানে ছাহাবায়ে কেলাম ও আসলাফের এক অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান।” বুজুর্গানে কেরামের দোয়া ও কামনা আল্লাহর দয়ায় আজ বাস্তবে পরিণত।

জামেয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে যে খিদমত আজ্ঞাম দিয়ে আসছে তার বিস্তারিত বর্ণনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আঁকা সম্ভব নয়। তথাপি সংক্ষিপ্তাকারে নমুনা পেশ করা হলো। প্রথমে বলতে হয় ইসলামি জগতের খ্যাতনামা ঐ সকল অলি-বুজুর্গগণের কথা, যারা এ জামেয়ার মেশকাতে নবভি'র ভান্ডার হতে জামাতে দাওরায়ে হাদিছে ইলমে হাদিছের সুধা পান করে 'প্রথম ফারোগিনে জামেয়া জিরি' হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় এ জামেয়া রাক্বুল আলামিনের দরবারে কত উচ্চ মর্যাদায় কবুল হয়েছে। আর এখানে হাদিছে রাসূল (স.)'র দরস প্রদানকারী হযরাতে মুহাদ্দিসিনে কেলাম অনেক উঁচু তবকার অলি ও রাসূল প্রেমিক ছিলেন।



জামেয়ার প্রথম দাওরায়ে হাদিছ সনদপ্রাপ্ত ফায়েলগণ

- ১। হযরত মাওলানা মুফতি আযিযুল হক্ (রহ.) প্রতিষ্ঠাতা- জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া।
- ২। হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ (রহ.) শরফভাটা, রাঙ্গুনিয়া।
- ৩। হযরত মাওলানা হাফেজুর রহমান (রহ.) সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- ৪। হযরত মাওলানা নুর আহমদ (রহ.) আশিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
- ৫। হযরত মাওলানা শাহ্ মিয়া ছাহেব (রহ.) জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অতপর বলতে হয় ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা, যেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বয়ং জামেয়া জিরি'র প্রতিষ্ঠাতা বা ফায়েল কিংবা সরাসরি জামেয়া জিরি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অথবা জামেয়া জিরি'র নির্দেশ-নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত। এরকম দ্বিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- মাদরাসা, মসজিদ, মক্তব, হেফজখানা ও নূরানীখানা ইত্যাদি যার সংখ্যা হাজারকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে জামেয়া প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি ১১৩ বছরে তিনজন পরিচালকের পরিচালনায় ধন্য হয়ে চলে আসছে, আলহামদুলিল্লাহ। এবং সুদীর্ঘ ৯৯ বছর যাবত দাওরায়ে হাদিসের অধ্যাপনা ও দরসের ছিলছিলার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পরম্পরায় সাতজন জগতখ্যাত শাইখুল হাদিছ দ্বারা দাওরায়ে হাদিছের অধ্যাপনার সুখ্যাতি অর্জন একমাত্র জামেয়া জিরি'রই অলংকার ও ঐতিহ্য। যার কারণে জামেয়া জিরি'র দাওরায়ে হাদিছের দরছি বা শিক্ষা কার্যক্রম সর্বময় খ্যাত ও সর্বজন স্বীকৃত। জামেয়া জিরি'র ফায়েলদের (পাশকারী) অন্যদের চেয়ে আলাদা দৃষ্টিতে ও সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। যা এই জামেয়া পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বর্তমানে এর গুণগত মান আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এর পিছনে যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা ব্যয়ের অবিরাম চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে তা মূলত সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার শামিল হবে। আর সেই সাধকপুরুষ হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছেরতাজে ওলামা হযরত আব্দাম শাহ্ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব (দা.বা.)। ১৪০৭ হিজরিতে হজুরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর হতে বর্তমান জামেয়ার সকল ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। যা সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবীদার। হজুরের পরিচালনাকালে তা'লিম তারবিয়াত ও এমারতের কাজে যে উন্নতি সাধন হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে বর্ণিত হলো।

খতিবে মিল্লাত মোছলেহে উম্মাত আব্দাম শাহ্ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব (দা.বা.)- বর্তমান পরিচালক।

বর্তমান পরিচালকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ জামেয়া জিরি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। জামেয়া জিরি তা'লিম তারবিয়াতের বহুমুখী কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সেবামূলক বিভিন্ন দিক দিয়ে অগণিত খেদমদ এ দেশ ও জাতিকে উপহার দিয়ে আসছে। জামেয়ার বর্তমান মহাপরিচালকের সুদক্ষ পরিচালনা ও তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতায় সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রমে এক অভূতপূর্ব সাফল্য। তেমনভাবে নতুন এমারতি (নির্মাণ কাজ) কাজেও এক অবিশ্বাস্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। চালু করা হয়েছে অতীত বর্তমানের সমন্বয়ে ও যুগের চাহিদা এবং তাগিদে বহু ফ্যাকালটি। এর জন্য নির্মাণ করা হয় আধুনিক ভবনসমূহ।

শিক্ষাক্রম ও বিভাগসমূহ:

১। রওজাতুল আত্ফাল তথা ইসলামি কিন্ডারগার্টেন (নাজেরা খানা): এ বিভাগে শিশু-কিশোরদেরকে আরবি বর্ণমালার বিস্তৃত উচ্চারণ অনুশীলন, দেখে দেখে তাজভিদ সহকারে কুরআন পাঠ, তাওহীদ-রেসালতসহ ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা- অযু গোসল, নামায রোজ, কাফন দাফন ও অন্যান্য ইবাদতের বাস্তব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি ও গণিত ইত্যাদির পাঠদান করা হয়।



২। তাহফিজুল কুরআন বিভাগ: এ বিভাগে তাজভিদ ও হাদর (বিশুদ্ধভাবে দ্রুত পঠন) সহকারে ছাত্রদেরকে মেধা ভিত্তিতে স্বল্পসময়ে কুরআনে কারিম হেফজ করানো হয়।

৩। কিতাব বিভাগ: এ বিভাগে প্রাথমিক স্তর থেকে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক তথা দাওরায়ে হাদিস অর্থাৎ টাইটেল পর্যন্ত দরসে নেজামি এবং আরবি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি সাহিত্য, নাহ-চরফ ও বালাগাত, তাহহিহে কুরআন, ইসলামি আইন শাস্ত্র, যুক্তি শাস্ত্র, দর্শন, ইসলামি অর্থনীতি, তাফসির ও হাদিছসহ যাবতীয় বিষয়ে সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে সহজ ও সরল ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়।

৪। শর্টকোর্স বিভাগ: এ বিভাগটি মূলত হিফজ সম্পন্নকারী ছাত্র ও স্কুল-কলেজ হতে আগত ছাত্রদের জন্য। এক বছরে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শেষ করার জন্য শর্টকোর্স আকারে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৫। তাফসির বিভাগ: তাফসির বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হলো ঐশী বিধান আল-কুরআনের রিচার্স, সঠিক ব্যাখ্যার উদঘাটন, কুরআন ও হাদিছের সমন্বয় সাধনে কালের চাহিদা অনুযায়ী জাতিকে পথ প্রদর্শন করত ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৬। ফতওয়া বিভাগ: কুরআন হাদীসের আলোকে মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে সকল সমস্যার সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই বিভাগ। দেশ ও জাতির কল্যাণে এ বিভাগ হতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। ফতওয়া ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার মূলে রয়েছে ইসলামি আইন তথা ফেকাহ শাস্ত্র। কুরআন ও হাদিছের দেওয়া দিকনির্দেশনা ও সমাধান আলোকে যে শাস্ত্র বা বিধান রচনা করা হয়েছে তাকে ইসলামের পরিভাষায় ফেকাহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্র বলা হয়। এরই আলোকে কোন বিষয়ে যে সমাধান দেওয়া হয় বা কুরআন-হাদিছের উদ্ধৃতি দিয়ে যে রায় পেশ করা হয় তাকে শরিয়তের ভাষায় 'ফতওয়া' বলা হয়। ফতওয়া শব্দটি আরবি, যার বাংলা অর্থ কিতাব ও সুন্যাহর আলোকে সমাধান বা রায়। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম ব্যতীত মানব জাতির কল্যাণ, সুখ, সমৃদ্ধি আদৌ সম্ভব নয়। তাই ইসলামে সকল জাতির হিতকর, যুগোপযোগী, যুক্তি সংগত, সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে কল্যাণময়ী আইন থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জন্যই ইসলামি শিক্ষায় এ শাস্ত্রের গুরুত্ব তুলনামূলক অনেকটা বেশি। তাই যে কোন জামেয়ায় (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান) ইসলামি আইন ও গবেষণা বিভাগ (ফতওয়া) চালু থাকে। বরং গুরুত্বের সাথে এর উন্নত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। এরই আলোকে উপমহাদেশের ১১৩ বর্ষী প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মুসলমানদের আস্থার প্রতীক জামেয়া জিরিতে ফতওয়া বিভাগের গুরুত্ব ও এর তা'লিমের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেকটা বেশি মানসম্পন্ন। যার দরুণ জামেয়া জিরির ফতওয়া বিভাগের সুনাম ও তা'লিমের মাপকাঠি সর্বমহলে স্বীকৃত ও নন্দিত। প্রতি বছর এ বিভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য ছাত্র ফতওয়া বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি মুফতি'র সনদ নিয়ে দেশ-বিদেশে মুসলিম উম্মাহর খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এ সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের মূলে রয়েছে করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপা ও বর্তমান জামেয়া'র মহাপরিচালক ইসলামি জ্ঞানের ও আধ্যাত্মিকতার সার্থক সাধকপুরুষ পীরে কামেল আব্দুল্লাহ শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব (দা.বা.)'র বিশেষ অবদান। তিনি ফতওয়া বিভাগ পরিচালনায় নিজেই বিশেষভাবে নজরদারি করে থাকেন। তিনি দক্ষ ও প্রবীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুফতিগণের নিয়োগ দেন। জিরি হযরত এ বিভাগকে যুগোপযোগী ও যথাযথ ফলদায়ক করার লক্ষ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অবদারিত করে দেন। যেমন ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে (ক) আগ্রহী ছাত্রকে দাওরা হাদিসে মমতাজ বিভাগ নিয়ে পাশ করা। (খ) লিখিত ও মৌখিক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। (গ) সুন্যাত ও আসলাফের অনুসরণে ক্রটিমুক্ত থাকা। (ঘ) বিশেষ কোর্স হিসেবে আসন সংখ্যা সীমিত রেখে বিশ জনের অধিক ভর্তি না করা। এ ছাড়া পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে দাবুল উলুম দেওবন্দের অনুরূপ রাখা। সার্বক্ষণিক মুশরিফ ও মুরাকিবের তত্ত্বাবধানে গবেষণা ও চর্চার ব্যবস্থা করা। মৌসুমী আহকাম, সমকালীন যুগসমস্যা, বিতর্কিত বিষয়, ভ্রষ্ট ফিরক্বার কার্যক্রম, ফিতনায়ে আদয়ানে বাতেলা ও সমসাময়িক ইসলামবিরুদ্ধী কার্যক্রমের প্রতিরোধে দক্ষ দায়ী গড়ে তোলার লক্ষ্যে



বিষয় ভিত্তিক মোহাজারা ও সেমিনার এবং আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের উপর মাসিক বিতর্ক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। এসব হযরতের আদেশ মতে বাধ্যতামূলক। আলহামদুলিল্লাহ, এ বছর ফতওয়া বিভাগ হতে বাছাইকৃত ১৯ (উনিশ) জন আলেম দক্ষ মুফতি হিসেবে উচ্চতর ডিগ্রির সনদ নিতে যাচ্ছে। যাদের নাম ও ঠিকানা এই স্মরণিকার শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছে।

৭। তাজভিদ ও ক্বেরাত বিভাগ: আগ্রহী আলেমকে তাছহিহে কুরআন ও তেলাওয়াতে বিভিন্ন ক্বিরাআতে পারদর্শী করার লক্ষ্যে এক বছরের বিশেষ কোর্স হিসেবে বিভাগটি চালু করা হয়। এ বিভাগে সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ-প্রসিদ্ধ তিন জন ক্বারি রয়েছেন। প্রতি বছর এখান থেকে উল্লেখযোগ্য ছাত্র ক্বারি হিসেবে উচ্চতর ডিগ্রির সনদ নিয়ে বিভিন্ন মাদরাসায় তাছহিহে কুরআনের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

৮। দাওয়াত ও এরশাদ: ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন, আচার-আচরণ ও বিলুপ্তপ্রায় নবিজী (স.) এর সুনাত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ ভোলা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থায় দাওয়াত ও তাবলিগের নিসবতে কাজ করার ব্যবস্থা হিসেবে জিরি হযরত দাওয়াত ও এরশাদ বিভাগটিকে গুরুত্ব সহকারে চালিয়ে যাচ্ছেন।

৯। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা বিভাগ: এ বিভাগে রয়েছে (ক) ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। (খ) বিতর্ক প্রতিযোগিতা। (গ) তাজভিদ ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা। (ঘ) আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা কাব্যচর্চা। (ঙ) বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতা ও (চ) সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি।

১০। গ্রন্থাগার: দেশ-বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন মনীষীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত হাজার হাজার ধর্মীয় গ্রন্থ এবং অন্যান্য সংকলন ও পাণ্ডুলিপির সুবিশাল সংরক্ষণাগার। জামেয়ার এ গ্রন্থাগার থেকে পাঠ প্রস্তুতি ও গবেষণা করার জন্য শিক্ষক-ছাত্রকে ফ্রিতে পাঠ্য কিতাবাদি ও এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সহায়কগ্রন্থ প্রদান করা হয়।

১১। পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রচারণা বিভাগ: বর্তমানে জামেয়া জিরি হতে প্রকাশিত হচ্ছে (ক) মাসিক 'আল-হাজাগ' (ইসলামি সাহিত্য বিষয়ক বাংলা পত্রিকা)। (খ) আন-নুর (আরবি দেয়ালিকা)। (গ) আল-আবরার (বাংলা দেয়ালিকা)। (ঘ) ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক আরবি পত্রিকা 'আর-রশাদ'।

১২। কারিগরী শিক্ষার কোর্সসমূহ: (ক) সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স। (খ) ইলেক্ট্রিক প্রশিক্ষণ কোর্স। (গ) পুস্তক বাঁধাই প্রশিক্ষণ কোর্স। (ঘ) হস্তলিপি প্রশিক্ষণ কোর্স। (ঙ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ও (চ) মৎস চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি।

১৩। চিকিৎসা: রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদান করা নবি কারিম (স.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুনাত। এই জনহিতৈষী সুনাতটি পালনের জন্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে জামেয়া জিরির প্রধান পরিচালক অক্সান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বীতল শারজাহ চ্যারিটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এতে দু'জন অভিজ্ঞ এম.বি.বি.এস ডাক্তারের মাধ্যমে ফ্রি ঔষধপত্রসহ চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন বর্তমান জামেয়া প্রধান।

১৪। সমাজসেবা বিভাগ: এ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ নলকূপ, পুকুর, অযুখানা এবং গরীব অসহায় জনগণকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে রিক্সা, ভ্যান, সেলাই মেশিন ও গবাদি পশু ইত্যাদি দ্বারা সহায়তা প্রদান করা হয়। জিরি হযরত অক্সান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে শারজাহ চ্যারিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রতিদিন নিয়মিত অনেক গরীব অসহায় মানুষকে দু'জন পাশ করা এম.বি.বি.এস ডাক্তার দ্বারা ঔষধসহ ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয়। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন জিরি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। যার মাধ্যমে বছরের প্রায় সময় গরীব অসহায় মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৫। আমলি ময়দান ও আধ্যাত্মিক সাধনা: তা'লিমের সাথে সাথে অধ্যয়নরত ছাত্রদের আখলাক চরিত্রের উন্নতি সাধন ও আত্মতৃপ্তির ব্যাপারেও হযরতের সদা সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তাইতো তিনি ছাত্রদের নামায, তেলাওয়াত,



তাহাজ্জুদ ও যিকির ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেই তদারকি করেন। পিতৃস্নেহ দানে তিনি নিরলস ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমলি ময়দানে যাতে সকল তালেবে ইলম আল্লাহ মুখী হয়ে তাঁর কাছ হতে নিজের সকল প্রয়োজনীয়তা মিটাতে পারে। এজন্য জামেয়ার মসজিদে ১ মিনিটের মাদরাসা নামক কিতাবটির তা'লিম, ফজরের পর সূরা ইয়াছিন ও আদইয়ায়ে মাছনুনাহ্ আদায়, বাদে মাগরিব সূরা ওয়াক্বিয়াহ ও বাদে এশা সূরা মুলুক তেলাওয়াত, বৃহস্পতিবার বাদে আছর দরুদ শরীফের আমল এবং জুমার দিন সূরায়ে কাহাফের আমল ও বাদে আছর খাছ দরুদের আমল করার অনুপম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত দাওরায়ে হাদিছের ছাত্রদের জন্য চল্লিশ দিনের চিল্লা'র মাধ্যমে ভোর রাতে তাহাজ্জুদ ও জিকিরের বিশেষ আমল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাতে তারা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর বিপথে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে এবং আমলের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। আর যে সমস্ত ফানেগিনরা স্বেচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চায় তাদেরকে বাইআতের মাধ্যমে সবক প্রদান করে থাকেন যা আমাদের আসলাফের এক অনন্য নিদর্শন।

উপরোল্লিখিত শিক্ষা কার্যক্রমের দরছি ধারাবাহিকতা ব্যতীত বাকী সকল বিভাগ ও সেবামূলক কার্যক্রম বর্তমান জামেয়া প্রধানের আমলেই চালু করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

১৬। এমারতী কাজ (নির্মাণ কাঠামোতে উন্নতি) : এমারতী কাজে যে উন্নতি সাধন হয়েছে তন্মধ্যে চার তলা বিশিষ্ট শিক্ষাভবন, পূর্ব সারির পুরা দু'তলা ও তিন তলা ভবন, দ্বীতল মেহমানখানা, নাজেরাখানা, এতিমখানা ভবন, দাবুত তাফসির সারির পুরা দ্বীতল ও উত্তরের তৃতল আধুনিক ভবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ দিনের কাস্তিত জামেয়ার বহুতল মসজিদ ও দাবুল হাদিছ আলহামদুল্লাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর জিরি হযরত জামিয়ার পশ্চিম সারির পুরাতন ঝরাজীর্ণ ছাত্রাবাসের পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে এর প্রাণ নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

গীবত পরিত্যাগের সাতটি উপকারিতা

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়। ২. গীবত করা যেনায় লিগু হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করল সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। ৩. গীবতের ফলে রোযার মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত পরিত্যাগ করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো। ৪. গীবত দ্বারা অযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এজন্য হানাফি মায়হাব মতে কোনো ব্যক্তি অযু করার পর গীবতে লিগু হলে বা মিথ্যা কথা বললে তার পুনরায় অযু করা উচিত। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের অযুকে রক্ষা করলো। যে অযু ছাড়া নামায আদায় করা যায় না, কোরআন স্পর্শ করা যায় না। ৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি হারাম কাজে লিগু হওয়া থেকে অর্থাৎ কবির গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। হযরত সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেন আমি কোনো ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো। ৬. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমাণিত হয়। অতএব, গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়। [আদর্শ নারী, ফেব্রু'১৩]



খতিবে মিল্লাত মোছলেহে উম্মাত, রাহবারে তরিক্বত পীরে কামেল

আল্লামা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব দা.বা. এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচনা: পৃথিবীর অবিরাম এই যাত্রা পথে অগণিত মানুষের আনাগোনা। অজস্র অসংখ্য মানুষকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত সুশৃঙ্খল ও সুশোভিত করার মহান লক্ষ্যে যে সকল মনীষী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তন্মধ্যে পীরে কামেল হযরতুল আল্লামা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব অন্যতম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হযরত ১৯৪৩ইং সনে চট্টগ্রাম জেলা পটিয়া থানার অন্তর্গত জিরি ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল জাক্কার (রহ.)। যিনি একজন সু-দক্ষ, অভিজ্ঞ আলেম ও বাংলাদেশের প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী'র সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। হযরতের মাতার নাম মরহুমা সালমা খাতুন। হযরত মাত্র সাত বছর বয়সে পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর চাচা হযরতুল আল্লামা আহমদ হাছান (রহ.) [প্রতিষ্ঠাতা-আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি] হযরতের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লামা আহমদ হাছান (রহ.) এর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর নিজ ছেলের মতো করে হযরতের শিক্ষা দীক্ষার বিশেষ তত্ত্বাবধায়ন করেন।

হযরতের ছাত্রজীবন: হযরত পবিত্র কুরআন শরিফ শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রজীবন আরম্ভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর হজুরের সুযোগ্য চাচা আল্লামা আহমদ হাছান (রহ.) তাঁকে দ্বীনি ইলম অর্জনের লক্ষ্যে ও সুচরিত্র গঠনের প্রয়াসে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মুহাদ্দিছ ও জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি'র প্রথম শাইখুল হাদিছ হযরতুল আল্লামা আব্দুল ওয়াদুদ সন্দ্বীপি (রহ.) এর খেদমতে সোপর্দ করেন। হজুরের ছোহবতে চার বছর অবস্থান করে তিনি হাদিছ, তাফসির, ফিকাহ ও আক্বাইদ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন এবং তিনি ১৯৬৮ ইংরেজি সনে জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি হতে দাওরায়ে হাদিছ তথা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শাইখুল হাদিছ আল্লামা আব্দুল ওয়াদুদ হাছেব (রহ.) হতে বুখারি শরিফ ও তিরমিযি শরিফ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তাঁর প্রসিদ্ধ ওস্তাদবৃন্দ: তাঁর প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন---

- ১। শাইখুল হাদিছ আল্লামা আব্দুল ওয়াদুদ সন্দ্বীপি হাছেব (রহ.)। [শাইখুল হাদিছ- জামিয়া জিরি।]
- ২। আল্লামা ছালেহ আহমদ হাছেব (রহ.)। [২য় মুহাদ্দিছ- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ৩। আল্লামা আবুল খাইর হাছেব (রহ.)। [সাবেক মুহাদ্দিছ- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ৪। আল্লামা মুফতি নুরুল হক হাছেব (রহ.)। [সাবেক পরিচালক ও শাইখুল হাদিছ- জামিয়া জিরি।]
- ৫। আল্লামা হাফেজ ফজল আহমদ হাছেব (রহ.)। -দক্ষিণ জিরি।
- ৬। আল্লামা আহমাদুল্লাহ কাসেমি হাছেব (বা. ফি. হা.)। -সিনিয়র মুহাদ্দিছ- জামিয়া জিরি।

কর্মজীবন: জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি থেকে দাওরায়ে হাদিছ তথা মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করার পর তাঁর শ্রদ্ধেয় হজুর শাইখুল হাদিছ আল্লামা আব্দুল ওয়াদুদ (রহ.) এর পরামর্শে অত্র জামিয়ায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে হযরতের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় পাঠদান করে থাকেন। হজুরের পাঠদানে ছাত্ররা আনন্দ ও প্রফুল্লতা অনুভব করে থাকে। ছাত্ররা আত্মহের সাথে হজুরের ক্লাসে উপস্থিত থাকে। তিনি কিছুকাল জামিয়া জিরিতে শিক্ষকতা করার পর কক্সবাজার মাছুয়াখালী মাদরাসায় বদলী হন। সেখানে তিনি



অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সাথে দুই বছর যাবৎ প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি পুনরায় হযরতের প্রাণকেন্দ্র ও হৃদয়ের স্পন্দন আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি'তে শিক্ষকতা জীবনের দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করেন। হযরতের ইলমি প্রচেষ্টার ফলে অসংখ্য আলেম, মুহাদ্দিছ, মুফতি ও বক্তা তৈরি হয়। তাঁর নিজ হাতে গড়া ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ আলেমদের কয়েকজন...

- ১। আল্লামা আশরাফ আলী ছাহেব (রহ.)। [সাবেক মুহাদ্দিছ ও শিক্ষা পরিচালক- জামিয়া জিরি।]
- ২। আল্লামা ক্বারী লোকমান ছাহেব (বা.ফি.হা.)। [মুহাদ্দিছ ও প্রধান-ক্বেরাত ও তাজভিদ বিভাগ, জামিয়া জিরি।]
- ৩। মাওলানা লুৎফুর রহমান ছাহেব (বা.ফি.হা.) [মুহাদ্দিছ- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ৪। মাওলানা আব্দুল আউয়াল ছাহেব (বা.ফি.হা.) [মুহাদ্দিছ- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ৫। মাওলানা হাফেজ নুরুল হাকিম ছাহেব।
- ৬। মাওলানা হাফেজ মুফতি ছলিম ছাহেব, ঢাকা।

জামিয়া জিরি পরিচালনায় হযরতের অনস্বীকার্য অবদান: ১৯৮৭ ইংরেজি সনে হযরতুল আল্লামা মুফতি নূরুল হক ছাহেব (রহ.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মাদরাসা পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে হযরতকে জিরি মাদরাসার পরিচালক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তখন থেকে তিনি অতি নিষ্ঠার সাথে প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। হযরতের প্রচেষ্টার ফলে জামিয়া জিরি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচিতি লাভ করে। জামিয়া জিরি একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হযরতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জামিয়া জিরিতে তাফসির বিভাগ, ফতওয়া ও গবেষণা বিভাগ এবং ক্বেরাত বিভাগের সূচনা হয়। বর্তমানে ফতওয়া ও গবেষণা বিভাগ অনেক উন্নতমানের। তিনি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্ররা এখানে কম্পিউটার শিখতে পারে। ছাত্রদের সু-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুবিধার্থে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন যার নাম 'শারজাহ চেরিটি হাসপাতাল'। ছাত্ররা এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে পারে। হযরতের একটি খানকাহ রয়েছে। এখানে সর্বস্তরের লোকেরা আত্মশুদ্ধির জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ভিড় জমায়। একটি আকর্ষণীয় জামে মসজিদও নির্মাণ করেন। যার নাম মসজিদে ত্বোবা। আরও অসংখ্য অবদান যার দ্বারা জামিয়া জিরি আজ ধন্য ও গর্বিত।

বিভিন্ন দেশে হযরতের সফর: মাদরাসার বিভিন্ন প্রয়োজনে ও ইসলামি দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অসংখ্য দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, আমেরিকা ও লন্ডন ইত্যাদি দেশে সফর করেছেন। হজ্জ ও উমরাহ সম্পাদনের তগিদে বেশ কয়েকবার মক্কা ও মাদিনায় সফর করেন। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, লন্ডন ও আমেরিকা সফর করতে সক্ষম হন। এছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় কুরআন ও হাদিছের আলোকে নসিহত করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন ও অসংখ্য পথভ্রষ্ট লোক হযরতের সংস্পর্শে এসে হিদায়তের রাস্তা খুঁজে পান।

আত্মশুদ্ধি: হযরত আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত পীর হযরতুল আল্লামা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) এর ছোহবতে কিছুকাল অবস্থান করেন। শাহ আবরারুল হক (রহ.) ছিলেন হযরতুল আল্লামা আশরাফ আলি থানভি (রহ.) এর সুযোগ্য খলিফা। আমাদের হযরত শাহ আবরারুল হক (রহ.) এর সাথে পবিত্র মাদিনায় সাক্ষাত করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হন। সেখানে হযরত আধ্যাত্মিক লাইনে অনেক উপকৃত হন। এবং কয়েক বছর পর শাহ আবরারুল হক (রহ.) আমাদের হযরতের খোদাভীরুতা দেখে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে তিনি হযরতুল আল্লামা ক্বামরুজ্জামান এলাহাবাদি ছাহেব (বা.ফি.হা.)'র কাছ থেকে চার ছিলিলাহর খিলাফত প্রাপ্ত হন। হযরত স্বভাবগত উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যারা হযরত থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন



তাদের বেশ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হলো-

- ১। হযরত মাওলানা রজিউল্লাহ হাফেব দা.বা.। [মুহাদ্দিছ- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ২। হযরত মাওলানা মুফতি শহিদুল্লাহ হাফেব দা.বা.। [মুহাদ্দিছ- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ৩। হযরত মাওলানা মরহুম মুফতি গিয়াস উদ্দিন হাফেব। [সাবেক সিনিয়র শিক্ষক-জামিয়া জিরি।]
- ৪। হযরত মাওলানা আবু নাছের হাফেব। [মুহাদ্দিছ ও সহকারি শিক্ষা পরিচালক- ছারিয়া মাদরাসা, হাটহাজারী।]
- ৫। হযরত মাওলানা আবুল বশর হাফেব রহ.। [সাবেক ছদরে মুহতামিম-বহদারকাটা মাদরাসা, চকরিয়া।]
- ৬। হযরত মাওলানা রেজাউল করিম হাফেব র.। [শাইখুল হাদিছ- পোরশা দাবুল হিদায়া মাদরাসা, রাজশাহী।]
- ৭। হযরত মাওলানা আবুল কাসেম হাফেব। [পরিচালক- আজিজিয়া জামিউল উলুম মাদরাসা, পেকুয়া।]
- ৮। হযরত মাওলানা আবুল মুহাসেন হাফেব। [মুহতামিম- পেকুয়া মেহেরনামা মাদরাসা।]
- ৯। হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দিন হাফেব। [মুহতামিম- কামাল পাথুরিয়া জামিয়া দাবুর রাশাদ, নাটোর।]
- ১০। হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ হাফেব। [মুহাদ্দিছ-তিনাচক মাদরাসা, নওগাঁ।]
- ১১। হযরত মাওলানা হুসাইন হাফেব। [মুহতামিম- জামিয়া কাছিমিয়া ফেনী।]
- ১২। হযরত মাওলানা মুফতি কেফায়ত উল্লাহ হাফেব। [পরিচালক- জামিয়া টেকনাফ।]
- ১৩। হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ হাফেব। [মুহতামিম- সমনগর মাদরাসা, নওগাঁ।]
- ১৪। হযরত মাওলানা শরীফ উদ্দিন শাহ চৌধুরী হাফেব। [পরিচালক-জামিয়া দাবুল হেদায়া, পোরশা, নওগাঁ।]
- ১৫। হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ হোছাইন হাফেব। [সিনিয়র শিক্ষক- জামিয়া জিরি।]
- ১৬। হযরত মাওলানা ইয়াছিন হাফেব। [শিক্ষক- জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি।]
- ১৭। হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান হাফেব। [মুহতামিম- নেয়ামতপুর কুওমী মাদরাসা, নওগাঁ।
খতীব-উপজেলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, নেয়ামতপুর, নওগাঁ।]
- ১৮। হযরত মাওলানা হাফেজ আব্দুল হক হাফেব। [সভাপতি- সমনগর মাদরাসা, নওগাঁ।]
- ১৯। হযরত মাওলানা রবিউল ইসলাম হাফেব। [সিনিয়র শিক্ষক-জামিয়া দাবুল হেদায়া, ও
খতিব- মারকায় মসজিদ, পোরশা, নওগাঁ।]

এছাড়া আরো অনেকে হযরতের আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জুহ নিয়ে ধন্য হচ্ছেন। যাঁদের পূর্ণ ঠিকানা না পাওয়ায় উল্লেখ করতে ব্যর্থ।

পারিবারিক জীবন: হযরতের সহধর্মীনির নাম লুৎফুনিসা বিনতে আব্দুস সামদ। হযরতের তিন ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে সন্তান রয়েছে। প্রথম ছেলে হযরত মাওলানা মুফতি শোয়াইব হাফেব, বিশিষ্ট ওয়ায়েজ, সিনিয়র শিক্ষক ও খতীব মসজিদে ত্বোবা, জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি। দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা হাফেজ খুবাইব হাফেব, সহকারি পরিচালক, জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জিরি মহিলা মাদরাসা। তৃতীয় ছেলে মাওলানা মোহাম্মদ ছুহাইব হাফেব সহকারি পরিচালক, ঈসানগর মাদরাসা কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম। পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে মুনাজাত এই যে, তিনি যেন হযরতকে দীর্ঘজীবী করেন। তাঁর সুশীতল ছায়ার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে উপকৃত করেন। আমীন॥



আল-হাজান
মহানিমা
২০২০

কতিপয় দাঈ ছাহাবি

যাঁরা দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাধিত হয়েছেন

ছাহাবির নাম	সমাধিস্থান
০১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.	সমরখন্দ ।
০২. হযরত রাবি' ইবনে যিয়াদ আল হারেছি রা.	সাজিস্থান ।
০৩. হযরত রাহবায়াহ আনছারি রা.	লিবিয়া ।
০৪. হযরত আক্বাবা বিন নাফে' রা.	আল জাযায়ের ।
০৫. হযরত আবু জাম'আ বালভি রা.	তুনাস ।
০৬. হযরত আব্দুর রহমান আল গাফেক্বি রা.	ফ্রান্স ।
০৭. হযরত আবু আইয়ুব আল আনছারি রা.	ইস্তাম্বুল ।
০৮. হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস রা.	চীন ।
০৯. হযরত আব্দুর রহমান দাখেল রা.	স্পেন ।
১০. হযরত আস'আদ বিন ফুরাত রা.	আফ্রিকা ।

ক্বওমি মাদরাসার সিলসিলা (পরম্পরা) সূত্র

আসমানি মাদরাসা

মহান আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিলেন প্রথম মানব হযরত আদম আ. কে সকল (বিষয়) কিছুই নাম

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক	মাদরাসায়ে দারে আরক্বাম, মক্কা ।
মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক	মাদরাসায়ে আসহাবে সুফফাহ, মদিনা ।
সুলতান মাহমুদ গজনভি কর্তৃক	মাদরাসায়ে আরশে ফালাক ।
নিজামুল মূলক তুসি কর্তৃক	(৪১০ হিজরি-১০১৯ খৃষ্টাব্দ প্রচলিত ধারার প্রথম মাদরাসা ।)
মাসউদ গজনভি কর্তৃক	মাদরাসায়ে নিজামিয়া । [হিজরি ৫ম শতকের মাঝামাঝি ।]
কুতুবুদ্দিন আইবেকের শাসনামলে	মাদরাসায়ে মাসউদি । [হিজরি ৬ষ্ঠ শতকে ।]
ফিরুজ শাহ তুঘলক কর্তৃক	মাদরাসায়ে ফিরোজি ।
সুলতান মুহাম্মদ আদি শাহের আমলে	মাদরাসায়ে মা'যিয়াহ ।
বাদশাহ আকবরের দুধমাতা মাহাম বেগম কর্তৃক	মাদরাসায়ে নাসিরিয়াহ ।
বাদশাহ শাহ জাহানের আমলে	মাদরাসায়ে ফিরোজ শাহি । [হিজরি ৯ম শতকে ।]
মাদরাসায়ে খায়রুল মানাযিল ।	মাদরাসায়ে ইটালাহ । [হিজরি ৯ম শতকে ।]
মাদরাসায়ে ফাতেহপুরি ।	[৯৬৯ হিজরি, ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ]
মাদরাসায়ে দাবুল বাক্বা ।	[হিজরি একাদশ শতকে]
মোল্লা নিয়ামুদ্দীন কর্তৃক	[১০৬১ হিজরি, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ]
গাজী উদ্দীন খান ফিরোজ জঙ্গ কর্তৃক	মাদরাসায়ে নিজামিয়া । [হিজরি দ্বাদশ শতকে, পিরঙ্গী মহল-]
হযরত মাওলানা কাশেম নানুততি রহ. কর্তৃক	৯৬১ হিজরি, ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ
মাওলানা হাবিবুল্লাহ কুরায়শী রহ. কর্তৃক	জামিয়া মিল্লিয়া । [হিজরি দ্বাদশ শতকে, পরবর্তীতে দিল্লী কলেজ ।]
আল্লামা আহমদ হাছান রহ. কর্তৃক	দাবুল উলুম দেওবন্দ । [হিজরি ত্রয়োদশ শতকে ।]
	১৫ মুহাররম ১২৮৩ হিজরি, ৩০ মে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ ।
	দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ ।
	জামিয়া আরবিয়া ইসলামিয়া জিরি, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ ।



ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র

ফিকহি বোর্ডের চল্লিশজন সদস্য

ইমাম আবু ইউচুফ (রহ.) ১৮২হি.	ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ১৮৯হি.	ইমাম যুফার (রহ.) ১৫৮হি.	ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহ.) ২০৪হি.	ইমাম মালেক ইবনে মিলওয়াল (রহ.) ১৫৯হি.	ইমাম মালেক ইবনে নবীর তাঈ (রহ.) ১৬০হি.	ইমাম মিনদাল ইবনে আলি (রহ.) ১৬৮হি.
ইমাম নখর ইবনে আব্দুল কারিম (রহ.) ১৬৯হি.	ইমাম আমর ইবনে মায়মুন (রহ.) ১৭১হি.	ইমাম হিকান ইবনে আলি (রহ.) ১৭২হি.	ইমাম আবু ইসমা (রহ.) ১৭৩হি.	ইমাম যুহাইর ইবনে মুয়াবিয়া (রহ.) ১৭০হি.	ইমাম কাসিম ইবনে মা'আন (রহ.) ১৭৫হি.	ইমাম হাফস ইবনে আবু হানিফা (রহ.) ১৭০হি.
ইমাম শায়খ ইবনে বিসতাম (রহ.) ১৭৭হি.	ইমাম শরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) ১৭৮হি.	ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (রহ.) ১৮০হি.	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দুবারক (রহ.) ১৮১হি.	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নূহ (রহ.) ১৮৩হি.	ইমাম হাফসাম ইবনে বাশির (রহ.) ১৮৩হি.	ইমাম ইয়াহয়া ইবনে যাকরিয়া (রহ.) ১৮৪হি.
ইমাম যুহাইল ইবনে ইয়ায (রহ.) ১৮৭হি.	ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (রহ.) ১৮৮হি.	ইমাম ইউচুফ ইবনে বালিস (রহ.) ১৮৯হি.	ইমাম আলি ইবনে মুসহির (রহ.) ১৯১হি.	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রিছ (রহ.) ১৯২হি.	ইমাম ফযল ইবনে মুসা (রহ.) ১৯২হি.	ইমাম আলি ইবনে খিবয়ান (রহ.) ১৯২হি.
ইমাম হাফস ইবনে শিয়াস (রহ.) ১৯৪হি.	ইমাম হিশাম ইবনে ইউচুফ (রহ.) ১৯৭হি.	ইমাম তাইব ইবনে ইসহাক (রহ.) ১৯৭হি.	ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) ১৯৮হি.	ইমাম ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) ১৯৮হি.	ইমাম আবু হাফস ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) ১৯৯হি.	ইমাম আবু মুতী বলখী (রহ.) ১৯৯হি.
ইমাম বালিদ ইবনে সুলাইমান (রহ.) ১৯৯হি.	ইমাম আব্দুল হামিদ (রহ.) ২০৩হি.	ইমাম আবু আসিম নাবীল (রহ.) ২১২হি.	ইমাম হাফস ইবনে দালীল (রহ.) ২১৫হি.	ইমাম মকী ইবনে ইবরাহিম (রহ.) ২১৫হি.		

ফিকহে হানাফির মাসায়েলের ভিত্তি ও উৎস সাতটি

১. কিতাবুল্লাহ: তথা কুরআন মাজিদ। এটি ইসলামি শরিয়াতের প্রধান উৎস।
২. সুন্নাতে রাসূল (স.): তথা রাসূলের কারিম সা. এর হাদিছ। এটি শরিয়াতের দ্বিতীয় উৎস।
৩. আকুওয়ালে ছাহাবা: তথা ছাহাবায়ে কিরামের অভিমত ও ফাতওয়া। এটি ফিকহে হানাফির তৃতীয় উৎস।
৪. ইজমা: তথা যে কোন যুগে মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণের শরিয়াতের নতুন কোন হুকুমের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণকৃত বিষয়।
৫. কিয়াস: তথা কুরআন হাদিছে সরাসরি উল্লেখ নেই এমন বিষয়ের সমাধান কুরআন হাদিছের অন্য মৌলিক দলিলের আলোকে বের করা কিয়াস ইসলামি শরিয়াতের প্রমাণ্য দলিল। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল ইমামগণই কিয়াসকে ইসলামি শরিয়াতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
৬. এসতেহসান: তথা বিশেষ কোন মাসআলার ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে কিয়াসে জলির স্থানে কিয়াসে খফি গ্রহণ করাকে এসতেহসান বলা হয়।
৭. উরফ: হানাফি ফিকহে 'উরফ' ইসলামি শরিয়াতের সহকারি উৎস হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ শরিয়াতের মূল উৎস কুরআন হাদিছ ইজমা কিয়াস দ্বারা সমস্যার সমাধান করা না গেলে সেখানে ইসতিহসান বা উরফ এর আলোকে মাসআলার সমাধান করা হয়।



আল-হামদুলিল্লাহ
১৪৩৩ হিজরি

চার ইমাম ও সিহাহ সিত্তার মুহান্নিফিনসহ তের জন বিশ্ববরেণ্য মুহান্নিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্র.	কিতাবের নাম	লেখকের নাম, নসব ও নিসবত	উপনাম	উপাধি	জন্মস্থান ও তারিখ	মৃত্যুস্থান ও তারিখ	মোট বয়স	মোট হাদিস	কিতাবের সাধারণ	উক্তাদের নাম
০১	কিতাবুল আযার	নোমান ইবনে সবিহ ইবনে সুতা ইবনে মার ইবনে ছা'লবাহ আল কুফি (রহ.)	আবু হানিফা	ইমাম আ'যম	৮০ হিজরি, কুফা নগরী বাগদাদ	২৫০ হিজরি, কুফা নগরী বাগদাদ	৭০ বছর	৯০০টি	---	হাযাফ ইবনে আবি সুলাইমান, আবু ইসহাক সুবাযি, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, কাতালানহ, তাজিদ, শাবি প্রমুখ।
০২	মুহাজ্জা মালেক	মালেক ইবনে আদল ইবনে মালেক ইবনে আবু আদে ইবনে আদে আল-কাদাবি আল-কালিবি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	ইমাম দাফল হিজরাহ	৯৪/৯৫ হিজরি মদিনা	১৭৯ হিজরি, কুফা	৮৪ বছর	১৭২০টি, ৭১৫টি বাহাছ	২৯টি কিতাব, ৭১৫টি বাহাছ	নাফে মাতলা ইবনে উমর, ইমাম মুহাম্মদ, ববী'আ, আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার, জা'ফর আলেক
০৩	মুসলানে শায়েখি	মুহাম্মদ ইবনে ইনরিছ ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাবি আল-শায়েখি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	যাকিমুল হাদিস	১৫০ হিজরি, গাফা	২০৪ হিজরি, মিশর	৫৪ বছর	---	---	ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ, মুকিম ইবনে উয়াইন, ইবরাহিম ইবনে সা'দ, মুসলিম ইবনে বাতাল।
০৪	মুসলানে আহমদ ইবনে হাফল	আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাফল ইবনে হেলাল ইবনে আব্বাস আল শায়বানি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	মুহিউজ্জাহ	১৫১ হিজরি, কুফা	২০৪ হিজরি, কুফা	৭৭ বছর	৫৫,০০০ হাদিস	মুই ৭৩	ইমাম গাফলি, ইমাম ইবনে কলি আল কালি, শিব ইবুল মুকামল, ইবনুল ইবনে জালাল, মুহাম্মদ ইবনে জালাল
০৫	বুখারি শরিফ	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুসলিম আল বুখারি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	অবিসুল মুনিম	১৩০ শাওয়াল ১৯৪ হিজরি, বুখারা	২৫৫ হিজরি, বুখারা	৭১ বছর	৫২৭টি, কাসেম ৩৮৮০টি বাহাছ	৬৯টি কিতাব	১১ খণ্ড জীহ, ইমাম ইবনে হাফ, ইমাম ইবনে কলি, জীহ ইবনে কলি, ইমাম ইবনে জালাল
০৬	মুসলিম শরিফ	মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে নবল ইবনে শোলাহ আল কোশট্রি কান শিশাশুরি (রহ.)	আবুল হাসান	অবিসুল মুনিম	১৯৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
০৭	অবু দাউদ শরিফ	সুলাইমান ইবনে আশআয ইবনে ইবরাহিম ইবনে কলি ইবনে সাকান আল কালি আল সিজিহানি (রহ.)	আবু দাউদ	যাকিমুল হাদিস	১৯৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
০৮	নাসাঈ শরিফ	আহমদ ইবনে নোআইব ইবনে আলি বাহার ইবনে দিনাল ইবনে দিনার আল নাসাঈ (রহ.)	জাবু আবু হামদ	যাকিমুল হাদিস	১৯৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
০৯	তির্মিযি শরিফ	মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে ঈভরা ইবনে মুসা ইবনে জাহরক আল সুলানি অত তিরমিযি (রহ.)	আবু ঈসা	যাকিমুল হাদিস	২০৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
১০	ইবনে মাজাহ শরিফ	মুহাম্মদ ইবনে ইমাম আল আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল হারবি আল কালিবি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	যাকিমুল হাদিস	২০৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
১১	বুখারি শরিফ	আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালাহ আল আযলি অত বুখারি আল হানকি আল শিশি (রহ.)	আবু জা'ফর	যাকিমুল হাদিস	২০৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
১২	মুহাজ্জাহ মুহাম্মদ	মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফরকান আল শাইবানি আল কুফি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	যাকিমুল হাদিস	২০৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব
১৩	মিশকাত শরিফ	মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল উমাইরি আল খতীব অত তিরমিযি (রহ.)	আবু আব্দুল্লাহ	যাকিমুল হাদিস	২০৯ হিজরি, কেরেন	২৫৫ হিজরি, মিশর	৫৫ বছর	১২,০০০ হাদিস	৫৫টি কিতাব	আহমদ ইবনে হাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কলি, জাবি ইবুল কলি, ইবরাহিম ইবনে রোজাব



হাদিস বিষয়ক দুর্লভ তথ্যাবলী

হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা ইমাম আবু জাফর রাজী রহ. এর মতে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। তবে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থাদির মধ্যে যে সমস্ত হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি পাওয়া যায় তাঁদের সংখ্যা ১২০ জন। এখানে ঐ সমস্ত সাহাবিগণের একটি তালিকা দেওয়া হল যাঁরা শতাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ক্র.	সাহাবিগণের নাম	বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা	মৃত্যু হিজরি	ক্র.	সাহাবিগণের নাম	বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা	মৃত্যু হিজরি
০১	হযরত আবু হুরাইরা (রা.)	৫৩৭৪	৫৭/৫৮/৫৯	২০	হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.)	১৬০	৫২
০২	আনাস ইবনে মালেক আনচারি (রা.)	২২৮৬	৯১/৯৩/৯৯	২১	হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)	১৫৫	১৮
০৩	হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.)	২২১০	৫৭/৫৮	২২	হযরত আবু আইয়ুব আনচারি (রা.)	১৫০	৫০/৫২
০৪	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)	১৬৬০	৬৮	২৩	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)	১৪৮	৩২
০৫	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)	১৬৩০	৭৩/৭৪	২৪	হযরত ওসমান (রা.)	১৪৬	৩৫
০৬	জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনচারি (রা.)	১৫৪০	৭৪	২৫	হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.)	১৪৬	৭৪
০৭	হযরত আবু সাদ্দ বুদরি (রা.)	১১৭০	৭৪	২৬	হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.)	১৪২	১৩
০৮	আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)	৭০০	৬৩/৭৩	২৭	হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা.)	১৩৭	২৪
০৯	হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)	৩০৫	৭২	২৮	হযরত আলি ইবনে আবি তালিব (রা.)	১৩৬	৪০
১০	হযরত আবু যর গিফারি (রা.)	২৮১	৩২	২৯	হযরত মুগিরা ইবনে ত'বা (রা.)	১৩৬	৫০
১১	হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)	২৭১	৫৫	৩০	মুহাব্বিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)	১৩৬	৬০
১২	হযরত সাহাল ইবনে আনচারি (রা.)	১৮৮	৯১	৩১	হযরত আবু বাকরা (রা.)	১৩০	৫২
১৩	হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)	১৮১	৩৪	৩২	হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)	১২৮	৫৪
১৪	হযরত ইমরান ইবনে হুযাইন (রা.)	১৮০	৫২	৩৩	সাবান (রা.) মাওলাবু (স.)	১২৮	৫৪
১৫	হযরত হযরত আবু দারদা (রা.)	১৭৯	৩২	৩৪	হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)	১২৩	৫৮
১৬	হযরত উম্মে হান্না (রা.)	১৭৮	৫৯	৩৫	হযরত নো'মান ইবনে বশির (রা.)	১১৪	৬৫
১৭	হযরত আবু কাতাদা আনচারি (রা.)	১৭০	৩৮	৩৬	হযরত আবু মাসউদ আনচারি (রা.)	১০২	৪০
১৮	হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)	১৬৪	২১	৩৭	হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)	১০০	৫১
১৯	বুরাইদা ইবনে হাসিব আসলামি (রা.)	১৬৪	৬৩				

কোন মুহাদ্দিছের কয়টি হাদিছ মুখব্ব ছিল			প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের হাদিছের সংখ্যা		
ক্রমিক	মুহাদ্দিছের নাম	মুখব্ব হাদিছ সংখ্যা	ক্রমিক	হাদিছ গ্রন্থ	হাদিছের সংখ্যা
০১	ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মুঈন (রহ.)	১০,০০,০০০	০১	বুখারি শরিফ	৭,২৭৫
০২	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	১০,০০,০০০	০২	মুসলিম শরিফ	১২,০০০
০৩	ইমাম আবু জুর'আ (রহ.)	৭,০০,০০০	০৩	আবু দাউদ শরিফ	৫,২৭৪
০৪	ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি (রহ.)	৫,০০,০০০	০৪	নাসাঈ শরিফ	৫৪৬১
০৫	ইমাম বুখারি (রহ.)	৩,০০,০০০	০৫	তিরমিযি শরিফ	৪,৪৬৫
০৬	ইমাম মুসলিম (রহ.)	৩,০০,০০০	০৬	ইবনে মাজাহ শরিফ	৪,০০০
০৭	ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়ায় (রহ.)	১,০০,০০০	০৭	মুয়াত্তা ইমাম মালেক	১,৭২০
০৮	হাফেজ রুকনুদ্দিন কুরাইশি (রহ.)	১,০০,০০০	০৮	মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ	১,১৮০
০৯	মুহাদ্দিছ ফররুখ শাহ (রহ.)	৭০,০০০	০৯	ত্বাহাবি শরিফ	৬,৯৪৫
১০	ইমাম সুফিয়ান ছুওরি (রহ.)	৩০,০০০	১০	সহিফায়ে ছাদেক্বাহ	৫,৩৮৪
১১	ইমাম দাউদ আয়ালুসি (রহ.)	৩০,০০০	১১	ছুফে আবু হুরাইরা (রা.)	৫,০০০ এর অধিক
১২	আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি (রহ.)	২০,০০০	১২	কিতাবুল আছার	৪০,০০০
১৩	আব্দুল মালেক গুজরাটি (রহ.)	৭,২৭৫	১৩	কানযুল উম্মাল	৩২,০০০
১৪	মাওলানা ইসহাক বরদোমানি (রহ.)	৭,২৭৫	১৪	মুত্তাখাবে কানযুল উম্মাল	৩০,০০০
১৫	ইমাম আবু দাউদ	৫,৯৯৫	১৫	মুসনাদে আহমদ	৪০,০০০
১৬	সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা	৭,০০০	১৬	বাহকুল আসানীদ	১০,০০০



সনদ ও ইসনাদ

সনদ ও ইসনাদের সংজ্ঞা:

সনদ এবং ইসনাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পরিভাষায়- سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن তথা মতন পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাকে সনদ বলা হয়। আর عضو الحديث إلى قائله مسنداً তথা ধারাবাহিক ক্রমবিন্যাসের সাথে হাদিছকে তার প্রবক্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াকে ইসনাদ বলা হয়। ইসনাদ কেবল উম্মতে মুহাম্মদির বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবি রাসুলগণের উম্মতগণ তাদের নবিদের কথা বার্তাকে সনদ পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারত না।

ইসনাদের গুরুত্ব

সহিহ ও জাল হাদিছের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ইসনাদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাই ইসনাদ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। একটি ঘরের ক্ষেত্রে তার ভিত্তি এবং শরীরের ক্ষেত্রে রুহ তথা আত্মার যেরূপ গুরুত্ব তদ্রূপ গুরুত্ব হাদিছের ক্ষেত্রে সনদেরও। সনদ বিহীন হাদিছের অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন- مثل الذي يطلب أمر دينه بلا اسناد كمثل الذي يرتقى السطح بلا سلم
“যে ব্যক্তি ইসনাদ ছাড়া দ্বীনের বিষয় অর্জন করে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে সিঁড়ি ছাড়া ছাদে উঠতে চায়।”

--- [কিফায়াহ পৃ. ৩৯৩, ফাতহুল মুগিছ খ. ৩ পৃ. ৪, শরহে ইলালে তিরমিযি খ. ১ পৃ. ১২৪]

তিনি আরও বলেন- الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

“ইসনাদ দ্বীনের অংশ। যদি দ্বীনে ইসনাদ বিবেচ্য না হতো তাহলে যে কেউ যা ইচ্ছা বলে বেড়াত।”

---[মুকাদ্দামায়ে মুসলিম খ. ১ পৃ. ২৮]

তিনি আরও বলেন- بيننا وبين القوم القوائم يعنى السناد

“আমাদের ও লোকদের মাঝে সেতুবন্ধন বা খুটি অর্থাৎ ইসনাদ রয়েছে। একটি ঘর যেমন খুটি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তেমনি সনদ ব্যতীতও কোন হাদিছ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।”

---[মুকাদ্দামায়ে মুসলিম খ. ১ পৃ. ২৮]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. বলেন- إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

“এই ইসনাদ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা কার কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করছো তা যাচাই বাছাই করে নিবে।”

---[মুকাদ্দামায়ে মুসলিম খ. ১ পৃ. ২৮]

হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন- الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأى شئ يقاتل

“সনদ হলো মুমিনের হাতিয়ার স্বরূপ। অতপর যদি তার নিকট হাতিয়ার না থাকে তাহলে সে কী দ্বারা যুদ্ধ করবে।”

---[শরহে ইলালে তিরমিযি খ. ১ পৃ. ৫৮, কিতাবুল মাজবুহিন খ. ১ পৃ. ২৭]

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন- مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حاطب ليل يحمل خرمة الحطب فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري

“যে ব্যক্তি সনদ ব্যতীত হাদিছ সন্ধান ও গ্রহণ করে সে রাতের অন্ধকারে কাঠ আহরণকারীর মতো, যে কিনা কাঠের বোঝা বহন করে যার মধ্যে কাঠের সাথে থাকা বিষাক্ত সাফ তাকে দংশন করে সে তা টেরও পায় না।”

---[ফাতহুল মুগিছ খ. ৩ পৃ. ৪, আল ইরশাদ ফি মারিফাতি উলামাইল হাদিছ খ. ১ পৃ. ১৫৪]



سند القراءة منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين صاحب القرآن الكريم محمد ﷺ

صحابه الرسول عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت

الشيخ المقرئ زر بن حبيش الأسدي

الشيخ المقرئ أبو بكر عاصم بن أبي النجود التابعي (إمام الفن)

الشيخ المقرئ الإمام حفص (موجد قراءة حفص)

الشيخ المقرئ أبو محمد عبيد الصباح

الشيخ المقرئ أبو العباس أحمد بن سهيل الاشناني

الشيخ المقرئ أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي

الشيخ المقرئ أبو الحسن طاهر بن غلبون

الشيخ المقرئ عثمان أبو عمرو الداني

الشيخ المقرئ أبو داود سليمان بن نجاح

الشيخ المقرئ أبو الحسن علي بن هذيل

الشيخ المقرئ أحمد صهر الشاطبي

الشيخ المقرئ محمد الجزري (صاحب روات)

الشيخ المقرئ رضوان العقبى

الشيخ المقرئ ناصر الطبلاني

الشيخ المقرئ عبد الرحمن اليماني

الشيخ المقرئ أحمد البقري

الشيخ المقرئ السيد إبراهيم العبيدي

الشيخ المقرئ السيد أحمد

الشيخ المقرئ حسن البديري

الشيخ المقرئ عبد الله المكي

الشيخ المقرئ عبد الرحمن خان المكي الاله آبادي

الشيخ المقرئ حفظ الرحمن

الشيخ المقرئ أحمد ميا التهانوي

الشيخ المقرئ محمد منير الاسلام دامت بركاتهم

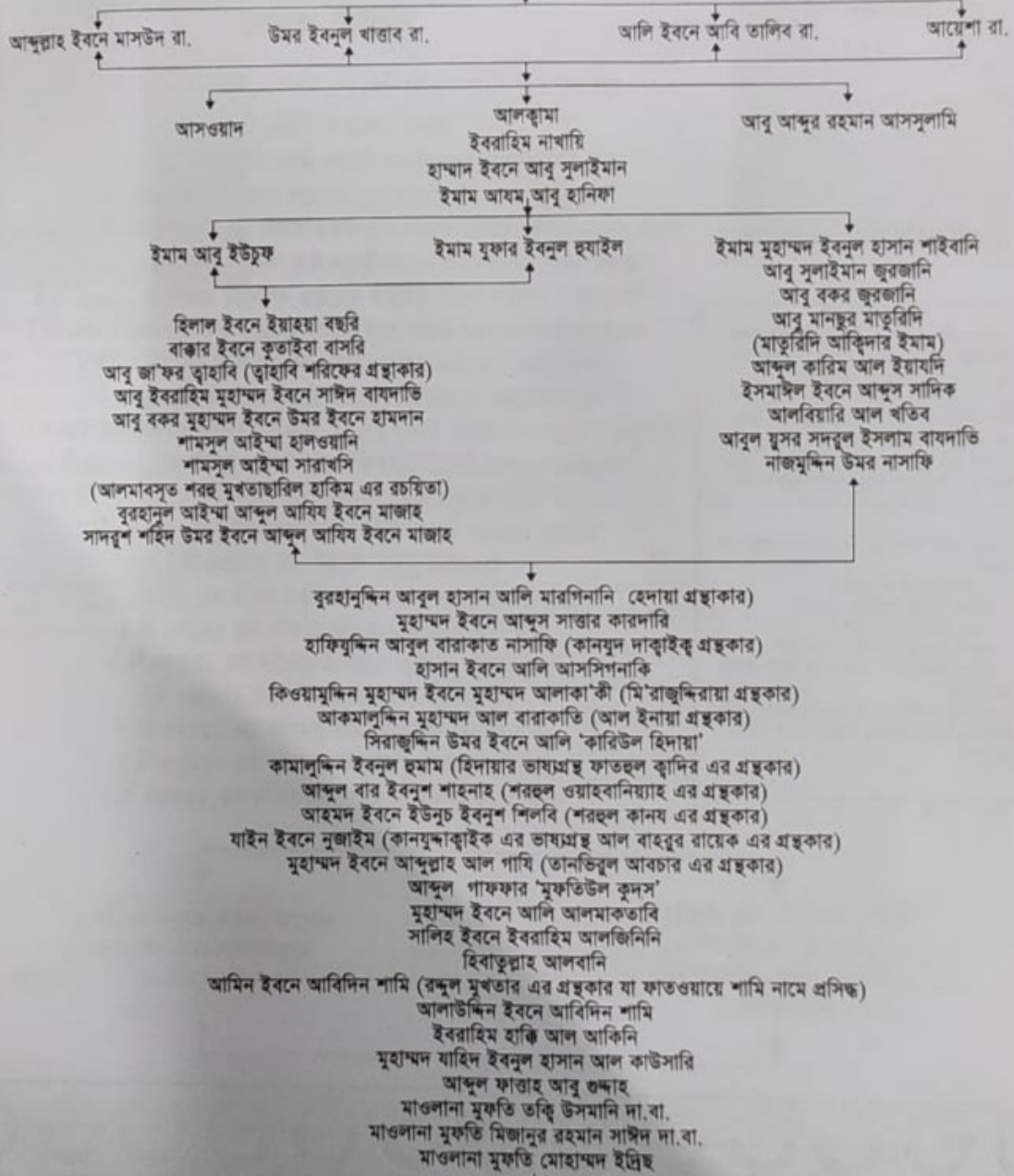
الاسم: ابن:

أحد من طلاب التكميل للأحاديث بالجامعة العربية الاسلامية جيري، صاتغام



ফিকহে হানাফির সনদ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



নাম বিন

দরস গ্রন্থের স্থান



হাদিছের সনদ

বুখারি শরিফ

المستند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه :
পূর্ণ নাম : ইমাম বুখারি র. (২৫৬ হি.)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউচুফ ফিরাবরি বুখারি রহ. (৩২০ হি.)
আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ সারাখসি রহ. (৩৮১ হি.)

আবুল হাসান আব্দুর রহমান ইবনে মুজাফফর দাউদি বুছানজি হারাতি রহ. (৪৬৭ হি.)
আবুল ওয়াকাত আব্দুল আওয়াল ইবনে ঈসা সিজযি হারাতি রহ. (৫৫৩ হি.)

সিরাজুদ্দিন হুসাইন ইবনে মুবারক জুবাইদি বাগদাদি হাম্বলি রহ. (৬৩১ হি.)
আবুল আকাস আহমদ ইবনে আবু তালিব হাজ্জার দিমাশকি রহ. (৭৩০ হি.)

যাইনুদ্দিন ইবরাহিম ইবনে আহমদ তানুখি শামি রহ. (৮০০ হি.)
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি মিছরি শাফেঈ রহ. (৮৫২ হি.)

যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)
শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রমলি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০০৮ হি.)

আহমদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস শিন্ধাতি মিছরি মাদানি রহ. (১০২৭ হি.)
সাইয়িদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুশাশি মাদানি রহ. (১০৭১ হি.)

ইবরাহিম কুরদি শাফেঈ রহ. (১১০১ হি.)
আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)
শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)
শাহ আব্দুল গণি মুজাফ্ফি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

হজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুততি রহ. (১২৯৭ হি.)
শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

তথ্য
সংকলক: হাকিমুল হাদিস আমিরুল মুমিনিন কিল হাদিস ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী রহ.।
জন্ম: ১৩ শাওয়াল, অরুনার, ১৯৪ হিজরি।
মৃত্যু: ১ শাওয়াল, ২৫৬ হিজরি। (মোট বয়স ৬২ বছর।)
উল্লাহ: আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াখিন আল হুত্বী রহ., আবু বকর আব্দুল্লাহ আল হুত্বী রহ. রহমত।
শপথন: ইমাম মুসলিম রহ., ইমাম তিরমিযি রহ. রহমত।
জানা: আলফুল মুকরাম, আর তাহিখুল কবির ইত্যাদি।
মোট হাদিস: ৭২৭০টি, যত্নসহ ৯০৮২টি, পুনরাবৃত্তি ছাড়া ২৫১০টি।
আসিল হাদিসের সংখ্যা ১০৪১টি, সু'তাবি হাদিসের সংখ্যা ৩৪৪টি।
বুখারি পরিচয়ের চারটি কপি সুবিসিষ্ট
১. আব্দায়া ইবরাহিম নাসাবি রহ. এর কপি।
২. আব্দায়া বকসি রহ. এর কপি।
৩. আব্দায়া হাদিস ইবনে শাকির রহ. এর কপি।
৪. আব্দায়া ফিরাবরি রহ. এর কপি। এই কপিটি সবচেয়ে বেশি বেশি।
প্রধান রৈশিষ্ট: তরজমানুল বাব, অধিক মুলাখিয়াত, হাদিস প্রণয়নোপ্য হওয়ার জন্য হার শিখরের সাক্ষাত প্রমাণিত ইত্যাদি শর্ত।

আব্দায়া আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি র.
আব্দায়া ছালেদ আহমদ র.
শাইখুল হাদিস মোহাম্মদ মুছা
সহিহ বুখারি-১

আব্দায়া আব্দুল ওয়াদুদ সন্দীপি র.
আব্দায়া শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব
সহিহ বুখারি-২

নাম বিন
দরস গ্রহণের স্থান
শিফাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



আল-হাজ্জাহ
২০২০



তথ্য

সংকলক: ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাহ
কুশাইরি নিশাপুরি রহ.
জন্ম-মৃত্যু: ২০৪-২৬১ হিজরি।
মোট হাদিস: তারকার ছাড়া ০০০০টি, তারকারসহ
১২০০০টি।
প্রথম বৈশিষ্ট্য: মুকদ্দম ও ১২৮৬৬৬ বিন্যাস।
বিশিষ্ট ব্যাখ্যা:
১. ইমাম নবী রহ.
২. শাইখ আহমদ বিন মুহাম্মদ রহ.
৩. শাইখ শিরাজ আহমদ উসমানি রহ.
৪. অধ্যাপক আব্দুল হাকিম উসমানি
৫. শাইখ রশিদ আহমদ গাফুরি রহ.

হাদিছের সনদ

মুসলিম শরিফ

পূর্ণ নাম : المسند الصحيح المختصر من السنن يثبت العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ

ইমাম আবুল হোছাইন মুসলিম বিন হাজ্জাহ বিন মুসলিম কুশাইরি নিশাপুরি রহ. (২৬১ হি.)
আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ জুলুদি নিশাপুরি হানাফি রহ. (৩০৮ হি.)
আবু আহমদ মুহাম্মদ ইবনে ইসা জুলুদি নিশাপুরি রহ. (৩৬৮ হি.)
আবুল হাসান আব্দুল গাফের ইবনে মুহাম্মদ ফারেসি নিশাপুরি রহ. (৪৪৮ হি.)
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফযল ফারাতি নিশাপুরি রহ. (৫৩০ হি.)
আবুল হাসান আল মুআইয়াদ ইবনে মুহাম্মদ তুসি নিশাপুরি রহ. (৬১৭ হি.)
আলি ইবনে আহমদ ওরফে ফখর ইবনুল বুখারি ছালেহি হাফলি রহ. (৬৯০ হি.)
মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ওরফে ছালাহুদ্দিন ইবনে আবু উমর মাকদিসি হাফলি রহ. (৭৮০ হি.)
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি মিছরি শাফেঈ রহ. (৮৫২ হি.)
যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)
নাজমুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাইতি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯৮৪ হি.)
শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে খলিল ছুবকি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৩২ হি.)
সুলতান ইবনে আহমদ মাযযাহি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৭৫ হি.)
ইবরাহিম কুরদি শাফেঈ রহ. (১১০১ হি.)
আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)
শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)
শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)
শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)
হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতভি রহ. (১২৯৭ হি.)
শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি র.
আল্লামা ইয়াকুব ছাহেব র.
আল্লামা নুরুল হক কৈয়ামি র.
ওস্তাযুল হাদিস আব্দুল আউয়াল সাতকানভি দা.বা.
সহিহ মুসলিম-১

ওস্তাযুল হাদিস আল্লামা আহমদ উল্লাহ
বিন ফররুখ আহমদ কাছেমি দা.বা.
সহিহ মুসলিম-২

আল্লামা ইবরাহিম বলিয়াতি র.
আল্লামা মুফতি আহমদ উল্লাহ র.
ওস্তাযুল হাদিস এরশাদ উল্লাহ দা.বা.
সহিহ মুসলিম-২

নাম বিন
দরস গ্রহণের স্থান

শিফাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



হাদিছের সনদ

তিরমিযি শরিফ

الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل
পূর্ণ নাম: ইমাম তিরমিযি রহ. (২৭৯ হি.)

আবুল আক্বাস মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব মাহবুবি মারওয়াজি রহ. (৩৪৬ হি.)

আব্দুল জাক্বার ইবনে মুহাম্মদ জাররাহি মারওয়াজি রহ. (৪১২ হি.)

কাযি যাহেদ আবু আমির মাহমুদ ইবনে কাসিম আযদি হারাতি শাফেঈ রহ. (৪৮৭ হি.)

আবুল ফাতাহ আব্দুল মালিক ইবনে আবু সাহাল কারুখি হারাতি রহ. (৫৪৮ হি.)

উমর ইবনে তাবারযাদ বাগদাদি রহ. (৬০৭ হি.)

ফখর ইবনুল বুখারি রহ. (৬৯০ হি.)

উমর ইবনে আবুল হাসান মারাগি রহ. (৭৭৮ হি.)

ইজুদ্দিন আব্দুর রহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফুরাত রহ. (৮৫১ হি.)

যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)

নাজমুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাইতি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯৮৪ হি.)

শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে খলিল ছুবকি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৩২ হি.)

সুলতান ইবনে আহমদ মাযযাহি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৭৫ হি.)

ইবরাহিম কুরদি শাফেঈ রহ. (১১০১ হি.)

আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)

শাহ আব্দুল গনি মুজান্দি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

ছজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুততি রহ. (১২৯৭ হি.)

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)



উদ্ধৃতি

সংকলক: ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন সাওরাহ বিন মুসা আলকুশী তিরমিযি রহ.
জন্ম-মৃত্যু: ২০৯-২৭৯ হিজরি।
উল্লেখ্য: কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ., ইমাম বুখারি রহ. রহু.
শায়েক: আবুল আক্বাস মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মাহবুব মাহবুবি রহ. রহু.
মোট হাদিস: ৩৯৬৫টি, আশ্রামা আহমদ শাফেঈর মতে ২৯৮০টি।
প্রথম বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি হাদিসের সাথে কিতাবি আসোচনা, সংযুক্ত দুকখমা, কিতাবুল ইলম।
প্রতিষ্ঠা ব্যাখ্যা: ১০.

১. حارثة الأحمدي كتابه আবু বকর ইবনে আব্বাস রহ.
২. حارثة شرح ابن سيد الناس حاكمه যাহুদুদ্দিন ইব্রাহিম রহ.
৩. حارثة شرح ابن سيد الناس حاكمه গমর বিন হিশাম বালখুদি রহ.
৪. حارثة شرح ابن سيد الناس حاكمه জালালুদ্দিন সুহুতী রহ.
৫. حارثة الأحمدي كتابه আব্দুর রহমান মোবাককুদি রহ.
৬. حارثة الأحمدي كتابه হাশিম আহমদ গাম্বি রহ.
৭. حارثة الأحمدي كتابه শাইখ আবদুল্লাহ শাহ কাস্তুরি রহ.
৮. حارثة الأحمدي كتابه আব্দুল্লাহ জাফি উসমানি রহ.
৯. حارثة الأحمدي كتابه মুকতি সাঈদ আহমদ পলানপুরি রহ.
১০. حارثة الأحمدي كتابه মকল্লা আবু সাবের আব্দুল্লাহ রহ.

আশ্রামা হুসাইন আহমদ মাদানি র.
আশ্রামা আমির হোছাইন র.
শাইখুল হাদিস আশ্রামা আব্দুল জলিল র.
ওস্তাযুল হাদিস শাহাদাত হোসাইন আরমান দা.বা.

জামে তিরমিযি-১

আশ্রামা ইব্রাহিম বলিয়াতি র.
আশ্রামা সৈয়দ আরশাদ মাদানী দা.বা.
ওস্তাযুল হাদিস মুফতি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ দা.বা.

জামে তিরমিযি-২

নাম বিন

দরস গ্রহণের স্থান

শিক্ষাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



আগামী
হাজান
মহরগীকা
২০২০



হাদিছের সনদ

আবু দাউদ শরিফ

পূর্ণ নাম: السنن لأبي داود

ইমাম আবু দাউদ রহ. (২৭৫ হি.)

আবু আলি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ লু'লুই বহরির রহ. (৩৩৩ হি.)

আবু উমর কাসিম ইবনে জাফর হাশিমি বহরির রহ. (৪১৪ হি.)

আহমদ ইবনে আলি খতিব বাগদাদির রহ. (৪৬৩ হি.)

আবুল ফাতিহ মুফলিহ ইবনে আহমদ দুমির রহ. (৫৩৭ হি.)

ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ কারখি শাফেঈ রহ. (৫৩৯ হি.)

উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তাবারযাদ বাগদাদির রহ. (৬০৭ হি.)

ফখর ইবনুল বুখারি রহ. (৬৯০ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ওরফে ছালাহুদ্দিন ইবনে আবি উমর মাকদিসি হাফলির রহ. (৭৮০ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে মুকবিল হালাবির রহ. (৮৭০ হি.)

জালালুদ্দিন সুয়ুতি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯১১ হি.)

বদরুদ্দিন হাসান কারখি রহ.

শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাফাযি মিছরি হানাফি রহ. (১০৬৯ হি.)

ঈসা ইবনে মুহাম্মদ মাগরিবি রহ. (১০৮০ হি.)

হাসান ইবনে আলি আজিমি মাক্কি হানাফি রহ. (১১১৩ হি.)

আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)

শাহ আব্দুল গণি মুজাফ্ফিদি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুভতি রহ. (১২৯৭ হি.)

সংকলক: ইমাম আবু দাউদ সলাইমান বিন আশআহ
বিন ইসহাক রহ.

অঙ্ক-মুদ্রা: ২০২-২৭৫ হিজরি।

মোট হাদিছ: ৪৮০০টি।

প্রধান বৈশিষ্ট্য: কুলা আবু দাউদ।

প্রতিষ্ঠান:

১. মুহাম্মদ আবু তৈয়্যি মুহাম্মদ শামসুল হক রহ.
২. শাহ বদরুদ্দিন আহমদ সারগোদখারি রহ.
৩. শাহ আব্দুল হুসাইন মুহাম্মদ বিন আব্দুল হুসাইন রহ.
৪. শাহ মুহাম্মদ হাকিম রহ.
৫. শাহ আব্দুল হাকিম রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

শাইখুল আদব আল্লামা ইজাজ আলী র.

আল্লামা গাজী ইসহাক র.

আল্লামা মোহাম্মদ আইয়ুব র.

ওস্তাযুল হাদিস মোহাম্মদ ইসমাঈল নজীব দা.বা.

সুনানে আবু দাউদ-১

মিয়া আছগর হোছাইন দেওবন্দি র.

আল্লামা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদি র.

আল্লামা আহমদুল্লাহ ক্বাছেমী দা.বা.

ওস্তাযুল হাদিস মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান দা.বা.

সুনানে আবু দাউদ-২

নাম

বিন

দরস গ্রহণের স্থান

শিফাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



হাদিছের সনদ

তথ্য

সংকলক: ইমাম হাফেজ আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন মুআইয বিন আলি রহ.।
মুদ্র-মুদ্রা: ২১৫-৩০৩ হিজরি।
মোট হাদিছ: ৫৭৪৩টি মতান্তরে ৫৭৬১টি।
প্রধান বৈশিষ্ট্য: বিভিন্ন শিরোনামে একই রেওয়াজের পুনরাবৃত্তি।
প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ:
১. রুম এর রুমি শাইখ আলানুদ্দিন সুহরবরী রহ.
২. শাইখ আবু উমর আবু হাশিম আল-আমালী রহ.
৩. আবু হাশিম আল-আমালী রহ.
৪. আবু হাশিম আল-আমালী রহ.
৫. আবু হাশিম আল-আমালী রহ.



শামায়েলে তিরমিযি

ইমাম তিরমিযি রহ. (২৭৯ হি.)

- আবুল আকাস মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব মাহবুবি মারওয়াজি রহ. (৩৪৬ হি.)
- আব্দুল জাকার ইবনে মুহাম্মদ জাররাহি মারওয়াজি রহ. (৪১২ হি.)
- কাযি যাহেদ আবু আমির মাহমুদ ইবনে কাসিম আযদি হারাজি শাফেঈ রহ. (৪৮৭ হি.)
- আবুল ফতাহ আব্দুল মালিক ইবনে আবু সাহাল কাবুযি হারাজি রহ. (৫৪৮ হি.)
- উমর ইবনে তাবারবাদ বাগদাদি রহ. (৬০৭ হি.)
- ফখর ইবনুল বুখারি রহ. (৬৯০ হি.)
- উমর ইবনে আবুল হাসান মারাজি রহ. (৭৭৮ হি.)
- ইব্রাহিম আব্দুর রহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফুরাত রহ. (৮৫১ হি.)
- যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)
- নাজমুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাইতি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯৮৪ হি.)
- শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে খলিল ছুবকি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৩২ হি.)
- সুলতান ইবনে আহমদ মাযযাহি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৭৫ হি.)
- ইবরাহিম কুরদি শাফেঈ রহ. (১১০১ হি.)
- আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)
- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)
- শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)
- শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)
- শাহ আব্দুল গণি মুজাফ্ফি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)
- হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুততি রহ. (১২৯৭ হি.)
- শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)
- সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানি র.
- আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ র.

নাসায়ি শরিফ

পূর্ণ নাম: المجتبیٰ

ইমাম নাসাই রহ. (৩০৩ হি.)

- আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল সুন্নি রহ. (৩৬৪ হি.)
- কাযি আবু নছর আহমদ ইবনে হুযাইন কাছ্ছার রহ. (৪৩৩ হি.)
- আবু আলি হাসান ইবনে আহমদ হাক্কাদ আসবাহানি রহ. (৫১৫ হি.)
- আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল লাক্বান রহ. (৫৯৭ হি.)
- ফখর ইবনুল বুখারি রহ. (৬৯০ হি.)
- উমর ইবনে আবুল হাসান মারাজি রহ. (৭৭৮ হি.)
- ইব্রাহিম আব্দুর রহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফুরাত রহ. (৮৫১ হি.)
- যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)
- শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রমলি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০০৪ হি.)
- আহমদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস শিন্নাভি মিছরি মাদানি রহ. (১০২৭ হি.)
- সাইয়িদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুশাশি মাদানি রহ. (১০৭১ হি.)
- ইবরাহিম কুরদি শাফেঈ রহ. (১১০১ হি.)
- আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)
- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)
- শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)
- শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)
- শাহ আব্দুল গণি মুজাফ্ফি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)
- হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুততি রহ. (১২৯৭ হি.)
- শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)
- আল্লামা ইসহাক রাহুনিয়াজী র.

ওস্তাযুল হাদিস মাওলানা সৈয়দ আমিন চৌকলভি দা.বা.

সুনানে নাসায়ি শরিফ

শামায়েলে তিরমিযি

নাম বিন

দরস গ্রহণের স্থান

শিকাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি, মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



আল হাজ্জাহ
শরিফা
২০২০



তথ্য

সংকলক: ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ
বিন ইব্রাহিম রহ.

জন্ম-মৃত্যু: ২০৯ - ২৭৩ হিজরি।

মোট হাদিস সংখ্যা: ৪০৪১টি।

প্রধান বৈশিষ্ট্য: মুহাম্মাদ, হাদিসসমূহ

পুনরাবৃত্তি মুক্ত।

প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা: হা:

১. আলতুখলিফা মুহাম্মাদ রহ.
২. ইমাম আলতুখলিফা মুহাম্মাদ রহ.
৩. শাইখ আব্দুল গণি মুজাফ্ফিদ রহ.
৪. ইমাম আব্দুল হুসাইন সিদ্দিকি রহ.
৫. ইমাম ইবনে কাসীর রহ.

হাদিছের সনদ

ইবনে মাজাহ শরিফ

পূর্ণ নাম: الحسن لابن ماجه

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. (২৭৩ হি.)

আবুল হাসান আলি ইবনে ইবরাহিম কাত্তান কায়তিনি রহ. (৩৪৫ হি.)

আবু তালহা কাসিম ইবনে মুনিয়র খতিব কায়তিনি রহ. (৪০৯ হি.)

আবু মানজুর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান মুকাওতিমি কায়তিনি রহ. (৪৮৪ হি.)

আব যুর'আ তাহির ইবনে তাহির মাকদিসি রহ. (৫৬৬ হি.)

আনযাব ইবনে আবু সাআদাত রহ. (৬৩৫ হি.)

আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে আবু তালিব হাজ্জার দিমাশকি রহ. (৭৩০ হি.)

আবুল হাসান আলি ইবনে আবুল মাজদ দিমাশকি রহ. (৮০০ হি.)

হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানি মিছরি শাফেঈ রহ. (৮৫২ হি.)

যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)

শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রমলি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০০৪ হি.)

আহমদ ইবনে আব্দুল ক্বদুস শিন্ধাতি মিছরি মাদানি রহ. (১০২৭ হি.)

সাইয়িদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুশাশি মাদানি রহ. (১০৭১ হি.)

ইবরাহিম কুরদি শাফেঈ রহ. (১১০১ হি.)

আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)

শাহ আব্দুল গণি মুজাফ্ফিদি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

হাজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতভি রহ. (১২৯৭ হি.)

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

শাইখুল আদব আল্লামা এজাজ আলি র.

শাইখুল হাদিস আল্লামা ইসহাক গাজী র.

শাইখুল হাদিস আল্লামা মোহাম্মদ মুহা সন্দ্বীলী দা.বা.

নাম বিন

দরস গ্রহণের স্থান

শিফাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



তথ্য

সকলক: ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মালিক
ইবনে আনাস রহ.
জন্ম: ৯৩ মতাম্বরে ৯৪ ও ৯৫ হিজরি।
মৃত্যু: ১৪ রবিউল আউয়াল, ১৭৯ হিজরি।
উজ্জ্বল: আব্দুল্লাহ ইবনে শিবাব যুহরি রহ.,
নাক্ষে রহ.
শাপরেন: ইমাম শাফেই রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ.
হাদিসের সংখ্যা: ১৭২০টি।
প্রধান বৈশিষ্ট্য: সব হাদিস বৈশিষ্ট্য। মসিনাবাসিদের
ইজমা বর্ণনা করেছেন। উদ্ভূত সহিহাইন।
প্রসিদ্ধ ব্যাক্যাম্হ: আব্দুল্লাহ মালিক।

হাদিছের সনদ

মুয়াততা মালিক

পূর্ণ নাম: الموطأ

ইমাম মালিক রহ. (১৭৯ হি.)

ইয়াহয়া ইবনে ইয়াহয়া লাইছি রহ. (২৩৪ হি.)

উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াহয়া রহ. (২৯৮ হি.)

আবু ইসা ইয়াহয়া ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. (৩৬৭ হি.)

ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছাফফার কুরতুবি রহ. (৪২৯ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে ফরয কুরতুবি মালেকি রহ. (৪৯৭ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হক খাজরাযি কুরতুবি মালেকি রহ. (৫৬০ হি.)

আহমদ ইবনে ইয়াযিদ কুরতুবি মালেকি রহ. (৬২৫ হি.)

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ কুরতুবি রহ. (৭০২ হি.)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে জাবের অদিয়াশি উন্ডুলুসি রহ. (৭৪৯ হি.)

হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব রহ. (৮০৯ হি.)

আল বদরুল হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব শাফেই রহ. (৮৬৬ হি.)

শরফ আব্দুল হক ইবনে মুহাম্মদ মিছরি শাফেই রহ. (৯৩০ হি.)

নাজমুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাইতি মিছরি শাফেই রহ. (৯৮৪ হি.)

শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে খলিল ছুবকি মিছরি শাফেই রহ. (১০৩২ হি.)

সুলতান ইবনে আহমদ মায়যাহি মিছরি শাফেই রহ. (১০৭৫ হি.)

ইসা ইবনে মুহাম্মদ মাগরিবি রহ. (১০৮০ হি.)

হাসান ইবনে আলি আজিমি মাক্কি হানাফি রহ. (১১১৩ হি.)

আব্দুল্লাহ ইবনে ছালিম বছরি মাক্কি শাফেই রহ. (১১৩৪ হি.)

অফদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মাক্কি মালেকি রহ.

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)

শাহ আব্দুল গনি মুজান্দি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

ছজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুততি রহ. (১২৯৭ হি.)

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

শাইখুল আদব আল্লামা এজাজ আলি র.

আল্লামা ইসহাক রাষ্ট্রনিয়াজী র.

গুস্তাযুল হাদিস মোহাম্মদ রজিউল্লাহ কুতুবী দা.বা.

নাম বিন

দরস গ্রহণের স্থান

শিফাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



আল-হাদীস
২০২০



তথ্য

সংকলক: ইমাম আবু আহমদ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শাইবানি রহ.
জন্ম: ১০২ হিজরি। মৃত্যু: ১৮৯ হিজরি।
মোট বইসং: ৫৭ বইসং।
উল্লেখ: ইমাম আবু হানিফা রহ.,
ইমাম আবু ইউসুফ রহ., রবু'।
শাখসে: ইমাম শাফে'রি রহ.,
আসনে ইবনে কুযায়র রহ., রবু'।
হানাফি: কিতাবুল হুজ্জাহ আল-আহলিল-মদিনা,
মাবসুত ইত্যাদি।
হাদিসের সংখ্যা: ১১৮০টি।
এখানে বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি বিবরণের হাদিসের সাথে
হানাফি সিদ্ধান্ত প্রকাশের বর্ণনা করেছেন।
প্রতিটি ব্যাখ্যায়: আর আলিফুল মুহাম্মাদ।

হাদিছের সনদ

মুয়াতাতা মুহাম্মদ

পূর্ণ নাম: الموطأ

ইমাম মুহাম্মদ রহ. (১৮৯ হি.)

আহমদ ইবনে মিহরান নাসাঈ বিশর ইবনে মুসা আসাদি বাগদাদি রহ. ২৮৮ হি.)

আবু আলি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বাগদাদি রহ. (৩৫৯ হি.)

আবু তাহের আব্দুল গাফফার ইবনে মুহাম্মদ মুআফ্ফার রহ. (৪২৮ হি.)

আহমদ ইবনে হাসান ইবনে ঞায়রুন রহ. (৪৮৮ হি.)

ও

আলি ইবনুল হুজাইন ইবনে আইয়ুব রহ. (৪৯২ হি.)

যাকি হাফেজ হুজাইন ইবনে মুহাম্মদ বলখি রহ. (৫২২ হি.)

মাহমুদ ইবনে উমর যমখশরি রহ. (৫৩৮ হি.)

খতিব মুয়াফফাকুন্নি মাফি রহ. (৫৬৮ হি.)

বুরহানুন্নি আবুল মাকারিম মুতাররিযি হানাফি রহ. (৬১০ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সাত্তার কারদারি খারেজমি হানাফি রহ. (৬৪২ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ বুখারি রহ. (৬৯৩ হি.)

হুসামুন্নি হুজাইন ইবনে আলি সিগনাকি তুর্কিষ্টানি হানাফি রহ. (৭১০ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ বুখারি কিওয়ামুন্নি কাকি হানাফি রহ. (৭৫৮ হি.)

আকমালান্নি মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. (৭৮৬ হি.)

মুহিকুন্নি মুহাম্মদ ইবনুশ শাহনাহ রহ. (৮১৫ হি.)

শামসুন্নি ইবনুশ শাহনাহ রহ. (৮৯০ হি.)

আব্দুল বার ইবনে মুহিকুন্নি হানাফি রহ. (৯২১ হি.)

আমীনুন্নি ইবনে আব্দুল আলি হানাফি মিছরি রহ. (৯৭১ হি.)

আহমদ ইবনে আমীনুন্নি হানাফি মিছরি রহ.

খাইয়ুন্নি রমলি হানাফি রহ. (১০৮১ হি.)

হাসান আজিমি রহ. (১১১৩ হি.)

তাজুন্নি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মুহসিন রহ.

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহ ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)

শাহ আব্দুল গনি মুজান্নিদ হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুততি রহ. (১২৯৭ হি.)

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

শাইখুল আদব আল্লামা এজাজ আলি র.

আল্লামা ইসহাক রাঈনুয়াতী র.

ওস্তাযুল হাদিস আল্লামা ক্বারী মোহাম্মদ লোকমান দা.বা.



নাম বিন

দরস গ্রহণের স্থান

শিফাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



হাদিছের সনদ

ত্বাহাভি শরিফ

شرح معانی الآثار المختلفة المروية عن رسول الله ﷺ في الأحكام

ইমাম ত্বাহতি রহ. (৩২১ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম মুকরি রহ. (৩৮১ হি.)

আবুল ফাতাহ মানচুর ইবনে হুসাইন তানি রহ. (৪৫০ হি.)

আবুল ফাতাহ ইসমাঈল ইবনে ফয়ল ছাররাজ রহ. (৫২৪ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর মাদিনি রহ. (৫৮১ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাদি হাফলি রহ. (৬৫৮ হি.)

যায়নাং দিনতে কামাল মাকদিসিয়া রহ. (৭৪০ হি.)

আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল লতিফ ইবনুল কোয়েক রহ. (৭৯০ হি.)

হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানি মিছরি শাফেঈ রহ. (৮৫২ হি.)

যাইনুদ্দিন আহমদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনছারি মিছরি শাফেঈ রহ. (৯২৭ হি.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নিহরিরি হানাফি রহ. (১০২৬ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আলাউদ্দিন বাবুলি মিছরি শাফেঈ রহ. (১০৭৭ হি.)

আব্দুল্লাহ ইবনে ছালিম বহুরি রহ. (১১৩৪ হি.)

আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম কুরদি রহ. (১১৪৫ হি.)

শাহু ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি হানাফি রহ. (১১৭৬ হি.)

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি হানাফি রহ. (১২৩৯ হি.)

শাহু ইসহাক দেহলভি হানাফি রহ. (১২৬২ হি.)

শাহ আব্দুল গনি মুজাফ্ফি হানাফি রহ. (১২৯৬ হি.)

হাজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতভি রহ. (১২৯৭ হি.)

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. (১৩৩৯ হি.)

আব্দুলাহ আল-নোয়াহ শাহ কাশ্মীরি র.

মাওলানা শামসুল হক আফগানি র.

আব্রাহামা মুফতি নুরুল হক র.

হাফেজ মাওলানা নুর হোসেন র. প্রকাশ ইমাম ছাহেব হজুর

ওস্তায়ুল হাদিস মাওলানা মুফতি ইদ্রিস দা.বা.

नाम

৬৮

দরস গ্রহণের স্থান

শিক্ষাবর্ষ ১৪৪০/৪১ হিজরি. মোতাবেক ২০১৯/২০ ইংরেজি



নারীর শরয়ী পর্দা ও যুগ জিজ্ঞাসা

পর্দা মুসলিম নারীর সৌন্দর্য। একজন নারীর মানসম্মান ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারীর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পর্দার গুরুত্বকে অনিবার্য করেছে ইসলাম। এজন্যেই নারীদের পর্দা পালন করা ফরজ ইবাদাত। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পর্দা সম্পর্কে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾

“(হে নবী) আপনি ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং নিজেদের যৌনাস্পের হেফাজত করে। আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।” [সূরা আন-নূর, আয়াত-৩১]

হাদিছ শরিফে বর্ণিত আছে- “عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نعتشط قبل ذلك في الأحرام.”

“হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদি. বলেন; আমরা পুরুষদের হতে আমাদের চেহারা ঢেকে রাখতাম এবং ইহরামের পূর্বে চিবুনী করতাম।” (মুসতাদরাকে হাকিম-১/৪৫৪, ইরওয়া- হা/১০২৩, ছহীহ ইবনু খুযাইমা- হা/২৬৯০)।

কিন্তু বর্তমান অনেকেই পর্দা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কোন মতবিরোধ নেই। তারা বলেন; “নারীদের মুখ ও হাত খোলা রাখা ফরজ নয়। নারীদের মধ্যে কেউ চাইলে নিজেদের মুখ খোলা রাখতে পারবে।” তাদের সাথে এখানেই আমাদের মতবিরোধ। পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তারা বললেন- “চেহারা না ঢাকলেও কোন অসুবিধা নেই।”

উল্লেখ্য যে, নারীদের জন্য নামাযের সতর আর স্বাভাবিক চলাচলে পর্দা এক নয়। নামাযে সতর ঢাকা যেমনি ফরজ তেমনি নামাযের বাইরে স্বাভাবিক চলাচলে পর্দা করা ফরজ। উপরিউক্ত মত নামাযে সতর ঢাকার বেলায় সঠিক হতে পারে। তবে পর্দার বেলায় নয়। এবার আসুন আমরা চিন্তা করে দেখি পর্দার উদ্দেশ্য কি? পর্দার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর উন্মুক্ত সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে কোন পুরুষ যেন তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। আর এভাবে যেন সমাজ কলুষিত না হয়। একথা সর্বজন বিদিত যে, চেহারাই হচ্ছে নারীর সৌন্দর্যের মূল। চেহারা দেখেই নারীর প্রতি একজন পুরুষ আকৃষ্ট হয়। এখন সমস্ত শরীর ঢেকে সেই চেহারাই যদি খোলা রাখা বৈধ হয় তাহলে আলাদা করে পর্দা করার কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল? শরীর আবৃত করার জন্য তো সাধারণ পরিধেয় কাপড়ই যথেষ্ট ছিল।

আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, কোন কোন ছাহাবী থেকে তো চেহারা খোলা রাখার কথা বর্ণিত আছে। তাহলে আমাদের দেখতে হবে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের আমল কিরূপ ছিল? পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর থেকে কোন মহিলা ছাহাবীর কি এমন কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়- যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের চেহারা খোলা ছিল? কুরআন হাদিছ ছাহাবায়ে কেরামের সামনে নাযিল হয়েছিল। তারা যে ব্যাখ্যা বুঝেছেন এবং আমল করেছেন আমাদেরকেও সেটার অনুসরণ করতে হবে। এবার আমরা পর্যালোচনা করে দেখি চেহারা ঢাকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিছ কী বলে?

চেহারা ও হাত খোলা রাখার ব্যাপারে কুরআনের বিধান:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

“তোমরা তাদের (পত্নীগণের) কাছে কোন কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।” [সূরা আহযাব, আয়াত-৫৩] এ আয়াতের শানে নুযুলের বর্ণনায় বিশেষভাবে নবী পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের নারী জাতের জন্য নাযিল হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন-৭/১৩১]

উক্ত আয়াতের বিধানের সারমর্ম এই যে, বেগানা মহিলাদের নিকট থেকে পরপুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে পুরুষগণ সামনে এসে তা নিবে না, বরং আড়াল থেকে চাইবে। কুরআনে কারিমে



﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾
 আরও বর্ণিত আছে যে- “হে নবি আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন নিজেদের উপর জিলবাব (ওড়না সদৃশ চেহারা ঢাকার মোটা কাপড়) দ্বারা বুলিয়ে (ঢেকে) দেয়।”---[সূরা আহযাব, আয়াত-৫৯]
 জিলবাব (ওড়না সদৃশ চেহারা ঢাকার মোটা কাপড়) দ্বারা বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ জিলবাব বলা হয় ওই কাপড়কে যা দিয়ে এ আয়াতেও চেহারা ঢাকার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ জিলবাব বলা হয় যে, মেয়েদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা পর্দার চেহারা ঢেকে রাখা হয়। তাই এই আয়াত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.দি.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন; আল্লাহ তা’আলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন যখন তাদের কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় তখন যেন মাথার উপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে।

---[ফাতহুল বারী- ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪]

হাদিছের আলোকে চেহারা ও হাত খোলা না রাখার হুকুম:

হযরত কায়স ইবনে শামমাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা রাসুলুল্লাহ (স.) এর দরবারে এলেন। তাঁকে উম্মে খাল্লাদ বলে ডাকা হতো। তাঁর মুখ ছিল নেকাবে ঢাকা। তিনি আল্লাহর পথে তাঁর শহিদ পুত্র সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) এর নিকট জানতে এসেছিলেন। তখন তাঁকে এক ছাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পুত্র সম্পর্কে জানতে এসেছ, আর মুখে নেকাব? হযরত উম্মে খাল্লাদ (রা.দি.) তাঁকে উত্তরে বললেন, আমি আমার ছেলেকে হারিয়ে এক বিপদে পড়েছি। এখন লজ্জা হারিয়ে তথা মুখমণ্ডলসহ গোটা শরীর পর্দা না করে কি আরেক বিপদে পড়বো?”

--- [আবু দাউদ-১/৩৩৭]

উপরোক্ত হাদিছ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের পর্দা তথা মোটা ও ঢিলেঢালা কাপড় দ্বারা চেহারাসহ সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা জরুরী। পরপুরুষকে শরীরের কোন অংশ তারা দেখাতে পারবে না।

অন্য এক হাদিছে এসেছে- **“عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلابيبها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.”**

“হযরত আয়েশা (রা.দি.) বলেন, হজ্জের সফরে আমরা রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে কোন কাফেলার মুখোমুখি হলে আমরা আমাদের চেহারার উপর নেকাব ফেলে দিতাম। অতপর তারা অতিক্রম করে গেলে আবার নেকাব তুলে দিতাম।

---আবু দাউদ শরিফ।

উক্ত হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয় চেহারা ঢাকা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। তাই কোনো কাফেলা এলে তারা নেকাব ফেলে দিত, যাতে চেহারা দেখা না যায়। আর মাহরামের সামনে যেহেতু চেহারা খোলা রাখা জায়েজ, তাই কাফেলা চলে গেলে নেকাব তুলে দিত।

বিভ্রান্তি ছড়ানো লোকেরা নিম্নোক্ত হাদিছ দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে-

“أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه.”

“হযরত আয়েশা (রা.দি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রা.দি.) একবার পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (স.) এর নিকট আগমন করলে তিনি তাঁর দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, হে আসমা, কোন মেয়ে যখন সাবালিকা হয় তখন তার মুখমণ্ডল ও হাতের কজি ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ খোলা রাখা জায়েজ নেই।

--- [আবু দাউদ শরিফ-২/২৬৭]

এ হাদিছকে মুহাদ্দিছিনে কেরাম পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এ হাদিছে রাসুল (স.) আসমা (রা.দি.) কে নারীদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কথা উল্লেখ করে নসিহত করেছেন। এতে



বুঝা যায়, আসমা (রাদি.) তখন সদ্য প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছিলেন। অথচ পর্দার বিধান সম্বলিত সর্বপ্রথম আয়াত সূরা আহযাবের ৫৩নং আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন (৫ম হিজরিতে) আসমা (রাদি.) এর বয়স ছিল ৩২ বছর। তাছাড়া পর্দার বিধান নাযিলের পর আসমা (রাদি.) মধ্যবয়সী দ্বীনদার নারী হয়েও রাসুল (স.) এর সামনে পর্দার বিধান উপেক্ষা করে পাতলা কাপড় পড়ে যাবেন- তা চিন্তাও করা যায় না।

অপর বিভিন্ন হাদিছের দ্বারা জানা যায়- পর্দার বিধান নাযিলের পর আসমা (রাদি.) পর্দার জন্য চেহারা ঢাকার ব্যাপারে এমন ইতমিনান ককতেন যে, হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যখন চেহারা জড়িয়ে নিকাব পরা নিষিদ্ধ ও চেহারা নিকাব মুক্ত রাখা ওয়াজিব ছিল, তখনও ইসলামের পর্দার হুকুম পালনে তিনি মাথার উপর কাপড় দিয়ে ভিন্ন কাপড় ঝুলিয়ে চেহারা ঢাকতেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আসমা বিনতে আবু বকর (রাদি.) বলেন, “আমরা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতাম।”

--- মুসতাদরাকে

হাকিম-১/৪৫৪।

এ ছাড়া দলিলে পেশকৃত হাদিছের রেওয়াজাতকারিনী হযরত আয়েশা (রাদি.) নিজেও উক্ত হাদিছের ভিত্তিতে কখনো মহিলাদের চেহারা ও হাত খোলা রাখার পক্ষে যাননি। রবৎ পর্দার বিধান নাযিলের পর তিনি পরপুরুষ থেকে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলেন যে, কোন বেগানা পুরুষ কখনো তাঁর চেহারা দেখেনি।

[দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি- হা/৪৩৯১, সহিহ মুসলিম- হা/৬৭৬৩, জামে তিরমিযি- হা/৩১৭৯, আবু দাউদ- হা/১৮৩৩, মুসনাদে আহমদ- হা/২৪০২১, সুনানুল কোবরা লিল বায়হাকী- হা/৯০৫১, ইবনু মাজাহ- হা/২৯৩৫, সহিহ ইবনু খুযাইমা- হা/২৬৯০ ও ২৬৯১, মিশকাতুল মাছাবিহ- হা/২৬৯০, মুসতাদরাকে হাকিম- ১/৪৫৪, ইরওয়া- হা/১০২৩।]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় কুরআন ও হাদিছের আলোকে যেভাবেই বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই নারী সমাজকে পর্দা করতে হবে। সুতরাং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে দ্বীনের সঠিক হুকুম মেনে মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষদের সামনে চেহারা ও হাতসহ সমস্ত শরীর ঢেকে পরিপূর্ণ পর্দা করা কর্তব্য এটাই তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ।

হাফেজ মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক

সাতটি ক্ষেত্রে গীবত জায়েয

১. জালিমদের বিরুদ্ধে এমন কারো নিকট অভিযোগ করা যে তার যুলুমকে বুঝতে সক্ষম। ২. বিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট রোগীর অবস্থা বর্ণনা করা। ৩. ফতোয়ার প্রয়োজনে মুফতির নিকট প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেওয়া। ৪. মুহাদ্দিগণ হাদিছের হেফাজতের জন্য বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা। ৫. মুসলমানকে পার্শ্ব বা দ্বীনি কোনো ক্ষতি হতে হেফাজত করার জন্য কারো অবস্থা তার নিকট উল্লেখ করা। ৬. পরামর্শ গ্রহণের জন্য কারো অবস্থা প্রকাশ করা। ৭. যে নিজের দোষ নিজেই বলে বেড়ায় তার গীবত করা। ---[তাফসিরে জালালাইন-৬/১৬৭]

সাতটি কারণে সম্পদ হতে বিদ্যা উত্তম:

১. বিদ্যা নবীগণের উত্তরাধিকার আর সম্পদ শাফাদ, ফিরআউন ও কার্বনের উত্তরাধিকার। ২. বিদ্যা ব্যয় করলে কমে না আর সম্পদ ব্যয় করলে কমে যায়। সম্পদকে হেফাজত করতে হয় অথচ বিদ্যা বিদ্বানকে হেফাজত করে। ৪. মানুষ পরলোক গমন করলে সম্পদ পৃথিবীতে থেকে যায় আর বিদ্যা বিপদের বন্ধু হয়ে বিদ্বানের সাথে কবরে চলে যায়। ৫. সম্পদ কান্নার মুমিন সকলেই পায় আর প্রকৃত বিদ্যা কেবল মুমিন ব্যক্তিই পায়। ৬. পৃথিবীর সম্পদশালী সকল মানুষ বিদ্বানের মুখাপেক্ষী, কিন্তু বিদ্যা কোনো সম্পদশালী ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়। ৭. বিদ্যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে আর সম্পদ মানুষকে বিপথগামী হতে সাহায্য করে। ---[আদর্শ নারী, ফেব্রু'১৩]



আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব অনেক। তাহাজ্জুদ নামায যদিও সারা বছরের আমল কিন্তু মাহে রমযানে এর গুরুত্ব আরো বেশি। হাদিছে তাহাজ্জুদ নামায পড়াকে নবি রাসূল ও আল্লাহ ওয়ালাদের প্রিয় রীতি ও আমল কল্য হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়- তাহাজ্জুদ ছাড়া পূর্ণ নেককার হওয়া যায় না। কোরআন হাদিছে তাহাজ্জুদের অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। নিচে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা হলো।

কুরআনে তাহাজ্জুদ নামায:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

“তারা রাতে সামান্যতঃ নিদ্রা যেত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।” তারা রাতে খুব কম ঘুমায়। অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করে এবং রাতের শেষ প্রহরে নিজের ত্রুটি ও গুনাহের কথা স্মরণ করে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, আল্লাহ, যথাযথ হুকুম আদায় করতে পারিনি। দয়া করে ক্ষমা করুন।

মুফতি শফি (রহ.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, “মুমিন পরহেযগারগণ রাতের শেষ প্রহরে গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে।”

---[সূরা যারিয়াত: ১৭ ও ১৮]

হাদিছের আলোকে আয়াতের তাফসির:

“عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ورياسة لمسلم ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر-”

“হযরত আবু হুরাইরা (রাডি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন; যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন আমাদের প্রভু দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন যে, কে আছে যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব? কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?”-বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে- “অতপর তিনি আপন দুই হাত পেতে ফজর হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন যে, কে আছে যে ঋণ দিবে এমন ব্যক্তিকে যে দরিদ্রও নয় অত্যাচারীও নয়?”

ব্যাখ্যা: ইবনে হাজার এবং ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা‘আলার আসমানে অবতরণ করার অর্থ হলো- ১. আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ হওয়া। ২. আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হওয়া। ৩. আল্লাহর ফেরেশতার অবতরণ করা।

“দরিদ্রও নয় অত্যাচারীও নয়”- অর্থাৎ আমি দরিদ্র নই যে, তার ঋণ শোধ করতে পারবো না। এবং অত্যাচারী নই যে, ক্ষমতার দরুণ তার ঋণ শোধ করবো না।

---[বুখারি-খ. ১ পৃ. ১৫৩, মুসলিম- খ. ১ পৃ. ২৫৮]

হাদিছে তাহাজ্জুদ:

“أن رسول الله ﷺ قال : عليكم بقيام الليل فإنه رَأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله، وتكفير للسيئات،

ومنهاة عن الإثم، ومطرودة للداء عن الجسد-”

“রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন; রাতে উঠা ও তাহাজ্জুদ পড়া তোমাদের উপর জবুরী। কেননা ইহা তোমাদের



পূর্ববর্তী নেককারদের অভ্যাস, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, কৃত পাপসমূহের ক্ষতিপূরণ, গুনানের প্রতিবন্ধক এবং শারীরিক অসুস্থতা প্রতিরোধকারী।”

--- [তিরমিযি- খ. ২ পৃ. ১৯৫]

১৯৫]

অপর হাদিছে আছে-

”قال رسول الله ﷺ: أحب الصلوة إلى الله صلوة داؤد وأحب الصيام إلى الله صيام داؤد. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً.”

“রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন; আল্লাহর কাছে প্রিয় নামায হলো দাউদ (আ.) এর নামায আর প্রিয় রোযা হলো দাউদ (আ.) এর রোযা। তিনি প্রথমে অর্ধরাত ঘুমাতেন তারপর এক তৃতীয়াংশ রাত নামাযে কাটাতেন এবং পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন। এভাবে তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রোযা ছাড়তেন।”

---[বুখারি- খ. ১ পৃ. ১৫২]

পূর্ববর্তী নবীগণের তাহাজ্জুদ:

হযরত আনাস (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন; আমি মেরাজের রাতে হযরত মূসা (আ.) এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে দেখি যে, তিনি কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। [বুখারি- খ. ১ পৃ. ১৫২] হযরত দাউদ (আ.) ও তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.) নিজেদের মাঝে রাত ভাগ করে নিয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) সুলাইমান (আ.) কে বলেছিলেন; তুমি প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে আর আমি পড়ব শেষ রাতে অথবা তুমি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে আর আমি পড়বো প্রথম রাতে। তাঁদের রাত কখনো এমনভাবে কাঠতনা যে, পিতা পুত্র একই সময়ে ঘুমিয়েছেন।

---[বড়দের তাহাজ্জুদ-

৩৫]

ছাহাবাগণের তাহাজ্জুদ:

হযরত কা'ব আহবার (রাদি.) বলেন, “তাহাজ্জুদগুজারদেরকে ফেরেশতারা আসমান হতে ঐরূপ দেখতে পায় যে রূপ তোমরা আকাশের তারা দেখতে পাও।”

হযরত শহর বিন হাওশাব (রাদি.) বলেন, “বান্দা যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়ায় তখন সারা জগত আনন্দে ছাপিয়ে যায়। যে স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে স্থান নূরানিত হয়ে যায়। সে ঘরে যত মুসলমান জিন থাকে তারাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। সে কোরআন পড়লে জিনেরা মন দিয়ে শোনে। দোয়া করলে তারা দোয়ার উপর আমিন আমিন বলতে থাকে।”

--- [বড়দের তাহাজ্জুদ-৩৭]

তাবেয়ীদের তাহাজ্জুদ:

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহ.) বলেন, “আমি রাত এলে এই কারণে খুশি হই যে, আল্লাহর সঙ্গে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ। আর দিন হলে এই কারণে খারাপ লাগে যে, এ সময়টা মানুষের সঙ্গে উঠা বসা ও দুনিয়াবি কাজে ব্যয় হয়ে যায়।” [বড়দের তাহাজ্জুদ-৩৭]

হযরত ইয়াহয়া বিন মুআজ (রহ.) বলেন, “অস্তরের চিকিৎসা পাঁচটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। যথা- ১. চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত। ২. পেট খালি থাকা। ৩. রাতে বেশি বেশি নামায পড়া। ৪. শেষ রাতে বিশেষভাবে কান্নাকাটি করা। ৫. নেককার ও বুয়ুর্গদের সঙ্গে থাকা।”

--- [বড়দের তাহাজ্জুদ-৩৭]

তাহাজ্জুদের আরো কিছু ফায়দা:

হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) কে এক ব্যক্তি স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন উত্তরে তিনি বললেন, আমি মা'রিফাত ও হাকিকত সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি তার কিছুই আমার



উপকারে আসেনি। কোন সাহায্যে আসেনি ঐ সমস্ত সূক্ষ ও চিকন কথা বা ইশারা যা আমি বয়ান করেছি। কিন্তু গভীর রাতে যা কিছু নামায পড়তাম আল্লাহ পাক তার উছলায় আমাকে ফমা করেছেন এবং জান্নাত দান করেছেন।

---[বড়দের তাহাজ্জুদ-২৯]

ইবনুল হাজ্জ (রহ.) বলেছেন, রাতে উঠার মধ্যে এমন কয়েকটি ফায়দা রয়েছে যা অন্য আমলে নেই। যথা- ১. গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেমনভাবে ঝড়ো হাওয়া শুকনো পাতাকে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ২. কবর নূরের আলোয় ঝলমল করে। ৩. অলসতা অবসাদ দূর করে। ৪. তাহাজ্জুদগুজার বান্দার চেহারাকে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় করে। ৫. দেহে সতেজতা ও উৎফুল্লতা বৃদ্ধি করে ও শরীর চাঙ্গা রাখে। ৬. পৃথিবীবাসী আসমানের তারাকে যেমন ঝলমল করতে দেখে তেমনি ফেরেশতারা তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর স্থানকে ঝলমল করতে দেখে।”

---[বড়দের তাহাজ্জুদ-৩৯]

দীর্ঘ তাহাজ্জুদ বেহেশতি হরের মোহর:

আযহার বিন মুগিছ (রহ.) বলেন, আমার পিতা অন্ধকার রাতে তাহাজ্জুদগুজারদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাদেরকে তার দেখা একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এক রাতে স্বপ্নে একজন সুন্দরী নারী দেখি। দুনিয়ার কোন নারী তার সঙ্গে তুলনা হয় না। তখন তার আর আমার মাঝে কথাবার্তা হলো-

আমি: من أنت؟ (তুমি কে?)

সুন্দরী নারী: حوراء أمة الله. ('আমি আল্লাহর বাদী জান্নাতি হর।')

আমি: زوجني نفسك. ('তোমাকে আমার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দাও।')

সুন্দরী নারী: اخطبني إلى سيدي وامهري. ('আমার মালিকের কাছে প্রস্তাব দাও এবং আমার মোহর প্রদান কর।')

আমি: ما مهرک؟ ('তোমার মোহর কী?')

সুন্দরী নারী: طول التهجد. ('লম্বা তাহাজ্জুদ নামায।')

---[বড়দের তাহাজ্জুদ-১৯১]

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব বুঝে আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ টেকনাফী

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণির লোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না

১. বলৎকার বা পুরুষে পুরুষে কিংবা নারীতে নারীতে সঙ্গমকারী। যে করে এবং যাকে করে এতদোভয়। ২. হস্ত মৈথুনকারী। ৩. পশুর সাথে সঙ্গমকারী। ৪. স্ত্রীলোকের পায়খানার রাস্তা দিয়ে সঙ্গমকারী। ৫. মা-মেয়েকে নিজ স্ত্রী রূপে ব্যবহারকারী। ৬. প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনাকারী। ৭. প্রতিবেশীকে দুঃখ কষ্ট দানকারী।

---[তাবীহুল গাফিলিন-১/৮৮]

জান্নাতের সাতটি বৈশিষ্ট্য: ১. জান্নাত হবে জ্যোতির্ময় নূর। ২. পরিবেশ হবে মনোমুগ্ধকর খোশবু বিশিষ্ট। ৩. সুদৃঢ় বালাখানা। ৪. প্রবাহমান নদী ও পরিপক্ক ফলের প্রাচুর্য। ৫. রূপসী সুন্দরী সঙ্গিনী ও অজস্র পরিচ্ছেদের সমাহার। ৬. উঁচু ও নিরাপদ নিকেতন। ৭. জান্নাত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিরন্তন ঠিকানা।

---[ইবনে হিব্বান, হাদিছ নং-৭৩৮]

জান্নাতে জান্নাতিদের সাতটি নেয়ামত: ১. জান্নাতে আছে কাঁটাহীন কুলবৃক্ষ। ২. কাঁদি ভরা কলা গাছ। ৩. সম্প্রসারিত ছায়া। ৪. সদা প্রবাহমান পানি। ৫. প্রচুর ফলমূল যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না। ৬. সমুন্নত শয্যাসমূহ। ৭. জান্নাতি হরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ রূপে। তাদেরকে করা হয়েছে কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।

---[সূরা ওয়াক্বিয়া-২৮-৩৭]



হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জীবন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

জন্মের পর	মাক্কী জীবন: নবুয়াতপূর্ব চল্লিশ বছর
১ম বছর ৫৭১ খ্রী.	পিতা আব্দুল্লাহ এর ইন্তেকাল, আসহাবে ফিল/ হস্তিবাহিনীর ঘটনা, নবিজীর জন্ম, দুধ মা হালিমার সাথে বনু সা'দ গোত্রে গমন।
৩য় বছর ৫৭৩ খ্রী.	দুধ পান শেষে মা আমিনার কোলে ফেরা, পুনরায় বনু সা'দ গোত্রে গমন।
৪র্থ বছর ৫৭৪ খ্রী.	১ম বক্ষ বিদারণ, মা আমিনার কাছে প্রত্যাবর্তন।
৬ষ্ঠ বছর ৫৭৭ খ্রী.	বাবার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইয়াছরিব (মদিনায়) গমন, মা আমিনার ইন্তেকাল, দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দায়িত্বভার গ্রহণ।
৮ম বছর ৫৭৯ খ্রী.	দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল, চাচা আবু তালিবের দায়িত্বভার গ্রহণ।
১২শ বছর ৫৮৩ খ্রী.	চাচার সাথে ব্যবসায়িক সফরে শাম (সিরিয়া) গমন, পাত্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাত ও তার অভিষেক।
১৬শ-২০শ বছর ৫৮৬-৯০ খ্রী.	'হিলফুল ফুযুল' নামক সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করণ।
২৫তম বছর ৫৯৬ খ্রী.	খাদীজা রা. এর ব্যবসায়িক সফরে শাম গমন, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে নবিজীকে খাদীজা রা. এর প্রস্তাবদান এবং বিবাহকার্য সম্পাদন।
২৮তম বছর ৫৯৮ খ্রী.	হযরত কাসেম রা. এর জন্মগ্রহণ।
৩০তম বছর ৬০০ খ্রী.	বড় কন্যা যায়নাব রা. এর জন্মগ্রহণ, নবিপুত্র কাসেম রা. এর ইন্তেকাল।
৩৩তম বছর ৬০৩ খ্রী.	নবুয়াতের পূর্বাভাস স্বরূপ বিশেষ নূরের অবলোকনে, রুকাইয়া রা. এর জন্মগ্রহণ।
৩৫তম-৪০তম বছর ৬০৫-৬০৯ খ্রী.	কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ, নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন, হেরা গুহায় আরাধনা, 'ক'য়ায়ে সাদেক্বাহ' তথা সত্য-স্বপ্ন দর্শনের সূচনা।
নবুয়াতের পর	মাক্কী জীবন: হিজরতেরপূর্ব তের বছর
১ম বছর ৬১০ খ্রী.	নবুয়াত লাভ, হযরত খাদীজা, আবু বকর ও আলি রা. প্রমুখ ছাহাবায়ে কেলাম এর ইসলাম গ্রহণ, ওয়ারাকার সান্তনা ও ভবিষ্যত বাণী, ফাতেমা রা. এর জন্মগ্রহণ।
৩য় বছর ৬১২ খ্রী.	প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ, সাফা পর্বতে ঐতিহাসিক খুৎবা প্রদান, মুশরিকদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা।
৫ম বছর ৬১৪ খ্রী.	কাফেরদের অত্যাচার বৃদ্ধি, হাবশার প্রথম হিজরত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যবানে 'সুরা নাজম' তেলাওয়াত শুনে কাফেরদের সেজদায় লুটিয়ে পড়া।
৬ষ্ঠ বছর ৬১৪-'১৫ খ্রী.	হযরত হামযা ও উমর ফারুক রা. এর ইসলাম গ্রহণ।
৭ম বছর ৬১৫ খ্রী.	শি'আবে আবি তালিবে অবরোধ অবস্থায় তিন বছর অবস্থান, হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত।
১০ম বছর ৬১৮ খ্রী.	আমুল হযন বা দুঃখের বছর, বিভীষিকাময় অবরোধের সমাপ্তি, সরদার আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তেকাল, তায়েফ গমন, হযরত সাওদা রা. এর সাথে বিবাহ।
১১শ বছর ৬১৯ খ্রী.	মিনায় মদিনার ছয় সোভাগ্যবান ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ, মদিনায় ইসলামের যাত্রা শুরু, হযরত আয়েশা রা. এর সাথে বিবাহ।
১২শ বছর ৬২০ খ্রী.	আকাবায় উলা তথা আকাবা নামক স্থানে প্রথমবার বাইআত গ্রহণ, মুস'আব বিন উমায়ের রা. কে শিক্ষক হিসাবে মদিনায় প্রেরণ, দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণ।
১৩শ বছর ৬২১ খ্রী.	আকাবার দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ, মদিনার ৭৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলার ইসলাম গ্রহণ এবং সাহায্যের অঙ্গীকার প্রদান, 'দারুন নদওয়া'য় কুরাইশ মুশরিক নেতৃবৃন্দের বৈঠক, নবিজীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র, মক্কা মুকাররমকে 'আল বিদা' জানিয়ে হিজরতের জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা।



হিজরতের পর	মাদানী জীবন
১ম হিজরি ৬২২-৬২৩ খ্রী.	মসজিদে কুবায়ে ১ম জুমার নামায আদায়, মদিনায় প্রবেশ, হযরত আবু আইয়ুব আনছারি রা. এর বাড়িকে আবাসনরূপে গ্রহণ, মসজিদে নবত্বির নির্মাণ, আনছার-মুহাজির শ্রীচরিত্রবন্ধন স্থাপন, ইহুদীদের সাথে চুক্তি, মদিনা সনদ প্রবর্তন, নববধু হিসেবে হযরত আয়েশা রা. এর আগমন।
২য় হিজরি ৬২৩-৬২৪ খ্রী.	সালমান ফারসি রা. এর ইসলাম গ্রহণ, ক্বিবলা পরিবর্তন, মুসলমানদের উপর কফরার কুরাইশের প্রথম আক্রমণ, বদর যুদ্ধ, কক্কাইয়া বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল, হাফসা বিনতে উমর রা. রাসূল স. এর সাথে বিবাহ।
৩য় হিজরি ৬২৪-৬২৫ খ্রী.	হযরত হাছান রা. এর জন্ম, উহুদ যুদ্ধ, হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. এর সাথে বিবাহ, যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. এর ইন্তেকাল।
৪র্থ হিজরি ৬২৫-৬২৬ খ্রী.	রজী' ও বি'রে মা'উনার ঘটনা (রজী'তে দশজন এবং বি'রে মা'উনার সত্তরজন বড় বড় ছাহাবী শহিদ হন) নবীজীর নতি আদুলাহ ইবনে উসমান রা. এর ইন্তেকাল, হযরত হুসাইন রা. এর জন্মগ্রহণ, হযরত উম্মে সালমা রা. এর সাথে বিবাহ।
৫ম হিজরি ৬২৬-৬২৭ খ্রী.	খন্দক যুদ্ধ, বনু কুরাইয়াকে মূলোৎপাটন, আয়েশা রা. এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ, হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ ও জুওয়াইরিয়াহ রা. এর সাথে বিবাহ, হযরত সা'দ বিন মু'আয রা. এর ইন্তেকাল।
৬ষ্ঠ হিজরি ৬২৭-৬২৮ খ্রী.	বায়'আতে রিহওয়ান, হুদায়বিয়ার সন্ধি, রাজা বাদশাহদের নামে পত্র প্রেরণ, উম্মে হাবিবা রা. এর সাথে বিবাহ।
৭ম হিজরি ৬২৮-৬২৯ খ্রী.	খায়বার যুদ্ধ, নবীজীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যার পায়তারা, উমরাতুল ক্বাযা আদায়, ছাকিয়া ও মায়মূনা রা. এর সাথে বিবাহ।
৮ম হিজরি ৬২৯-৬৩০ খ্রী.	মুতা যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, তায়েফ অবরোধ ও বিজয়, হুনাইন যুদ্ধ, যায়নাব বিনতে মুহাম্মদ স. এর ইন্তেকাল, আমর ইবনুল আস ও উসমান বিন আবু তালহা রা. এর ইসলাম গ্রহণ।
৯ম হিজরি ৬৩০-৬৩১ খ্রী.	'আমুল উফুদ' বা বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আগমনের বছর, হযরত আবু বকর রা. এর নেতৃত্বে প্রথম হজ্জ আদায়, তবুক যুদ্ধ, নবিকন্যা উম্মে কুলছুম রা., বাদশাহ নাছাশী ও মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই'র ইন্তেকাল।
১০ম হিজরি ৬৩২ খ্রী.	হযরত মুআয রা. কে ইয়ামান প্রেরণ, বিদায় হজ্জ- নবি স. এর জীবনের একমাত্র ও শেষ হজ্জ, বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক আখেরি ভাষণ- বিদায় হজ্জের ভাষণ, নবিপুর ইবরাহিম রা. এর ইন্তেকাল।
১১শ হিজরি ৬৩২ খ্রী.	২৯ ছফর ২৭ মে অসুস্থতা আরম্ভ, উসামা রা. এর নেতৃত্বে অভিযান তথা নবি স. এর জীবনের শেষ সারিয়াহ বা যুদ্ধাভিযান প্রেরণ, সোমবার ১২ রবিউল আওয়াল ২৮ জুন চাশতের সময় (পূর্বাহ্নে) ওয়াফাত, ১৪ রবিউল আওয়াল বুধবার রাতে হযরত আয়েশা রা. এর হজরা মুরাকে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

শরিআতের গুরুত্বপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবতি জিন্দেগি

নবুয়্যাতের ১ম বছর	পবিত্রতা ও অযুর বিধান
নবুয়্যাতের ৫ম বছর	আযান প্রবর্তন, মতান্তরে ২য় হিজরি, জুম'আ ও ইদের নামাযের বিধান, জোহর আছর ও এশার নামায দুই রাকাত বৃদ্ধি করণ।
হিজরি ১ম বছর	ফরজ পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের বিধান, মতান্তরে ৯ম/১০ম/১১শ বছরে।
হিজরি ২য় বছর	ক্বিবলা পরিবর্তন (বাইতুল মাকদিস থেকে কা'বার দিকে), জিহাদের বিধান, সাদকাতুল ফিতর ও রমায়ানের রোজার বিধান, আন্তরার রোজা মুস্তাহাব হওয়ার বিধান।
হিজরি ৩য় বছর	মিরাজের বিধান (আত্মীয়তার ভিত্তিতে), মদ হারাম হওয়ার বিধান (অন্য বর্ণনামতে ৪র্থ/ ৫ম হিজরি)।
হিজরি ৫ম বছর	পর্দার বিধান, পালক সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করার বৈধতার বিধান, যিনার হদ্দ, হদ্দে কুযফ (অপবাদের শাস্তি), লি'আনের বিধান, যিহারের কাফফারা নির্ধারণ, তায়াম্মুমের বিধান, সালাতুল খাউফের বিধান (মতান্তরে ৬ষ্ঠ হিজরিতে)।
হিজরি ৬ষ্ঠ বছর	চুরি ডাকাতির শাস্তির বিধান।
হিজরি ৭ম বছর	সুদতিক্ত বস্তুতে একই জাতীয় বস্তু বিক্রির নিষেধাজ্ঞা, বাদির সাথে ইস্তেবরা'র বিধান, মুত'আ বিবাহের নিষেধাজ্ঞা, পালিত গাধা ও হিংস্র পশু পাখি খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা, তাওয়াফে রমল করার বিধান।
হিজরি ৮ম বছর	সূদের বিস্তারিত হুকুম (অন্য বর্ণনামতে ৯ম হিজরিতে), এক অযু দিয়ে একাধিক নামায আদায়ের অনুমতি প্রদান।
হিজরি ৯ম বছর	হজ্জের বিধান, যাকাত ও খেরাজের বিধান, ইলা ও তাখয়ীর (স্ত্রীকে তালাকের ইচ্ছাধিকার দেওয়া) এর বিধান, কাপড় পরিহিত হয়ে তাওয়াফের আবশ্যিকতা বিধান।
হিজরি ১০ম বছর	মিরাজ প্রাপ্তিতে কালালা বোনের অধিকার প্রদান।



ক্ষমা আলোকিত মানুষের গুণ

শান্তি ও সফলতার জীবন লাভে যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য গভীর প্রভাবক হয়ে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্ষমা ও সহনশীলতা। অন্যের অপরাধ ক্ষমা করতে পারা এবং অপ্রীতিকর বিষয়সমূহ উপেক্ষা করতে পারা। আরবি ভাষায় যাকে বলে - 'العفو' - 'العفو والصفح' অর্থ অন্যায়ের প্রতিশোধ না নেয়া আর 'الصفح' অর্থ অন্যায়কে উপেক্ষা করা। যেন দেখেও না দেখা, শুনেও না শোনা, বুঝেও না বোঝা। আরবি ভাষায় 'الصفح' এর সাথে যখন 'الجميل' বিশেষণটি যুক্ত হয় তখন এর মর্ম দাঁড়ায় সুন্দর উপেক্ষা। তত্ত্ববিদগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন, কারো অন্যায়-অপ্রীতিকর আচরণ এমনভাবে উপেক্ষা করা যে, কষ্ট বা বিরক্তিরও প্রকাশ না ঘটে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তো অন্যায় অপরাধ উপেক্ষা করতে থাকা উচিত নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে উচিত, তাতে তো সন্দেহ নেই। এখানে সেই অনেক ক্ষেত্রের কথাই বলা হচ্ছে। কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কাম্যতা নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন প্রযোজ্য ক্ষেত্রের শর্তটি সাধারণভাবেই মালুম থাকে। যাই হোক, আমাদের জীবনের বহু ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের চর্চা আমাদের করতে হয়।

কুরআন মাজিদে এই গুণ অর্জনে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ﴾ "আর যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয়ই তা অতি কাম্য, যার পুরস্কার অনেক বড়।" আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে উচ্চাভিলাষী মুমিনের জন্য তা অতি আবশ্যিক।

অন্যায়কে উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করার যে ফযিলত কুরআন মাজিদ থেকে পাওয়া যায় তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা। যে অন্যকে ক্ষমা করে, অন্যের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করেন ও তার দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করেন। আরবি ভাষায় একটি কথা আছে-

"الجزاء من جنس العمل" "যে প্রকারের কর্ম ঐ প্রকারের পুরস্কার।" বাংলা ভাষার প্রবাদ আছে- "যেমন কর্ম তেমন ফল।" নীতিটি এরকম যে, তুমি যদি ক্ষমা পেতে চাও তাহলে তুমিও অন্যকে ক্ষমা কর, দয়া পেতে চাইলে অন্যের উপর দয়া কর। কুরআন সুন্নাহর অনেক বাণীতে এই নীতির অনুকরণ পাওয়া যায়।

ক্ষমাশীল মানুষ আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভ করে থাকেন। সূরা আলে ইমরানে মুস্তাকি মুমিনের (যাদের জন্য চিরশান্তির জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে) বিশেষ কিছু গুণের উল্লেখ আছে। তার একটি হচ্ছে-﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ "আল্লাহ মুহসিনদের ভালবাসেন।" অর্থাৎ ক্ষমাকারী হচ্ছে মুহসিন আর মুহসিনরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র।

মুহসিন মানে- যার কর্ম সুন্দর, জীবন সুন্দর। জীবন ও কর্মে যে মানুষটি সৌন্দর্যের অধিকারী সে আল্লাহর প্রিয়। দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জনকারী।

ক্ষমার সৌন্দর্য সব ভাষায় স্বীকৃত। আমাদের ভাষায় আমরা বলি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি। এই সৌন্দর্য আল্লাহর কাছে প্রিয়। এই সৌন্দর্যের দ্বারা আমাদের পার্থিব জীবনও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। প্রীতি ও সন্তোষের শিক্ষা আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে।

কুরআন মাজিদ সুন্দর অসুন্দরের মাঝে কী পরিষ্কার পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

﴿لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ "সুন্দর আর অসুন্দর তো এক সমান নয়।"

এর পরে বলা হয়েছে-﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ "তুমি প্রতিহত কর ঐ পছন্দীয় যা বেশি সুন্দর।" মানুষের ভুল ত্রুটি, অন্যায় অপ্রীতিকর আচরণ কোন উপায়ে প্রতিহত করবে? অপেক্ষাকৃত সুন্দর



উপায়ে। অশোভন কথার জবাবে শোভন কথা, অপ্রীতিকর আচরণের জবাবে প্রীতিকর আচরণ, ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করে মৃদু হেসে মন জয় করার চেয়ে সুন্দর বস্তু আর কী হতে পারে! কুরআন আমাদের ঐ ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে, যার মাধ্যমে সুন্দর আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়।

কর্ম ও আচরণের এই সুন্দর নীতির ফল কী হবে পরের বাক্যে কুরআনে কারীম বলা হচ্ছে-

﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

“ঐ নীতির অভাবিতপূর্ব যে ফল তুমি দেখতে পাবে তা হচ্ছে, যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে তোমার উষ্ণ বন্ধুতে পরিণত হবে।”

এই বন্ধুত্ব আজ কোথায় না প্রয়োজন! স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রয়োজন, বাবা ও সন্তানের মধ্যে প্রয়োজন, ভাই ভাইয়ের মধ্যে প্রয়োজন, কর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে প্রয়োজন, পাড়া পড়শির মধ্যে প্রয়োজন। এক কথায় সমস্ত মুসলিমের মধ্যে প্রয়োজন। প্রীতি ও বন্ধুত্বের এই সর্বপ্রাণী প্রয়োজন পূরণের উপায় আর কিছু নয়, নিজ নিজ কর্ম ও স্বভাবকে দুরন্ত করা। ক্ষমা ও সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করা। ছাড় দেয়ার ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করা।

এই বৈশিষ্ট্যের ধর্ম হচ্ছে এটি অতি সংক্রামক। জনে জনে তা সংক্রমিত হয়। একের সহনশীলতা অন্যকেও সহনশীল হতে সাহায্য করে। একের ভদ্রতা অন্যকেও ভদ্র করে তোলে। ধীরে ধীরে এর ফল প্রকাশিত হতে থাকে।

মুমিনের পক্ষে তো এই চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া খুব সহজ। কারণ মুমিনের প্রথম দৃষ্টি থাকে নিজের দিকে, নিজের মুক্তি ও নাজাতের দিকে, আখিরাতের প্রাপ্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। আর এই সব বিষয় নির্ভর করে আমরা আমাদের করণীয় কতটুকু পালন করলাম, তার উপর। অন্যের মধ্যে এর সুফল কতটুকু হলো- এর উপর নয়। কাজেই অপরের প্রতিক্রিয়া থেকে চোখ সরিয়ে যদি নিজের আখিরাতের দিকে নজর দিতে পারি, আখিরাতের পাথেয় হিসেবে ক্ষমা ও ভুল ত্রুটি উপেক্ষার বিষয়টি চর্চা করতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আখিরাতের সাফল্য তো আসবেই, দুনিয়ার জীবনেও শান্তি নেমে আসবে।

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মুচকি হেসে মোকাবেলা করা

অপরের ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে। দাম্পত্য জীবনে ও সামাজিক জীবনে বন্ধুদের পক্ষ হতে ও শত্রুদের পক্ষ হতে অবাস্তিত, অপ্রীতিকর অসংখ্য বিষয়ের তিনি মুখোমুখি হয়েছেন। এই সব বিষয় তিনি মোকাবেলা করেছেন অপরিসীম প্রজ্ঞা ও সহনশীলতার দ্বারা।

সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে-

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

“আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি বিনম্র থেকেছেন। আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর মনের হতেন তাহলে এরা সকলে আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত। সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন, তাদের মাগফিরাতের জন্য দু’আ করুন এবং (বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে) তাদের পরামর্শ নিতে থাকুন। এরপর যখন আপনি কৃতসংকল্প হন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ভরসাকারীদের ভালবাসেন। [সূরা আলে ইমরান-১৫৯] এই আয়াতের প্রেক্ষাপট মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, কেমন সহনশীল ছিলেন আমাদের নবি মুহাম্মদ (স.)। আল্লাহ তা’আলা উক্ত আয়াতে নবি (স.)’র কোমলতা ও সহনশীলতাকে আল্লাহ প্রদত্ত রহমত বলে বিশেষায়িত করেছেন এবং ছাড়াবায়ের কেরামের ভুল ত্রুটিকে উপেক্ষা করার ও তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করার আদেশ দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা তাঁদের পক্ষে ইস্তিগফারের আদেশ করেছেন। কাকে



আদেশ করেছেন? পেয়ারা নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কে। চিন্তাশীল মুমিন এখান থেকেই বুঝে নিতে পারেন, সাহাবায়ে কেরামের মাকাম ও মর্যাদা।

সমষ্টিগত জীবনে পরস্পরের ভুল ত্রুটি নশ্ততা ও সহনশীলতার সাথে গ্রহণের সুফল সম্পর্কেও আয়াতে ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, “আপনি যদি কঠোর মনের হতেন তাহলে ওরা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।” বুঝা যাচ্ছে যে, চার পাশের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোমল মনের, নশ্চ আচরণের ও ভুল ত্রুটি উপেক্ষার অনেক প্রভাব রয়েছে। আমাদের পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই মূলনীতি মনে রাখা আবশ্যিক। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক, সহকর্মী ও বন্ধু বান্ধবের সাথে সম্পর্ক, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সব ক্ষেত্রেই নম্রতা, কোমলতা ও ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারার অনেক দেখা যায়।

সারকথা হচ্ছে, কুরআন সুনাইয় যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের আদেশ আমাদের করা হয়েছে, আমরা যদি সমর্পিতচিত্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা অবলম্বন করি তাহলে আমার আখিরাত যেমন সুন্দর হবে দুনিয়ার জীবনও সুন্দর হবে। সচ্চরিত্রের বিভায়ে আমাদের চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আরমা হবো আলোকিত মানুষ। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন॥

আলি আহমদ তক্কী

জাহান্নামীদের সাত ধরনের খাবার

১. হামীম- এটি হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে ফুটানো গরম পানি। [সূরা মুহাম্মদ-১৫] ২. গাসসাফ- এটি হচ্ছে অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি, যা অধিক ঠান্ডা হওয়ার কারণে পান করা যায় না। [সূরা সাদ-৫৭] ৩. সদীদ। জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে কাফেরের শরীরের ছামড়া মাংশ থেকে যা কিছু বিগলিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে তাই সদীদ। [সূরা ইবরাহিম-১৬, ১৭] ৪. গাদ'র ন্যায় পানি। তেল ও শরবতের মতো তরল বস্তুর নিচে গাদ জমে। জাহান্নামীদেরকে যে পানি পান করতে দেওয়া হবে তা যাইতুন তেলের গাদের মতো দেখা যাবে। [সূরা কাহাফ-২৯] ৫. দরী'। এক ধরনের কাঁটা, বিশ্বাদ ও ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণে জীব জন্তুরাও খায় না। এ দরী' জাহান্নামীদের খাবার হবে। [সূরা গাসিয়া-] ৬. গিসলিন। জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত, পানি ও পুঁজের সমষ্টি হচ্ছে গিসলিন। এটি জাহান্নামীদের আহার হিসেবে দেওয়া হবে। [সূরা হাক্কাহ- ৩৫-৩৭] ৭. যাক্কুম। এক প্রকার খবিছ গাছের ফল। যা জাহান্নামের গভীরে উৎপন্ন হবে। এ ফল অত্যন্ত বিরক্তকর। জাহান্নামীরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও এই ফল তাদের গিলতে হবে। এটাও এক প্রকার আযাব। [সূরা দুখান-৪৩-৫০]



ওয়াহি লিখক ছাহাবি

যে সকল সাহাবি নবিজির নির্দেশে কুরআনের আয়াত লিখে রাখতেন

- | | |
|--|---|
| ১ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা. | ২ হযরত ওমর ফারুক রা. |
| ৩ হযরত ওসমান বিন আফফান রা. | ৪ হযরত আলি বিন আবি তালিব রা. |
| ৫ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. | ৬ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ রা. |
| ৭ হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রা. | ৮ হযরত যুযায়ের ইবনে আওয়াম রা. |
| ৯. হযরত আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রা. | ১০ হযরত হানযালা রা. |
| ১১ হযরত মু'আইকিব বিন আবু ফাতেমা রা. | ১২ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আকরাম রা. |
| ১৩ হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রা. | ১৪ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ রা. |
| ১৫ হযরত আমের রা. | ১৬ হযরত আমর ইবনুল আস রা. |
| ১৭ হযরত সাবেত ইবনে কায়স রা. | ১৮ হযরত মুগিরা রা. |
| ১৯ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. | ২০ হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. |
| ২১ হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবেত রা. উলূমুল কোরআন, পৃ. ১৮৯ | |

১০ জন প্রসিদ্ধ মুফাচ্ছির ছাহাবি

যে সকল সাহাবি কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ০১. হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা. | ০২. হযরত ওমর ফারুক রা. |
| ০৩. হযরত ওসমান বিন আফফান রা. | ০৪. হযরত আলি বিন আবি তালিব রা. |
| ০৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ রা. | ০৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. |
| ০৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. | ০৮. হযরত য়ায়েদ ইবনে ছাবেত রা. |
| ০৯. হযরত আবু মূসা আল আশআরি রা. | ১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. |

আশরায়ে মুবাশশারা

একই মজলিসে রাসূল (স.) এর মুখে যারা জান্নাতের সু-সংবাদ পেয়েছেন

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ০১. হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা. | ০২. হযরত ওমর ফারুক রা. |
| ০৩. হযরত ওসমান বিন আফফান রা. | ০৪. হযরত আলি বিন আবি তালিব রা. |
| ০৫. হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. | ০৬. হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রা. |
| ০৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. | ০৮. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. |
| ০৯. হযরত সাঈদ ইবনে য়ায়েদ রা. | ১০. হযরত উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. |

এছাড়া বিভিন্ন হাদিছে বর্ণিত মতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন

- | | |
|--|--|
| ০১. হযরত ফাতিমা রা. [জান্নাতি নারীদের নেত্রী] | ০২. হযরত হাসান রা. |
| ০৩. হযরত হোছাইন রা. [উভয়ে জান্নাতের যুবকদের নেতা] | ০৪. হযরত বেলাল রা. [নবি (স.) এর বাহনের চালক] |



আল-হাজান
২০২০

কতিপয় মুফতি ছাহাবি

যে সকল ছাহাবি হাদিছের ব্যাখ্যা ও মাসআলার সমাধানের ক্ষেত্রে
বিশেষযোগ্যতার অধিকারী ছিলেন

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ০১. হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা. | ০২. হযরত ওমর ফারুক রা. |
| ০৩. হযরত ওসমান বিন আফফান রা. | ০৪. হযরত আলি বিন আবু তালিব রা. |
| ০৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ রা. | ০৬. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. |
| ০৭. হযরত মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল রা. | ০৮. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজ্জির রা. |
| ০৯. হযরত যাসেদ ইবনে ছাবেত রা. | ১০. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. |
| ১১. হযরত সালমান ফারসি রা. | ১২. হযরত হুযাইফা রা. |
| ১৩. হযরত আবু দারাদা রা. | ১৪. হযরত আবু মুসা আল আশআরি রা.। |

দারুল উলুম দেওবন্দের উসূলে হাশতেগানা বা ৮টি মূলনীতি

- ১। চাঁদা গ্রহণের মাধ্যমে জরুরত পূরণ করা।
- ২। মুখলিছ ব্যক্তিদের থেকে চাঁদা গ্রহণ করা।
- ৩। স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা না করা বরং আদ্বাহর উপর তাওয়াক্কুলের পথ এখতিয়ার করা।
- ৪। কল্যাণকামী ও মুখলিছ সদস্যদের মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা।
- ৫। আসাতিয়ায়ে কেরাম একই মতাদর্শের হওয়া।
- ৬। ছাত্রদের জন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে খোরাকির ব্যবস্থা করা।
- ৭। নির্ধারিত নেসাব শেষ করা।
- ৮। সরকারি অনুদান গ্রহণ না করা।

কিয়ামতের দিন আদ্বাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আপন রহমতের ছায়ার নীচে স্থান দিবেন

১. ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ। ২. সে যুবক যে যৌবনে আদ্বাহ তা'আলার ইবাদত করে। ৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লেগে থাকে। ৪. এমন দুই ব্যক্তি যারা মহান আদ্বাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর মুহাক্কাত রাখে। এর ভিত্তিতে তারা মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলে দেয় যে, আমি আদ্বাহকে ভয় করি। ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে হুদকা করে যে, তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী খরচ করলো। ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আদ্বাহ তা'আলার যিকির করে আর অশ্রু প্রবাহিত করে।

---[সহিহ বুখারি, হা. নং-১৪২৩]



এক নজরে উম্মাহাতুল মুমিনীন

ক্রমিক	নাম	বিয়ের সময় কাল	বিয়ের সময় বয়স	নবি (স.) এর বয়স	সংসার জীবন	ইশ্লেহকাল	মোট বয়স	দাফন	বৈশিষ্ট্য
০১	হ. খাদিজাতুল কোবরা রা.	জন্মের ২৫তম বছরে	৪০ বছর	২৫ বছর	প্রায় ২৫ বছর	নবুয়্যাতের ১০ম বছর	৬৫ বছর	মক্কা মুকাররমায়	২ পুত্র, ৪ কন্যা
০২	হযরত সাওদা রা.	নবুয়্যাতের ১০ম বছর	৫০ বছর	৫০ বছর	১৪ বছর	১৯ হিজরি	৭২ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	৫ টি হাদিছ
০৩	হযরত আয়েশা খিনিকা রা.	নবুয়্যাতের ১১তম বছর বিবাহ, ১ম হি. বাসর ঘাপন	৯ বছর	৫৪ বছর	৯ বছর	৫৭ হিজরি ১৭ রমাজান	৬৩ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	২২১০টি হাদিছ
০৪	হযরত হাফসা রা.	২য় হিজরি শা'বান মাস	২৩ বছর	৫৫ বছর	৮ বছর	১১ হিজরি জুমাদাল উলা	৫৯ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	৬০টি হাদিছ
০৫	হ. যয়নাব বিনতে পুঘাইমা রা.	৩য় হিজরি	৩০ বছর অনুমানিক	৫৫ বছর	৩ মাস	৩ হিজরি	৩০ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	
০৬	হযরত উম্মে সালামা রা.	৪র্থ হিজরি	২৪ বছর	৫৬ বছর	৭ বছর	৬০ হিজরি	৮০ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	৩৭৮টি হাদিছ
০৭	হ. যয়নাব বিনতে জাহাশ রা.	৫ম হিজরি	৩৬ বছর	৫৭ বছর	৬ বছর	২০ হিজরি	৫১ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	১১টি হাদিছ
০৮	হ. জুওয়াইরিয়া রা.	৫ম হিজরি শা'বান	২০ বছর	৫৭ বছর	৬ বছর	৫৬ হি. রবিউল আওয়াল	৭১ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	৭টি হাদিছ
০৯	হযরত উম্মে হাবিবা রা.	৬ষ্ঠ হিজরি	৩৬ বছর	৫৮ বছর	৬ বছর	৪৪ হিজরি	৭২ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	৬৫টি হাদিছ
১০	হযরত হাফিয়া রা.	৭ম হিজরি জুমাদাল উখরা	১৭ বছর	৫৯ বছর	৩ বছর ৯ মাস	৫০ হিজরি রমাজান	৫০ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	১০টি হাদিছ
১১	হযরত মায়মূনা রা.	৭ম হিজরি ফিলকা'দাহ	৩৬ বছর	৫৯ বছর	৩ বছর ৪ মাস	৫১ হিজরি	৮০ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারায়	৭৬টি হাদিছ

ইতিহাসের পাতায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান সন্ততি

ক্র:নং	নাম	জন্ম	মৃত্যু	বয়স	দাফন
০১.	হযরত কাসেম রা.	নবিজীর ২৮ তম বছর	নবিজীর ৩০ বছর	২ বছর	মক্কা মুকাররমাহ
০২.	হযরত আব্দুল্লাহ (তায়্যিব/তাহির)	নবুয়্যাতের পূর্বে	নবুয়্যাতের পূর্বে	১ বছর কয়েক মাস	মক্কা মুকাররমাহ
০৩.	হযরত ইবরাহিম রা. (মারিয়া রা. এর গর্ভে)	যিলহজ্জ ৮ম হি.	১০ রবিউল আওয়াল ১০ম হি.	১৬ মাস	মাদিনা মুনাওয়ারাহ
০৪.	হযরত যয়নাব রা.	নবিজীর ৩০ তম বছর	৮ম হি.	৩৩ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারাহ
০৫.	হযরত রুকাইয়া রা.	নবিজীর ৩৩ তম বছর	২০ রমায়ান ২য় হি.	২২ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারাহ
০৬.	হযরত উম্মে কুলছুম রা.	নবিজীর ৩৬ তম বছর	৬ শা'বান ৯ম হি.	২৫ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারাহ
০৭.	হযরত ফাতেমা যাহারা রা.	নবুয়্যাতের ১ম বছর	৩ রমায়ান ১১শ হি.	২৩ বছর	মাদিনা মুনাওয়ারাহ



আল-হাজ্জাহ
১৪৪০

কাফফার প্রকারভেদ ও তার পরিমাণ

কাফফারা চার প্রকার। যথা- ১. কুতলের কাফফারা (হত্যার ক্ষতিপূরণ), ২. যিহারের কাফফারা (স্ত্রীকে মুহরামাতের সাদৃশ্যতা দেওয়ার ক্ষতিপূরণ), ৩. রোযার কাফফারা (রোযা ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ), ৪. কুসমের কাফফারা (শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ)।

১. কুতলের কাফফারা হলো- ক. একজন মুসলমান গোলাম বা বাদি আযাদ করা। খ. তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে লাগাতার ৬০টি রোযা রাখা। [ফতওয়ায়ে শামি- ৬/৫৮৪, হিদায়া- ৪/৫৮৪]

২. যিহারের কাফফারা হলো- ক. একজন গোলাম আযাদ করা। খ. তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে লাগাতার ৬০টি রোযা রাখা। গ. এতেও অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করানো। [সূরয়ে মুজাদালা- ৩, ৪, বাদায়েউস সানায়ে'- ৩/৩৭৩] উল্লেখ্য যে, আহার করানোর পরিবর্তে ৬০জন মিসকিনকে জনপ্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে ১৬৩৬ গ্রাম।

৩. রোযার কাফফারা হলো- ক. একজন গোলাম আযাদ করা। খ. তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে লাগাতার ৬০টি রোযা রাখা। গ. এতেও অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে তৃপ্তিসহকারে দু'বেলা আহার করানো। [শামি- ২/৪১২]

৪. কুসমের কাফফারা হলো- ক. দশজন মিসকিনকে তৃপ্তি সহকারে দু'বেলা খানা খাওয়ানো। খ. অথবা প্রত্যেককে এক জোড়া করে কাপড় দান করা। গ. একটি গোলাম আযাদ করা। ঘ. এ তিনটি কোনটিরও সামর্থ্য না থাকলে এক নাগাড়ে তিনটি রোযা রাখতে হবে। [আল বাহরুর রায়েকু- ৪/৩৩২]

বর্তমান যাকাতের হিসাব

স্বর্ণের যাকাত

আমরা জানি,

১ মিছকাল/ দীনার = ৪.২৫ গ্রাম

১১.৩৩৩ গ্রাম = ১ ভরি/ তোলা

আমরা আরো জানি,

স্বর্ণের যাকাতের নেছাবের পরিমাণ হলো ২০ মিছকাল

∴ ২০ মিছকাল = ৪.২৫ × ২০ = ৮৫ গ্রাম।

অথবা,

১১.৩৩৩ গ্রাম = ১ ভরি

৮৫ গ্রাম = ৮৫ ÷ ১১.৩৩৩ = ৭.৫০ ভরি।

মনে করি,

১ ভরি স্বর্ণ = ৫৫,০০০/- টাকা

∴ ৭.৫০ ভরি স্বর্ণ = ৫৫,০০০ × ৭.৫০

= ৪,১২,৫০০/- টাকা

সুতরাং স্বর্ণের প্রতি ভরির দাম ৫৫,০০০ টাকা

হারে বর্তমান স্বর্ণের উপর যাকাতের নেছাব হবে

- ৪,১২,৫০০/- টাকা।

রূপার যাকাত

আমরা জানি,

১ দিরহাম = ২.৯৭৫ গ্রাম

১১.৩৩৩ গ্রাম = ১ তোলা/ ভরি

আমরা আরো জানি,

রূপার যাকাতের নেছাবের পরিমাণ হলো ২০০ দিরহাম

∴ ২০০ দিরহাম = ২০০ × ২.৯৭৫ = ৫৯৫ গ্রাম

আবার,

১১.৩৩৩ গ্রাম = ১ তোলা

∴ ৫৯৫ গ্রাম = ৫৯৫ ÷ ১১.৩৩৩ = ৫২.৫০১ তোলা

মনে করি,

১ তোলা রূপা = ১৩০০/- টাকা

৫২.৫০১ তোলা রূপা = ১৩০০ × ৫২.৫০১

= ৬৮,২৫১.৩ টাকা

সুতরাং রূপার প্রতি তোলার দাম ১৩০০ টাকা

হারে বর্তমান রূপার উপর যাকাতের নেছাব হলো

- ৬৮,২৫১ টাকা।



শরঈ ওজন সমূহের আধুনিক পরিমাপ

ক্র.নং	শরঈ ওজন	ব্রিটিশ পদ্ধতি	মেট্রিক পদ্ধতি
১	ক্বীরাত	১.৮ রতি	২১৮.৭ মিলিগ্রাম
২	দানিক	৭.২ রতি	৮৭৪.৮ মিলিগ্রাম
৩	দিরহাম	২৫.২ রতি	৩.৬৮ গ্রাম
৪	মিছকাল/দিনার	৪.৫ মাশা	৪.৩৭৪ গ্রাম
৫	রিতলে বাগদাদি	৩৪ তোলা দেড় মাশা	৩৯৮.৩৪ গ্রাম
৬	মুদ/ মণ	১৩.৩৬ ছটাক	৭৯৬.০৬৮ গ্রাম
৭	আউকিয়া	১০.৫ তোলা	১২২.৪৭২ গ্রাম
৮	সা' (দিরহাম হিসেবে)	২৭৩ তোলা	৩.১৮৪২৭২ কিলোগ্রাম
৯	আধা সা'	১৩৬.৫ তোলা	১.৫৯২১৩৬ কিলোগ্রাম
১০	সদকায়ে ফিতর (গম)	১৪০. ২৫ তোলা	১.৬৩৫৮৭৬ কিলোগ্রাম
১১	রূপার নেছাব	৫২.৫ তোলা	৬১২.৩৬ গ্রাম
১২	স্বর্ণের নেছাব	৭.৫ তোলা	৮৭.৪৮ গ্রাম
১৩	মোহরে ফাতেমি	১৩১.২৫ তোলা রূপা	১.৫৩০৯ কিলোগ্রাম রূপা
১৪	মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাপ	৩১.৫ মাশা রূপা	৩০.৬১৮ গ্রাম রূপা
১৫	শরঈ সফরের দূরত্ব	৪৮ মাইল	৭৭.২৪৮৫১২ কিলোমিটার

বাংলাদেশের জমি পরিমাপের হিসাব

- ২০ তিল = ১ ক্রান্তি
- ৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
- ৪ কড়া = ১ গভা
- ২০ গভা = ১ আনা
- ১৬ আনা = ১ টাকা
- ১৬ আনা = ৩২০ গভা
- ১৬ আনা = ১২৮০ কড়া
- ১৬ আনা = ৩৮৪০ ক্রান্তি
- ১৬ আনা = ৭৬৮০০ তিল
- ১০০০ বর্গলিংক = ১ শতাংশ
- ৪৩৫.৬০ বর্গফুট = ১ শতাংশ
- ১৯৩.৬০ বর্গহাত = ১ শতাংশ
- ৪৮.৪০ বর্গগজ = ১ শতাংশ
- ৪০.৪৮ বর্গমিটার = ১ শতাংশ
- ১.৬৫২৮৯ শতাংশ = ১ কাঠা
- ২৪৭ শতাংশ = ১ হেক্টর
- ৭২০ বর্গফুট = ১ কাঠা
- ৪৫ বর্গফুট = ১ ছটাক
- ১৬ ছটাক = ১ কাঠা
- ২০ কাঠা = ১ বিঘা
- ১০০ শতাংশ = ১ একর
- ১০০ এয়র = ১ হেক্টর
- ১ বিঘা = ১৪৪০০ বর্গফুট
- ৮ সুতা = ১ ইঞ্চি
- ১২ ইঞ্চি = ১ ফুট
- ০.৬৬ ফুট = ১ লিংক
- ৩ ফুট = ১ গজ
- ৩. ২৮০৮ ফুট = ১ মিটার
- ১.৬০৯ কি. মি. = ১ মাইল
- ১০০০ মিটার = ১ কি.মি.
- ১৭৬০ গজ = ১ মাইল
- ২৫.৪ মিলিমিটার = ১ ইঞ্চি
- ২.৫৪ সেন্টিমিটার = ১ ইঞ্চি



আগস্ট ২০২০
হাজান

১৪৪০-'৪১ হিজরি মোতাবেক ২০১৯-'২০ খ্রিষ্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের
দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তালিকা
[নিম্নোক্ত তালিকা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

<p>হাফেজ মাও. মোঃ নোমান উল্লাহ পিতা: মোঃ উমেদ আলী গ্রাম: পূর্ব বড়ঘোনা ডাক: বড়ঘোনা থানা: বাঁশখালী জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮৭৯-৩৪১০৫১</p>	<p>মাও. মোঃ আলী আহমদ সন্দ্বীপী পিতা: মোঃ সিদ্দীক সাওদাগর গ্রাম: বাউরিয়া ডাক: বানির হাট থানা: সন্দ্বীপ জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮৫৪-৬৩০৮৫৬, ০১৬২০-৩৩৪০৬৬ ই-মেইল: aliahmadtaqi5@gmail.com</p>	<p>মাও. হাফেজ মোঃ তালেবুল্লাহ পিতা: আব্দুল মতলব সাহেব গ্রাম: পাইরাং ডাক: জালিয়া ঘাটা থানা: বাঁশখালী জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮৫০-৩৮৬৮২৮</p>
<p>মাও. মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন পিতা: আবু ছৈয়দ সাহেব গ্রাম: জিরি ডাক: জিরি মাদরাসা থানা: পটিয়া জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮৬৪-৮২৭৭৩৯</p>	<p>মাও. মোহাম্মদ সাইদুল্লাহ পিতা: নূরুল কাদের গ্রাম: জিরি ডাক: জিরি মাদরাসা থানা: পটিয়া জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮৬৬-৩৮৩১৮৮ ই-মেইল: sayedullah3188@gmail.com</p>	<p>মাও. মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম পিতা: জনাব আব্দুর রহমান গ্রাম: চিকনী পাড়া ডাক: কালারমার ছড়া থানা: মহেশখালী জেলা: কক্সবাজার মোবাইল: ০১৮৩৭-৭১৩৮৪৯</p>
<p>মাও. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (জাফর) পিতা: মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ গ্রাম: দক্ষিণ জালিয়া ঘাটা ডাক: হারুণ বাজার থানা: বাঁশখালী জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৬২৮-৯৪৬৩৫৬</p>	<p>মাও. হাফেজ মোঃ রিদুয়ানুল হক পিতা: মরহুম ছালেহ আহমদ গ্রাম: বৈরাগ ডাক: মহলখান বাজার থানা: আনোয়ারা জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮২০-০১৬৫৫৮, ০১৮৬৭-৪৮৭৫৯৬ ই-মেইল: reduanhaque123@gmail.com</p>	<p>মাও. হাফেজ মোঃ এহছান পিতা: জনাব মোঃ আব্দুল মাবুদ গ্রাম: পশ্চিম টাইটং, কাদির পাড়া ডাক: টাইটং, হাজি বাজার থানা: পেকুয়া জেলা: কক্সবাজার। মোবাইল: ০১৮৭৪-২১১৬২২, ০১৮৩১-৫৭৭৭৪০</p>
<p>মাও. মোহাম্মদ আবু শরিফ পিতা: মৃত মোহাম্মদ হোছাইন গ্রাম: রামপুর মাদ্রাসা পাড়া ডাক: সাহার বিল থানা: চকরিয়া জেলা: কক্সবাজার। মোবাইল: ০১৮৭৩-১৬৭৯৩৮</p>	<p>মাও. হাফেজ মোঃ ওমর ফারুক পিতা: হাফেজ শাহ আলম গ্রাম: আশিয়া ডাক: আশিয়া থানা: পটিয়া জেলা: চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮২৪-০০৩১৪৬, ০১৭৮৫-৮২০৯০৩</p>	<p>মাও. হাফেজ মোঃ সেলিম উল্লাহ পিতা: আবুল খায়ের সাওদাগর গ্রাম: কৈখাইন ডাক: পুরৈকোড়া থানা: আনোয়ারা জেলা: চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৬৯-৩৪১৮৭২, ০১৩০৮-৭৭২৭১৪</p>



মাও. মোঃ মাসুদুর রহমান চৌধুরী
পিতা: গোলাম মওলা চৌধুরী
গ্রাম: মনসার টেক, মওলা বিডিং
ডাক: ছলাইন
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫৯-৫৮৭৩০২
ই-মেইল: mdmashud302@gmail.com

মাও. হাফেজ মোহাম্মদ আনিছ
পিতা: মরহুম আব্দুল কুদ্দুছ
গ্রাম: পশ্চিম পুকুরিয়া
ডাক: পুকুরিয়া
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮২৮-৩৭৯৫০৬

মাও. মোঃ ইব্রাহীম খলিল আজিজী
পিতা: মরহুম নূরুল্লাহী
গ্রাম: পশ্চিম পুকুরিয়া
ডাক: বৈলগাঁও
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৪৬-৮২২৭৩৬

মাও. মোহাম্মদ ইমরান
পিতা: জনাব আহমদ জহুর
গ্রাম: জিরি
ডাক: জিরি মাদরাসা
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮২৮-৫৬৭৯৩৪

মাও. হাফেজ আহমদ হাছান
পিতা: মৌলানা মোস্তাক আহমদ
গ্রাম: পশ্চিম মনকিচর
ডাক: মনকিচর
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৪৬-৭৭৮৮৫৭
ই-মেইল: hmahmad940@gmail.com

মাও. মোহাম্মদ ওমর ফকর
পিতা: নূর মোহাম্মদ
গ্রাম: মেহের নামা, নন্দীর পাড়া
ডাক: বাঘুজারা
থানা: পেকুয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৮৪-৮৪৬৬৩৯

মাও. মোঃ মেহেবুল হাসান
পিতা: মোঃ রকিবুল ইসলাম
গ্রাম: বিশইল
ডাক: কড়িদহ
থানা: পোরশা
জেলা: নওগাঁ।
মোবাইল: ০১৭৭৫-৮১৫০৪৭, ০১৩০৩-০৭৫৫৩৮
ই-মেইল: mdmerulhasan@gmail.com

মাও. হা. মোঃ ফরহাদ হোসেন (পারভেজ)
পিতা: জনাব মোহাম্মদ ফোরকান
গ্রাম: দোলাতপুর
ডাক: ফাজিলখার হাট
থানা: কর্ণফুলী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮২৬-৫৫৫১৬৮, ০১৮২৭-৩৮৯৫৬৪

মাও. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম কুতুবী
পিতা: মরহুম নূরুল হুদা
গ্রাম: উত্তর ধুবুং
ডাক: বাইংগাকাটা
থানা: কুতুবদিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫৬-৮৮১০৮৫

মাও. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
পিতা: মোঃ আব্দুর রহমান
গ্রাম: চিকনী পাড়া
ডাক: কালারমার ছড়া
থানা: মহেশখালী
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৬৩০-২২০১২২

মাও. মোহাম্মদ নূরুল আবছার
পিতা: হা. মোঃ আব্দুস সাত্তার
গ্রাম: শাহমীরপুর
ডাক: ফকিরনীর হাট
থানা: কর্ণফুলী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৪৯-৬০৭৩৩৭

মাও. মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন
পিতা: মুহিবুল্লাহ
গ্রাম: জিরি
ডাক: জিরি মাদরাসা
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫৬-০৪৬৪৩১

মাও. মোঃ আলী মকসুদ মিয়া
পিতা: মোঃ গুরা মিয়া
গ্রাম: মেহের নামা, নন্দীর পাড়া
ডাক: পেকুয়া
থানা: পেকুয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫০-৪৫৯০০৪

মাও. হাঃ মোঃ সাক্কাদ হোছাইন
পিতা: মোহাম্মদ আলী
গ্রাম: কেরণছড়ী
ডাক: হাজীর বাজার
থানা: পেকুয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫১-৮২৪৮১৫

মাও. মোহাম্মদ আবরারুল হক
পিতা: মাও. জৈয়দুল হক
গ্রাম: সাইরার ডেইল
ডাক: মাতার বাড়ী
থানা: মহেশখালী
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৬৪৪-২৮২৫৮৭



আল-হাজ্জ
২০২০

মাও. মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
পিতা: ছৈয়দ আকবর
গ্রাম: মহবী পাড়া
ডাক: মগনামা
থানা: পেকুয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৮৭-৬৫৩৭৩৮

মাও. মোঃ খুরশেদুল আলম
পিতা: জনাব আব্দুল গণি
গ্রাম: জিরি
ডাক: জিরি মাদরাসা
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫৮-৯৬৫২৯২

মাও. মোহাম্মদ ইলিয়াছ
পিতা: আব্দুল জলিল
গ্রাম: ভেল্যা পাড়া
ডাক: টেকনাফ
থানা: টেকনাফ
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৯৩-০৩৮৪৪৫

মাও. মোহাম্মদ মনিরুল্লাহ
পিতা: শামসুল হক
গ্রাম: শাহপীরদীপ
ডাক: শাহপীরদীপ, রাতার মাথা
থানা: টেকনাফ
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫৬-৩৩২৮১৯

মাও. হা. মোঃ আজগর হোছাইন
পিতা: মৃত মোঃ ছাদেক আলী
গ্রাম: নয়াপাড়া
ডাক: সরল বাজার
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫৪-৬৭৩২০৬, ০১৮৫৪-৩০৯৫৬৯

মাও. হা. মোঃ রুহুল আমিন
পিতা: মরহুম নূরুল আমিন
গ্রাম: তৈলারদীপ
ডাক: তৈলারদীপ
থানা: আনোয়ারা
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৩১-৫১৭৫৯২

মাও. হাঃ মোঃ সুলাইমান টেকনাফী
পিতা: মোঃ ছৈয়দুল হক সাহেব
গ্রাম: উনছি গ্রাং
ডাক: নয়াপাড়া
থানা: টেকনাফ
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৩৩-২৮৩৫২৩

মাও. হাফেজ মোঃ রেজাউল করিম
পিতা: রশিদ আহমদ
গ্রাম: দক্ষিণ মোলভী পাড়া
ডাক: ফাঁসিয়াখালী
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫৯-৭২৬১৮৯

মাও. মোঃ কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
পিতা: মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব
গ্রাম: মধ্যম নিছানিয়া
ডাক: ইনানী
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৪৪-৮৭৩৪৯৮

মাও. হাঃ এহছান উল্লাহ
পিতা: হাজ্জান আলী
গ্রাম: পূর্ব পোমাতলী
ডাক: পোকখালী
থানা: কক্সবাজার
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮২৩-৮০৯৩৮৬

মাও. হাঃ মোঃ ছৈয়দুল হক
পিতা: আবুল কাশেম
গ্রাম: নতুন পাড়া
ডাক: ভানুয়াখালী
থানা: কক্সবাজার
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫৭-৬৭৯০৫০

মাও. হাফেজ মাহমুদুল হক
পিতা: বদিউল আলম
গ্রাম: ছাতিনাখালী পাড়া
ডাক: বদরখালী
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮২৯-৮৭৭৬২২

মাও. মোহাম্মদ হামিদ হোসেন
পিতা: মোঃ আবু সুফিয়ান
গ্রাম: কুতুপালাং
ডাক: কুতুপালাং
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৬৮৪-৭৯৯৯২৩

মাও. মোহাম্মদ আব্দুল করিম
পিতা: মোঃ আব্দুল হাকীম
গ্রাম: ছনখোলার কুম
ডাক: টহটং
থানা: পেকুয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৭২-৪৪০৬৮১

মাও. মোঃ আসহাব উদ্দিন (আল-আমিন)
পিতা: মোঃ জাফর আহমদ
গ্রাম: পূর্ব বড়খোনা
ডাক: বড়খোনা
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮২৯-১১২৭৫১



মাও. এইচ এম সাইফুল ইসলাম
পিতা: মোঃ জামাল হুসাইন
গ্রাম: পুকুরিয়া
ডাক: বৈলগাঁও
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৮০-৬১৯৯৪৭
ই-মেইল: abcsaifuli@gmail.com

মাও. মোহাম্মদ সোলাইমান
পিতা: জনাব ওমর ফারুক
গ্রাম: হরিণ খাইন
ডাক: বুধপুরা বাজার
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৩০০-০১৪১৬২

মাও. মোঃ ইয়াছিন আরফাত
পিতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ
গ্রাম: রামপুর
ডাক: শাহারবিল
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৬৪২-১৯৩২৩৭

মাও. মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন
পিতা: মরহুম আসাদুল হক
গ্রাম: জিরি
ডাক: জিরি মাদরাসা
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৮৮-৩০৫৩০৮

মাও. মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম
পিতা: মৌলানা নুরুল আলম
গ্রাম: রাজুয়ার ঘোনা
ডাক: হোয়ানক
থানা: মহেশখালী
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৬২৭-৮১২১৪৯
ই-মেইল: mdjahedcox999@gmail.com

মাও. মোহাম্মদ বোরহান উদ্দীন
পিতা: মরহুম আব্দুর রাজ্জাক সিকদার
গ্রাম: পূর্ব বড়ঘোনা
ডাক: পশ্চিম বড়ঘোনা
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫৮-৬৪০৭৮২

মাও. মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম
পিতা: মোহাম্মদ ছৈয়দ
গ্রাম: মালিয়ারা
ডাক: জিরি
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৭১-৬৪৭১১৫

মাও. মোহাম্মদ সোলাইমান
পিতা: মাওলানা বেলাল হুসাইন
গ্রাম: মগডেইল
ডাক: মাতারবাড়ী
থানা: মহেশখালী
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৬৭-৯৯৫৯৭৭

মাও. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বর্ন
পিতা: মোঃ আবুল হোসেন
গ্রাম: বোয়ালিয়া
ডাক: বোয়ালিয়া
থানা: আনোয়ারা
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৬৮-৯৪৮২৮৪
ই-মেইল: mdanowarulislamctg@gmail.com

মাও. মোহাম্মদ রশিদ আহমদ
পিতা: মোহাম্মদুল্লাহ
গ্রাম: চেইন্দা
ডাক: খবুলিয়া
থানা: রামু
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৮৫-২১৫৯৫৬

মাও. মোহাম্মদ আমির হামজা
পিতা: আনিছ আলী
গ্রাম: আজীজ নগর
ডাক: আজীজ নগর
থানা: তেঁতুলিয়া
জেলা: পঞ্চগড়।
মোবাইল: ০১৬২৮-৬০০৬৬২

মাও. হাফেজ মোঃ আব্দুল্লাহ টেকনাফী
পিতা: মাওলানা ফজল আহমদ
গ্রাম: মহেশখালীয়া পাড়া
ডাক: টেকনাফ সদর
থানা: টেকনাফ
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮২৮-৭০৩৮৫৩

মাও. মোহাম্মদ ইসহাক খালজী
পিতা: মৌলভী মোঃ ইব্রাহীম
গ্রাম: পশ্চিম পোকখালী
ডাক: পোকখালী
থানা: কক্সবাজার
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৩১-৯৪০৭১৪

মাও. মোঃ এরশাদুল ইসলাম
পিতা: গিয়াস উদ্দীন
গ্রাম: উত্তর মেধাকছপিয়া
ডাক: খুটাখালী
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৭৬-৭০৯৮০৬

মাও. হাঃ মোঃ এনামুল হক
পিতা: মরহুম আজিজুল হক
গ্রাম: জিরি, মজুমদার পাড়া
ডাক: জিরি মাদরাসা
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮২৩-৫৬০৫৪৫



আল-হাজান
২০২০

মাও. হাঃ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ
পিতা: মোহাম্মদ হোসেন
গ্রাম: দক্ষিণ চাকমার কুল
ডাক: রামু
থানা: রামু
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৫৮-৫৩২১১২

মাও. মোহাম্মদ নুরুল আবছার
পিতা: আব্দুর রশিদ
গ্রাম: মুন্সির ডেইল
ডাক: বড় মহেশখালী
থানা: মহেশখালী
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৩৪-৬৭৩৩৫২

মাও. মোঃ তাফাজ্জুল হোছাইন
পিতা: নুরুজ্জামান
গ্রাম: খলিফার মোড়া
ডাক: হাজি বাজার
থানা: পেকুয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৬৪-৭৬৯০৭৪
ই-মেইল: hassainmohammad232974@gmail.com

মাও. হাঃ মোঃ এনামুল হাসান
পিতা: মাও. মোঃ আবু সৈয়দ
গ্রাম: কালামিয়া বাজার
ডাক: চট্টগ্রাম জি. পি. ৩-৪০০০
থানা: বাকলিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৮৪-৭৪৬২৫৫

মাও. মোহাম্মদ ইয়াছিন রহমান
পিতা: জামাল আহমদ
গ্রাম: পিংলা
ডাক: বৃধপুরা
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৬৬০-১০৭০৬৭

মাও. মোহাম্মদ জুনাইদ
পিতা: হাফেজ নুরুজ্জামান
গ্রাম: পূর্ব চাখল
ডাক: চাখল বাজার
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৩৫-০৫৬৩৫১

১৪৪০-'৪১ হিজরি মোতাবেক ২০১৯-'২০ খ্রিষ্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের আদব বিভাগের ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তালিকা

মাও. বোরহান উদ্দীন জহির
পিতা: করিমুল্লাহ রফিক
গ্রাম: পাহাড়তলী
ডাক: কক্সবাজার
থানা: কক্সবাজার
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৮৪-১৪২৫১০

মাও. শামসুল আমীন
পিতা: মোহাম্মদ হাসেম
গ্রাম: কাদির পাড়া
ডাক: উখিয়া
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৮৩-৮২৮৯৫৬

মাও. সাইদুল আমীন
পিতা: মোঃ শরীফ
গ্রাম: বালুখালী
ডাক: বালুখালী
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৩৬-০৯৮০৪৩

মাও. মোঃ হাসানুল বান্না
পিতা: মুফতি আব্দুল হক
গ্রাম: বাপুয়া
ডাক: কালারমার ছড়া
থানা: মহেশখালী
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮২০-১২০৭৬২



১৪৪০-৪১ হিজরি মোতাবেক ২০১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের
কেরাত বিভাগের ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তালিকা

মাও. মোহাম্মদ আজিম নূর
পিতা: জনাব জহির আহমদ
গ্রাম: দরবেশ কাটা
ডাক: মকবুল আবাদ
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮২৭-৩৮১৩৩২

মাও. মোঃ ইয়াহইয়া
পিতা: মোঃ নুরুল হক
গ্রাম: খয়রাতি পাড়া
ডাক: রাজপালং
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৩২-৯২১০৯৭

মাও. মোঃ হাফেজ জোবায়ের
পিতা: মাও. মোঃ মনির আহমদ
গ্রাম: ঠ্যাংখালী
ডাক: ঠ্যাংখালী
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮৮০-০৮১৩৭৭

মাও. মোহাম্মদ শাহ আলম
পিতা: মোঃ আশরাফুল আলম
গ্রাম: নারায়ণপুর
ডাক: চাঁদহাট
থানা: মুকসুদপুর
জেলা: গোপালগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৮৪৫-৪০০৬৬৮

১৪৪০-৪১ হিজরি মোতাবেক ২০১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের
ইফতা বিভাগের ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তালিকা
[নিম্নোক্ত তালিকা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

মাও. মুফতি মোহাম্মদ হাছান
পিতা: নুরুল ইসলাম
গ্রাম: বরইতলী
ডাক: বরইতলী
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৯০-১৬৪০৪১, ০১৬২০-৬৮৮১০৯

মাও. মুফতি আবু বকর ছিন্দী
পিতা: এয়ার মোহাম্মদ
গ্রাম: বোয়ালিয়া
ডাক: বোয়ালিয়া
থানা: আনোয়ারা
জেলা: চট্টগ্রাম। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮১৬-৮৩০৬৫৯

মাও. মুফতি মোঃ জসীম উদ্দীন
পিতা: আমীন শরীফ
গ্রাম: চান্দল
ডাক: চান্দল বাজার
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৬০-৩৩৫২২৯

মাও. মুফতি মোঃ আনোয়ার হোসাইন
পিতা: মোহাম্মদ নূরুন্নাবি
গ্রাম: বালুখালী
ডাক: দাঁতমারা বাজার
থানা: রামগড়
জেলা: ঝাংড়াছড়ি। (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৬৮-২৫৩৯৭৩

মাও. মুফতি হাঃ আব্দুল মালেক হাবিবী
পিতা: রহমত উল্লাহ
গ্রাম: বালুখালী
ডাক: বালুখালী
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৯১০-৯৫০৭৭৭

মাও. মুফতি মোঃ সিকান্দার আলী
পিতা: মোঃ মতিউর রহমান
গ্রাম: উত্তর সুখাতী
ডাক: সুখাতী
থানা: নাভেশ্বরী
জেলা: কুড়িগ্রাম। (রংপুর)
মোবাইল: ০১৮১৪-১৯০৬৬৬, ০১৭৯৫-২৬৯২০৬



আল-হাজ্জ
২০২০

মাও. মুফতি মোহাম্মদ ইরফান হারুন
পিতা: হাফেজ মাওলানা আব্দুল হোছাইন
গ্রাম: পশ্চিম রশিদাবাদ, (বল্লীর বাড়ী)
ডাক: শোভনদত্তী
থানা: পটিয়া
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৮২-৫৮৩৯৯২, ০১৮৫৬-৭১৪৫৭৫
মেইল: mohammedharun262@gmail.com

মাও. মুফতি হাফেজ মঈন উদ্দীন
পিতা: মোঃ রফিকুল আমিন
গ্রাম: কাশিমপুর রোড
ডাক: নীল নগর
থানা: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
জেলা: গাজীপুর। (ঢাকা)

মাও. মুফতি আশরাফ আলী
পিতা: মাওঃ আব্দুল মান্নান
গ্রাম: ফাঁসিয়াখালী
ডাক: ফাঁসিয়াখালী
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮২৪-৮০৭০৮২

মাও. মুফতি হাফেজ ছানাউল্লাহ রামুভী
পিতা: আলহাজ্জ মরহুম অলী আহমদ
গ্রাম: জারাইলতলী
ডাক: রামু
থানা: রামু
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৮১-৮৭৩৯৫৮

মাও. মুফতি আব্দুল হান্নান জুলফিকার
পিতা: নুরুল ইসলাম মুয়াজ্জিন
গ্রাম: গোমতী বাজার
ডাক: গোমতী বাজার
থানা: মাটিরাঙ্গা
জেলা: খাগড়াছড়ি। (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮১৫-৪৫১৫৯৭

মাও. মুফতি মুজিবুর রহমান
পিতা: ছৈয়দুল আমিন
গ্রাম: দমদমিয়া
ডাক: রঙ্গিখালী
থানা: টেকনাফ
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৫১-৬৪১৫৩৯
মেইল: mvmojiborrahman1234@gmail.com

মাও. মুফতি হাঃ মুহাঃ সাদেক জমিরী
পিতা: মৌলানা আব্দুল গাফফার গৈফারী
গ্রাম: ঠেংখালী
ডাক: ঠেংখালী
থানা: উখিয়া
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮২৯-১১৫১৪৪

মাও. মুফতি এইচ. এম জমির উদ্দীন
পিতা: মরহুম আবুল খায়ের
গ্রাম: মানিক পাঠান
ডাক: কাথরিয়া
থানা: বাঁশখালী
জেলা: চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫০-৩৭৭১৬৮

মাও. মুফতি মোঃ নকীব উদ্দীন সন্দ্বীপী
পিতা: মোঃ ওমর ফারুক
গ্রাম: সন্তোষপুর
ডাক: সন্তোষপুর
থানা: সন্দ্বীপ
জেলা: চট্টগ্রাম। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৫৭-৬৭৯৫১১

মাও. মুফতি মোহাম্মদ ফাইয়াজ
পিতা: আলহাজ্জ মরহুম শিকির আহমদ
গ্রাম: কোরবানীয়া ঘোনা
ডাক: উত্তর হারবাং, আজিজনগর
থানা: চকরিয়া
জেলা: কক্সবাজার। (চট্টগ্রাম)
মোবাইল: ০১৮৬৭-৮৪৫৪৬৭

মাও. মুফতি মোঃ আব্দুর রশিদ নওগাঁবী
পিতা: মোঃ হামিদুর রহমান
গ্রাম: স্বরূপ পুর
ডাক: চারাগপুর
থানা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ। (রাজশাহী)
মোবাইল: ০১৭৬৫-০৪৫৫৮৭

মাও. মুফতি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান
পিতা: মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
গ্রাম: জিওল
ডাক: বদলগাছী
থানা: বদলগাছী
জেলা: নওগাঁ। (রাজশাহী)
মোবাইল: ০১৯০৭-৫৮৪০০৫, ০১৬৪১-৩৮৭৯৩৮

মাও. মুফতি আরিফ হোসাইন
পিতা: মরহুম হাজী তৈয়ব আলী
গ্রাম: উত্তর ইসলামপুর
ডাক: মুন্সিগঞ্জ
থানা: মুন্সিগঞ্জ
জেলা: মুন্সিগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৬৪৮-১১৬১২২



মুক্তার মালা

জাহেদুল ইসলাম মহেশখালী

এক সূতোয় গাঁথা মোরা
হরেক মুক্তার দানা,
ছিলাম এক হয়ে হাসি-মুখে
ছিলো না দুটানা।
যে মালায় গাঁথা আছে
হরেক মেধাবীর মুখ
আলী আহমদ কিবা
আব্দুলগ্নাহ ইসহাক প্রমুখ।
ভালোজন প্রিয়-দিপন
আবছার, আবরার,
রয়েছে প্রতিভাবান, তাকুওয়াবান
আহমদ, দিদার।
তেজস্বী মেধাবী নরোম স্বভাবী
মোহাম্মদ রিদুয়ান,
পড়াশোনা যার অনুষ্ঠান
স্বভাব আছে আরো
সৈয়দ, এহছান।
সূক্ষ্ম মেধায় পড়ে যারা-
আব্দুল করিম, মুজাহিদ অন্যতম,
শাশ্বৎ স্বভাবের আছে ক'জন
মুনীর, ফরহাদ, মকছুদ প্রিয়তম।
সাদাসিধে মনোহর যারা
আছে নোমান, এনাম, রশিদ
বন্ধুতা সূলভের কিছুজন-
আমির হামজা, ওয়াদুদ, ইলিয়াছ, হামিদ।
যাদের দুই স্বভাবে-
মিলতো খুশি, হতো মন ভালো
সাইফুল, আসহাব, আনোয়ার
মাসুদ, কাইয়ুম অতি রসালো।
শিষ্টাচারে মোড়াম পচু-
জুনাইদ, সাজ্জাদ, রেজাউল
ছফিরপ মুখব্রয়- আবছার কিবা
মেহের, কামরমল।
ভ্রাতৃত্বপ্রিয়, সংগীতপ্রেমী
এরশাদ, সিরাজ, ওমর
তরু যাদের মন, মিষ্ট আচরণ

দিগু বিবেক প্রথর।
সেলিম, জাফাজ্জল, নাহির
রমছল আরো কতজন
সাংগঠনিক মনা যারা
আনিসও সাথের সঙ্গেপন।
ফরিদ, ফারহক কিবা তালেব
সোলাইমান কিবা এহছান কিবা আজগর
হুজুরের সেবায় নিয়োজিত সদা
সেবা মনন নিরন্তর।
নিত্য হাস্যোজ্জ্বল কিছু মুখ
আবু শরিফ কিবা ইয়াহিন সাঈদ মাহমুদ
সোলায়মান এনাম হাসি খুশি সদা
থাকে সু-প্রবোধ।
নমনীয় এক যুবক ভদ্র-স্বভাবি
মোহাম্মদ সাল্লাউল্লীন
সাহিত্য গোমে ভূবে থাকে নৈমিক
বোরহান আরো ইয়াসিন।
উপবশে কিছু সংহতি প্রিয়ে
ভরেছে এই মালা
ইমরান মুসলেহ খুরশিদ-
কিবা মিজবাহ;
নিরহংকার উজালা।
এই মুক্তার মালা হোক বিশ্বময়
হোক ধীনি মুজাহেদ,
রবের কাছে এই আকৃতি,
করছি আমি জাহেদ।

শেষ যামানা

মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

শেষ যামানা! ফিতনার
রাশে ভরেছে ধরা
লোক সকল ব্যক্তি পুঁজোয়
হয়েছে মতোয়ারা।
ঈমানহীন লোক ধরেছে
ধর্মের লাগাম,
ধর্মের দোহায়ে করছে
আজব বদকাম।
শেষ যামানা! ঘুরে বসেছে
কাজ্জাব
ধর্মের লেবাসে গুছাচ্ছে
সবে আজাব।
আবির্ভূত আজ ঘরে ঘরে
দাজ্জাল আসার আগে
বেসামাল।
শেষ যামানা! ঈমান রক্ষার
নিরীক্ষণ
হক্ নামি বাতিল বলে-
আমি সত্যের দর্পন।
ধর্ম নামি বিধর্মি বলে-
আমি আলোর পথ
ভেজাল সেজেছে
সিকি, কোথা সত্যের পথ
শেষ যামানা! তোমার ঘুরে
দাঁড়াবার সময়
ধর্মভোলা লোকদের
দেখবার সু-আলয়।
রঞ্জে দিতে সব
ইসলামফোবিয়ার
ভাইরাস-
আত্মতত্ত্বের বড়
প্রয়োজন, সাহাবা
সংকাশ।



আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, উত্তর
জিরি, পটুয়া, চট্টগ্রাম



আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি

ফতীহা, শেখ-আবদুল্লাহ, বঙ্গ-লাদিশ-আল-আমর-আল-ইসলাম

আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি

জিরি, পটুয়া, চট্টগ্রাম। স্থাপিত : ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ।

E-mail : jamiiaziri@gmail.com, jamiiaziri@yahoo.com

Web : www.jamiaislamiiaziri.org